উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৯,২১২.৫৩ (-৫৮৮.৯০)
নিফটি : ২৪,০৩৯.৩৫ (-২০৭.৩৫)

বিরোধিতায় কেন্দ্র
কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইনে যে কোনওপ্রকার স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করবে বলে জানিয়ে দিল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। » ৮

রিভিউ পিটিশন অনিশ্চিত
প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৬°	৩৬°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৩°	২২°	২১°

সন্ত্রাসবাদ রুখতে ঐক্যের বার্তা রাহুলের মুখে » ৮

১২ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 April 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 336

সক্রিয় সেনা

লাল সতর্কতা

নজরে উত্তর-পূর্ব ভারত

- পহলগাম হামলার বদলায় পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সেনা তৎপরতা বাড়াতেই উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার ছক জঙ্গিদের
- সেনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখতেই উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতা হতে পারে বলে আশঙ্কা
- ভারতীয় সেনা ছাড়াও বিএসএফ, এসএসবি, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে অতিসতর্ক থাকতে নির্দেশ কেন্দ্রের, জারি লাল সতর্কতা
- অসম, মণিপুর, মেঘালয় এবং অরুণাচলপ্রদেশের 'অতিস্পর্শকাতর' প্রায় ৮০টি এলাকায় তল্লাশি শুরু
- উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে গঠিত হল বিএসএফের বিশেষ দল
- সক্রিয় করা হয়েছে সেনার চারটি ড্রোন স্কোয়াড্রনকে। পাহাড়ে যুদ্ধে সক্ষম সেনার বিশেষ দলের মহড়া শুরু সিকিমে

কী আশঙ্কা

- উত্তর-পূর্বে নাশকতায় হাকানি গ্রুপের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে ভারতবিরোধী শক্তিগুলি। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং আল-কায়দা (ভারতীয় উপমহাদেশ)-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে নাশকতা হতে পারে
- মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হয়ে মণিপুরের বেশ কিছু জঙ্গিঘাঁটিতে আল-কায়দা এবং হাকানি গ্রুপের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিতে পারে

উদ্ধার বোমা-বারুদ

- গত ৪৮ ঘণ্টায় সেনা এবং পুলিশের অভিযানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রেপ্তার ২৮ জঙ্গি, উদ্ধার আইইডি, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে সিরিজের বহু রাইফেল, রেডিও ওয়্যারলেস, স্মোক শেল সহ প্রচুর অস্ত্র এবং গোলাবারুদ
- গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার ৫৬টি চোরাই গাড়ি। নাশকতার কাজে ওই গাড়িগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা

প্রয়াত সাংবাদিক জ্যোতি

উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে ৪৫ বছরের পথচলা শেষ হল জ্যোতি সরকারের। উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন যিনি। দক্ষতায়, নিষ্ঠায় কারও কারও নাম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। জ্যোতির নাম তেমনভাবে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ৬১ বছরের জীবনের ৪৫ বছরই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ভালোবেসে, আবেগে, কর্মনিষ্ঠায়। একই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকার এমন নজির খুব কম।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। নানারকম শারীরিক সমস্যা ছিল তাঁর। বারবার ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। অপারেশন হয়েছে। পেসমেকার বসেছে। কিন্তু অসীম জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। হাসপাতালে বসেও খবর লিখে দপ্তরে পাঠিয়েছেন- এমন নজিরও আছে। নেশায়, পেশায়, প্রজ্ঞায় আদ্যন্ত সাংবাদিক সত্তা অর্জন করেছিলেন জ্যোতি। অবশেষে সেই বর্ণময় কর্মসফর শেষ হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস পড়েছে তাঁর।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার। ১৯৮০ সালের ১৯ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পথচলার দিন থেকে সাংবাদিকতায় নিজেকে জড়িয়েছিলেন জ্যোতি সরকার। তখনও তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। পড়তেন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা কলেজে। পাশেই বীরপাড়ায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি। বীরপাড়ার সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতায় জ্যোতির হাতেখড়ি। নিজের কর্মদক্ষতায়, নিষ্ঠায় ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ তাঁকে পরে আলিপুরদুয়ারের সংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে। আলিপুরদুয়ার থেকে পরে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহরে। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সাংবাদিক সত্তার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। জলপাইগুড়িতে নিযুক্ত হওয়ার পর নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেন তিনি। দৈনন্দিন সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন জ্যোতি। অন্য বিষয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকতাতেও দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, বন ও বন্যপ্রাণী, জনজাতির কৃষ্টি ও সমস্যা ও চা শিল্প ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সংবাদ সংগ্রহের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। *এরপর দশের পাতায়*

ধূলিসাৎ পহলগাম হামলায় জড়িত আসিফ শেখের বাড়ি। শ্রীনগরে শুক্রবার। -এএফপি

হত লস্কর কমান্ডার

বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন দুই জঙ্গির বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম হামলার পর কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপ। একদিকে হামলাকারীদের খোঁজে কাশ্মীরজুড়ে জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলেন। শুক্রবার তিনি প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সবক'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, রাজ্যগুলিতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বার করে অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী তিন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও রাজস্থানে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাক নাগরিকদের জন্য জারি করা ১৭ ধরনের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুধু চিকিৎসার কারণে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের দেওয়া ভিসা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ থাকবে। তবে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তাঁদের ভিসা বৈধই থাকবে। এই পদক্ষেপ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দমোহন শুক্রবারই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন।

এদিকে, ভারতের চাপের মুখে পাকিস্তান আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা দুই জায়গাতেই পাক সেনাবাহিনী মোতায়েন শুরু করেছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে সীমান্ত পার থেকে ধারাবাহিক গোলাবর্ষণ চলছে। পাক সেনা ও রেঞ্জার্স শুক্রবার গভীর রাত থেকে পুঞ্চ সেক্টরে ভারী মর্টার থেকে গোলা ছুড়তে শুরু করে। দিনভর তা চলেছে। ভারতীয় বাহিনী পালটা জবাব দিয়েছে। তবে দু'পক্ষে কোনও হতাহতের খবর নেই। বিএসএফ গুজরাট, রাজস্থান ও পঞ্জাব সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে। রাজস্থানের মরু এলাকায় ভারতীয় সেনার সামরিক গতিবিধি নজরে এসেছে। কাশ্মীরেও যৌথ বাহিনীর অভিযানের তীব্রতা বেড়েছে। বারামুলা, উধমপুর ও বান্দিপোরায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। বান্দিপোরার জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লস্করের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার আলতাফ লাল্লির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেনা-পুলিশের যৌথ বাহিনী এদিন রাতেও ঘন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শুক্রবার কাশ্মীরে পৌঁছেছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে শীর্ষ সেনাকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরাই হামলার জন্য দায়ী বলে পহলগাম হামলার প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। ঘটনার পিছনে লস্কর *এরপর দশের পাতায়*

পাক-কথায় বিতর্ক

- পহলগামে পর্যটকদের হত্যাকারীদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে উল্লেখ পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দারের
- ২৭ জনকে হত্যার নেপথ্যে ইসলামাবাদের কোনও ভূমিকার কথা ইশাক দার স্বীকার করেননি
- পাকিস্তানের সেনার নির্দিষ্ট কয়েকটি ইউনিটকে সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির

ভারতকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতে চায় জঙ্গিরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : পহলগামের পর এবার চিকেন নেককে টার্গেট করে উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার ছক জঙ্গিদের। পহলগাম হামলার বদলায় পাকিস্তান সীমান্তে সেনা তৎপরতা বাড়তেই ভারতকে চাপে রাখতে চিকেন নেককে টার্গেট করে ছক কষা হচ্ছে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, ভারতীয় সেনাকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতেই দেশবিরোধী শক্তিগুলি তৎপর হয়েছে। তাই চিকেন নেক সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। ভারতীয় সেনা ছাড়াও বিএসএফ, এসএসবি, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে অতি সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।

দিল্লির নির্দেশ পাওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ভারতের 'অতিস্পর্শকাতর' প্রায় ৮০টি এলাকা চিহ্নিত করে তল্লাশি শুরু করেছে সেনা ও আধাসামরিক বাহিনী। তাতেই গত ৪৮ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছে ২৮ জন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আইইডি, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে সিরিজের বহু রাইফেল, রেডিও ওয়্যারলেস, স্মোক সেল সহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ। গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার হয়েছে ৫৬টি চোরাই গাড়ি। নাশকতার কাজে ওই গাড়িগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা করছেন সেনা গোয়েন্দারা।

বৃহস্পতিবার পূর্ব ইম্ফল থেকে অস্ত্র সহ এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে মণিপুর পুলিশের বিশেষ দল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পান সেনা গোয়েন্দারা। জানা যায়, উত্তর-পূর্বে নাশকতায় হাকানি গ্রুপের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ছক কষছে ভারতবিরোধী শক্তিগুলি। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং আল-কায়দা (ভারতীয় উপমহাদেশ) এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে নাশকতা হতে পারে। সেই পরিকল্পনামতো মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হয়ে মণিপুরের বেশ কিছু জঙ্গিঘাঁটিতে *এরপর দশের পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

কীসের স্বস্তি! যোগ্য তকমায় শুধু অসম্মান, অনিশ্চয়তা

গৌতম সরকার

এ এক দুঃসহ অসহায়তা! কী ভীষণ নিরুপায়! চাকরিটা থাকবে না জেনেও স্কুলে যেতে শুরু করলেন শিক্ষকরা। বলা যায়, বাধ্য হলেন যেতে। পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে নাকি কোতল করা হয়েছে পর্যটকদের। বাংলায় যোগ্য শিক্ষক পরিচয় যাঁদের, তাঁদের ঘাড়ের ওপর চাকরি খতমের ফতোয়া ঝুলছে। মেধার প্রতি কতটা অসম্মান থাকলে ওই ফতোয়া দিয়ে স্কুলে যেতে বাধ্য করা যায়! যোগ্য বলে 'চিহ্নিত'দের চাকরি খতম হয়ে যাবে ৩১ ডিসেম্বর।

কীসের 'যোগ্যতা' তাহলে? যোগ্যই যদি হবেন, তাহলে চাকরি আর দশ মাস কেন? মেধার জোরে নিযুক্ত শিক্ষকদের এই অসম্মান করার অধিকার কে দিয়েছে? এরপর ক্লাসে ছাত্রদের সামনে দাঁড়ানোর মনোবল থাকবে ওঁদের? যে ছাত্ররা জানে, তাদের ওই শিক্ষকের স্কুলে আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস। যাঁদের মেধাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আইনের ফাঁকফোকর গলে। যেহেতু অযোগ্যদের চিহ্নিত করা যায়নি, তাই যোগ্যরাও বাদ!

অদ্ভুত যুক্তি! চরম অপদার্থতা! স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষা দপ্তর জানেই না কে অযোগ্য, কে যোগ্য। তাই তালিকা দিতে পারেনি আদালতে। পারেনি, না দেয়নি- প্রশ্নটা উঠবেই। তালিকা দিলে দুর্নীতির গোড়া ধরে টান পড়তে পারে। তাই এত ঢাকঢাক, গুড়গুড়। আদালতে এজলাসের হাতুড়িটা আইনের জালে বাঁধা। সেই সুযোগে যোগ্য-অযোগ্য মিশিয়ে মুড়িমুড়কি একদর হয়ে গেল আদালতের নির্দেশে। *এরপর দশের পাতায়*

মেটেলি বাগানে দেখা মিলল ভালুকের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : দিনতিনেক আগে ভালুক ঢোকার জল্পনা ছড়িয়েছিল নাগরাকাটার গাঠিয়া চা বাগানে। সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হল শুক্রবার মেটেলি চা বাগানে। সেখানকার মূর্তি ডিভিশনের বাঁশলাইন এলাকার কিশুন মাহালি নামে এক শ্রমিকের বাড়িতে বুনোটি ঢুকে পড়ে। নিমেষের মধ্যে ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক তৈরি হয় গোটা তল্লাটে। বন দপ্তরের একাধিক রেঞ্জ চলে আসে। ফুট প্রিন্ট মিললেও ভালুকটির অবশ্য সন্ধান মেলেনি। এদিনই দুটি বাইসন ঢুকে পড়ে ধূপগুড়ি ব্লকের কুর্শামারিতে ও ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই ও আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখানে নাকটানিবাড়ির চরে। অন্যদিকে, নাগরাকাটার লুকসানের ভুট্টাবাড়ি বিস্তিতে চিতাবাঘের আতঙ্কে এখন কার্যত সন্ধ্যা হলেই দরজায় খিল দেওয়ার পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার রাতেও এক গৃহস্থের ছাগল তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। সব মিলিয়ে বুনোদের লোকালয়ে চলে আসার ঘটনায় নাজেহাল ডুয়ার্সের বাসিন্দারা। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'মেটেলি বাগানে বনকর্মীরা নিরন্তর নজর রেখে চলেছেন। কালিম্পংয়ের জঙ্গল থেকে ভালুকটি এসে থাকতে পারে বলে আমাদের অনুমান।'

বছরদুয়েক আগে ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগানে ভালুক দেখা গিয়েছিল। কয়েকটিকে তো খাঁচাবন্দিও করা হয়। মেটেলি চা বাগানেই ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ভালুকের হামলায় মারা যায় এক স্কুল পড়ুয়া। ডুয়ার্সে পাহাড়ি এলাকা থেকে ভালুকদের নেমে আসার সময় ছিল শীতকাল। *এরপর দশের পাতায়*

নাম শুনেই গণপিটুনি

আক্রান্ত দুই কিশোর ও ফেরিওয়ালা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুটি আলাদা ঘটনায় গণপিটুনির শিকার দুই কিশোর সহ ভিনজেলার তিন বাসিন্দা। ধূপগুড়ি থানা এলাকার দুটি ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুলিশকর্মীদের কপালে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতাগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডাউকিমারি এলাকায়। ঘটনায় জখম হন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা পেশায় ফেরিওয়ালা সুরত আলি। ধূপগুড়ি শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়া এলাকায় বাড়িভাড়া করে সঙ্গীদের সঙ্গেই থাকেন সুরত। দীর্ঘদিন থেকেই তিনি সাইকেলে করে পোশাক ফেরি করেন গ্রামগঞ্জে। বৃহস্পতিবার ডাউকিমারি বাজার পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে গ্রামের পথে ফেরি করার সময় তাঁর পথ আটকে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে একদল লোক। ভিনজেলার বাসিন্দা বলে জানাতেই প্রথমে গালাগাল তারপর বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁর পকেটে রাখা টাকা এবং ফেরি করার সামগ্রী দুষ্কৃতীরা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। কোনওমতে পালিয়ে ধূপগুড়ি পৌঁছে বৃহস্পতিবার রাতে ডাউকিমারি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান তিনি। সুরতের বক্তব্য, এমন নয় যে এই এলাকায় আমি আগে যাইনি। ধূপগুড়ি সহ আশপাশের সব এলাকাতেই আমরা ফেরি করে বেড়াই। এইভাবে নাম-ঠিকানা জেনে সবাই মিলে মারধর করবে তা ভাবিনি। এরপর কোথাও ফেরি করতে যাওয়ার সাহসই পাচ্ছি না।'

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার দুপুরে মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীরহাট এলাকায় মাস্ক পরা কয়েকজন তরুণের হাতে নিগৃহীত হয় বছর ১২-১৩ বয়সি দুই কিশোর। মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা দুই কিশোর ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গে বিভিন্ন বাজার এলাকায় ঘুরে ফেলে দেওয়া বোতল সংগ্রহ করে তারা। *এরপর দশের পাতায়*

ধূপগুড়িতে বেধড়ক মারা হয়েছে দুই কিশোরকে। তাদেরই একজন।

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the District Information & Cultural Officer, Cooch Behar (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 430/ICA/COB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. The details may be had from D.I. & C.O. Office, Victor Palace, Cooch Behar from 10 AM to 5 PM sharp.

Sd/-
District Information Cultural officer,
Cooch Behar

রেলনীর -এর অনুপলব্ধিতে রেলওয়ে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলিতে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তির

বিজ্ঞপ্তি নং.: NFR-HQ0COMM(CATG)/6/2022 তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০২৫

শুধুমাত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য আগ্রহী উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি/ফার্মগুলির কাছ থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনপত্রটি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এর অফিস থেকে হাতে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ২৮০০/- টাকা (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি) প্রদানের বিনিময় অথবা ডাকযোগে ২৮৫০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি + ৫০ টাকা ডাক চার্জ) পাওয়া যেতে পারে। ফর্মটি www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। যদি ফর্মটি রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা হয়, তাহলে পিএফএ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর অনুকূলে জারি করা ২৮০০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফটের সাথে এটি জমা দিতে হবে। ফার্মটির ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস -এর অনুমোদন থাকতে হবে এবং গত দুই আর্থিক বছরে, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালে প্যাকেজজাত পানীয়/মিনারেল জলের বিক্রি থেকে বার্ষিক ৩ কোটি টাকা (তিন কোটি টাকা মাত্র) টার্নওভার থাকতে হবে।

ফার্মটিকে পিএফএ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও -এর অনুকূলে জারি করা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ১,০০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) অংশগ্রহণ ফি জমা দিতে হবে। যাদের পণ্য অনুমোদিত হবে না শুধুমাত্র সেইসব আবেদনকারীদের ফি ফেরত দেওয়া হবে। রেলওয়ে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো আবেদন গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি : সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -কে উদ্দেশে করে পাঠাতে হবে এবং ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৭:০০ টার মধ্যে জমা দিতে হবে অথবা ডাকযোগে সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস) অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এ পাঠাতে হবে।

ডেপুটি সিসিএম/পিএম এবং সিএটিজি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের হাটিওয়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২এর উচ্চ স্তরের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪২,৬০,৬০৬.৫০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৭১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৩-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে- কৈঠালকুচি, তিহু, পাঠশালা, সরুপেটা, বরপেটা রোড এবং সরভোগে ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,১০,৮০,৪২১.২৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে ১৭:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

‘দ্রোণাচার্য’ কিশোর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : তিনি হ্যান্ডবলের ‘দ্রোণাচার্য’ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর একাগ্রতা, ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোতে সাহায্যে করে। তাঁর নাম কিশোর মিঞ্জ। কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা। ইতিমধ্যে তাঁর হাত ধরে ৫০ জনেরও বেশি ছেলেমেয়ে রাজ্য স্তরে খেলেছেন। বেশ কয়েকজন জাতীয় স্তরেও খেলেছেন।

তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না! তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও চাকরি কিংবা ব্যবসা করেন। সেসবও তিনি করেন না। বর্তমানে বেকারই কিশোর। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে কিছুদিন আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেই চাকরি হঠাৎ চলে যায়। তবে বেকারত্বের চাপ সুনাম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে তিনি আইকন।

কিশোরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় বীথিকা রাভা বলেন, ‘আমি আজ খেলাধুলোয় যতটা সাফল্য অর্জন করেছি, তার সব অবদান আমার প্রশিক্ষক কিশোরদার। আমাদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় কিশোরদার মতো মানসিকতার মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।’ আরেক ছাত্র সুজিত বর্মনের মন্তব্য, ‘কিশোর স্যর প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের মতো যারা খেলতে আগ্রহী তাদের খোঁজখবর নেন। সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দেন। কিশোরদা বিনা পারিশ্রমিকে ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত কোচিং করাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা।’

কিশোর জানালেন, এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় উৎসাহ জোগানোর জন্য তিনি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে সংসারের চাপে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। তাও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেন ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করার।

তাঁর সংযোজন, ‘কামাখ্যাগুড়ির অনেক ছেলেমেয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হ্যান্ডবল খেলে এসেছে। কিন্তু এখানে হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সেই সুবিধা পেলে তাঁরা শুধু রাজ্য বা জাতীয় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আন্তর্জাতিক স্তরেও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারবে। সরকার সেব্যাপারে নজর দিলে ভালো হয়।’

খাদি শিল্পে নতুন রেকর্ড

নিউজ ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন রেকর্ড গড়ল খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথমবার খাদি ও গ্রামোদ্যোগের টার্নওভার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার সাম্প্রতিক ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের এই তথ্য তুলে ধরেছেন। গত ১১ বছরে সংস্থার উৎপাদন প্রায় ৩৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, বিক্রি বেড়েছে ৪৪৭ শতাংশ। এছাড়া সংস্থায় মোট কর্মসংস্থানও ৪৯.২৩ শতাংশ বেড়েছে। নয়াদিল্লির খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের টার্নওভারও এই প্রথম ১১০.০১ কোটির মাত্রা ছুঁয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের নির্দেশনায় কেভিআইসি-র সাফল্য অতুলনীয়।’

কর্মখালি

Leads Overseas Pvt. Ltd. পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কিচেন চিমনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে ‘সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার’ প্রয়োজন। কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং সহ সার্ভিস-এর কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। বেতন - 14,000/- - 16,500/-। যোগাযোগ - সেবক রোড, শিলিগুড়ি, (M) - 9733395611. (C/116079)

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C. C. Road under Tufanganj Municipality are NIT No. TUFANGANJ/02/2025-26, ID: 2025_MAD_839080_1 & 2025_MAD-839080_2 Memo no. 332, dt. 25.04.2025. Start date of dropping tender at 5.00 P.M. on 25.04.2025 to last date of dropping tender at 5.00 P.M. on 06.05.2025. Tender opening date at 1.00 P.M. on 09.05.2025.

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB63 20100904285) Sahidul Ali থাকায় 22-04-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Saidul Ali হলাম, ছাট গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার। (C/116226)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেলে কাজের জন্য অভিজ্ঞ Room boy চাই। M : 9434065165 (C/116075)

•

স্টুডিওতে ফোটোগ্রাফির কাজ জানা/অজানা লোক চাই। বেতন অভিজ্ঞতা হিসাবে নির্ধারণ। Das Studio, Shivmandir. M : 79082-81880. (M/M)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur(U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging.(M) 86044-60736, 96963-01588.(C/116077)

•

ভর্তি পরামর্শদাতা চাই আপনাদের শহর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনহাটা, ইসলামপুর, হলদিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ যোগাযোগ নম্বর- 9332394700. (C/116076)

•

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,000/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া, মেস, মাসে ছুটি। M :- 89459-25318. (C/116078)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর ও সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার উদ্দেশ্যে চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পি-ইউ-০৫-২০২৫। অকশন শুরু : ১৩.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-বিজিপি-টয়-৩৮-২৪-১, ভাগলপুর। এএ/২, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টয়-৬-২৪-১, সাহেবগঞ্জ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-24/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫৩, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/ই/জি/ভাগলপুর-এর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ইলেক্ট্রিক্যাল সাব-স্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাসেটগুলির শক্তি বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৭৯,৭৪,৫১৬.৩৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৫৯,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-30/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

**Office of the Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF
N.I.T. No.01(e)/MDB/2025-26
Dt. 23/04/2025
(Online e-Tender)**

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫২, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিসনের মালদা, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ডিআরএফ টাইপ এসি মেশিনগুলির সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-29/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

কোনদিকে মোড় নেবে তিতির-অরুণের সম্পর্ক?
চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বকুল প্রিয়া, সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.১৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধ্যা ৭.১৫ অন্নদাতা, রাত ১০.১৫ কর্তব্য

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ পরিণাম, রাত ১০.০০ তিনমূর্তি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.২৫ টাইগার, সন্ধ্যা ৭.০৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৪৫ সিঁদুরখেলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সরগম, সন্ধ্যা ৭.৩০ বনফুল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসব ফিরে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২৪ ক্রু, দুপুর ১.৪১ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.৪১ অন্তিম, রাত ৮.৩০ রত্নম, ১১.৩৩ তেনালি রামাকৃষ্ণ

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৪৬ বাদল, দুপুর ১.১১ ম্যায়নে প্যার কিয়া, বিকেল ৫.১১ অন্তিম, রাত ৮.০০ রক্ষা বন্ধন, ১০.১৮ সর্দার গব্বর সিং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩১ সাইলেন্স, দুপুর ১.৫৯ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৫ তলাশ – দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধ্যা ৭.২২ লভ হস্টেল, রাত ৯.০০ ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস

কেদারনাথ দুপুর ১.২৯
জি আনমোল সিনেমা ২

ক্রু বেলা ১১.২৪
জি সিনেমা এইচডি

স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স সন্ধ্যা ৬.৫৩
মুভিজ নাউ

মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২৬ রেসিডেন্ট ইভিল : অ্যাপোক্যালিপ্স, বেলা ১১.৪৭ লেক প্লাসিড ভার্সেস অ্যানাকোন্ডা, দুপুর ১.১১ এক্স-টু, বিকেল ৩.১৯ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল, ৫.১৮ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, সন্ধ্যা ৬.৫৩ স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স, রাত ৮.৪৫ রকি-থ্রি, ১০.২৩ স্পাইডারম্যান-থ্রি

ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mathabhanga (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 239/ICA/MTB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may contact to S.D.I & C.O. Office, Mathabhanga from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mathabhanga, Cooch Behar

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mekhliganj (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No-174/SDI&CO/MKG dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may be contact to S.D.I & C.O. Office, Mekhliganj from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mekhliganj, Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এটিএম-২০২৫-০৫। অকশন শুরু : ১২.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২, বারিয়ারপুর। এএ/২, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২, সবৌর। এএ/৩, এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জেন-৩১-২৫-২, রাজমহল। এএ/৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৩৯-২৫-২, মির্জাচৌকি। এএ/৫, এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২, ঘোঘা। এএ/৬, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৫-৪, সাহেবগঞ্জ। এএ/৭, এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩২-২৫-২, অভয়পুর। এএ/৮, এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২, তিনপাহাড়। এএ/৯, এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জেন-৩৮-২৫-২, জঙ্গীপুর রোড। এএ/১০, এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২, পীরপৈন্তি। এএ/১১, এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জেন-২৫-২৫-২, বাঁকা। এএ/১২, এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জেন-২৯-২৫-২, মুঙ্গের। এএ/১৩, এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৩৬-২৫-২, গোড্ডা। এএ/১৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২, মালদা টাউন। এএ/১৫, এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জেন-২৭-২৫-২, ধুলিয়ানগঙ্গা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-26/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারতীয় সেনা বাহিনী
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

দাপ্তরিক প্রবেশ

প্রযুক্তিক স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত) এর হেতু অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আবেদন প্রক্রিয়াটি ৩০শে এপ্রিল ২০২৫ থেকে ২৯শে মে থেকে ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (TGC-142) (scheduled in Jan 2026).

Applications open from **30 Apr 2025** to **29 May 2025**.

দ্রষ্টব্য ঃ-
১. সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in এ পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0011/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসায়িক জটিলতা কাটতে পারে। পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসবে। বৃষ : আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায় কিছু গোলমাল হতে পারে। মিথুন : বন্ধুর সাহায্য পেয়ে খুশি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্কট : ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকলেও দিনের মধ্যভাগে তা কেটে যাবে। বিতর্কে থাকবেন না। সিংহ : পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করতে যাবেন না। ব্যবসায় হঠাৎ মন্দা নামতে পারে। কন্যা : বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। বাড়তি কাজের চাপে শরীর খারাপ হতে পারে। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকলে ভালো ফল পাবেন। দাম্পত্যের অশান্তি কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। বৃশ্চিক : বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। বাড়ি সংস্কারে নেমে সমস্যা। ধনু : কাউকে উপযাচক হয়ে উপদেশ দিতে যাবেন না। অপমানিত হবেন। বাড়তি লগ্নি নয়। মকর : বিষণ্ণতায় কাটবে দিনটি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের জন্যে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কুম্ভ : কোনও কাজ করে পরিতাপ করতে হবে। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। মীন : সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অকারণ দুশ্চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৬ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল, ২০২৫, ১২ বহাগ, সংবৎ ১৩/১৪ বৈশাখ বদি, ২৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৫।৫৯। শনিবার, এয়োদশী প্রাতঃ ৫।৫৭ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ৩।৩৮। রেবতিনক্ষত্র রাত্রি ২।৩৮। বৈধৃতিযোগ দিবা ৬।৫২ পরে বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫২। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৭ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৩।৩৮ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ২।৩৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে পশ্চিমে, রাত্রি ৩।৩৮ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৪৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৩ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব মেধা দিবস- ২৬ এপ্রিল। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মশাল মিছিল

পহলগামের ঘটনার প্রতিবাদে ও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মশাল মিছিল করল বিজেপি যুব মোর্চা। সিমলা স্ট্রিটে শুরু হয়ে ভবানীপুরে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

রবিবার থেকে বৃষ্টি

স্বস্তির পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে রবিবার থেকে রাজ্যের দক্ষিণে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচন স্থগিত

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত রাখা হল কলকাতা পুরসভার সমবায় নির্বাচন। আদালতের নির্দেশের আগে ১৮ মে এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

যৌন হেনস্তায় ধৃত

কাটোয়ায় সাত বছরের শিশুকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ। ধৃত প্রতিবেশী প্রৌঢ়। ঘটনা তদন্তাধীন। বারবার যৌন হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অজানা ভবিষ্যৎ চাকরিহারাদের

রিভিউ পিটিশনের আর্জি অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল। এদিনও সরকারি মহলে চূড়ান্ত হল না কবে এই পিটিশনের আর্জি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। সর্বোচ্চ আদালতে আর্জি পেশই তো সব নয়। আর্জি তো প্রথমে গ্রহণ করতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। তারপর তো আর্জির ওপর শুনানি হবে। রায়ও একটা হবে। কিন্তু তার আগেই প্রস্তাবিত পিটিশন দাখিলের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জটিলতা আর্জি পেশের দিনই পিছিয়ে দিচ্ছে বলে শুক্রবার নবান্নে সরকারের শীর্ষমহলের খবর। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে এসএসসিও কিছুটা দিকভ্রান্ত বলেই ওই সূত্রের খবর।

এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনের মূল বিষয় হল যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই। মূলত যার ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ২৬ হাজার চাকরিহারার। যেটা নিয়েই বারবার সুপ্রিম কোর্টে হোঁচট খেতে হয়েছে সরকার ও এসএসসিকে। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবই সুপ্রিম কোর্টকে বাধ্য করেছে মুড়ি-মিছরি এক করে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করতে। এখনও যথার্থভাবে সেই কাজই করতে সক্ষম হতে পারছে না সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এদিন ওই মহলের খবর, যুক্তিযুক্ত যথার্থ তালিকা তৈরি করতেই পারছে না এসএসসি। কিছু না কিছু জটিলতা এসে হাজির হচ্ছে। চাকরিহারাদের দাবিমতো ওয়েবসাইটে ওই তালিকা (যোগ্য প্রার্থীদের) প্রকাশ না করে জেলায় জেলায়, স্কুলে স্কুলে ওই তালিকা পাঠিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে যে সংখ্যায় যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, পরে আবার তা সংশোধনের মুখে এসে পড়ে। একাধিক যোগ্য ওই তালিকা থেকে বাদ পড়ায় বিপাকে পড়েছে এসএসসি। এককথায় তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি।

> **জটিলতা অব্যাহত**
> - সুপ্রিম কোর্টে সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল
> - তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি
> - চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও পিটিশনে রাখার কথা ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে

এই তালিকা এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে সরকারের রিভিউ পিটিশনের আর্জি পেশের বিষয়টি। নবান্ন সূত্রে খবর, রিভিউ পিটিশন জমা হলেই যে সরকারের আর্জি গ্রহণযোগ্য হবে বা হলেও চাকরিহারাদের কপাল খুলবে, এমন আশা দিল্লিতে সরকারের মামলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবীও এখনও দিতে পারেননি। সবটাই তাঁরা এখন সুপ্রিম কোর্টের মর্জির ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তবে যোগ্য ও অযোগ্যদের যথার্থ তালিকার পাশাপাশি মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তৈরি করতে নবান্নে সরকারকে তাঁরা প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছেন বলেই এদিনের খবর। যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব এই কাজ সরকারকে করতে হবে বলে বলেছেন তাঁরা।

এদিকে এদিন নবান্নে ওই সূত্রের খবর, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও এই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, সমগুরুত্ব দিয়েই ওঁদের কথা রিভিউ পিটিশনে রাখতে হবে। জোর তৎপরতা অবশ্য রয়েছে নবান্নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। নবান্নে জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, এখন রাজ্যে চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ আগের তুলনায় কমেছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন ও অনৈক্য তৈরি হওয়ায় কিছুটা তো স্বস্তির হাওয়া এসেছে সরকারি মহলে। কাশ্মীরে জঙ্গিদের নারকীয় গণহত্যার ঘটনাও সাধারণ মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে।

অযোগ্যদের ধর্না মঞ্চে বিরিয়ানি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : যোগ্য-অযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবশেষে শান্তি এল শুক্রবার। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ যোগ্য শিক্ষকদের মঞ্চ আচার্য সদনের সামনে থেকে ধর্না-বিক্ষোভ তুলে নিল। তবে অযোগ্য বা 'টেন্টেড' চাকরিহারা মঞ্চ 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম' শুক্রবারও নিজেদের অবস্থান জারি রেখেছে এসএসসি ভবনের সামনে।

বৃহস্পতিবার রাতে যোগ্য-অযোগ্য বচসা প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছোয়। পরিস্থিতি যখন প্রায় হাতের বাইরে, তখনই দেখা গেল টেন্টেড বা দাগিদের 'ডিনার'-এর জন্য আসছে প্যাকেট প্যাকেট বিরিয়ানি। সোমবার থেকে খিচুড়ি, মুড়ি ও জলই একমাত্র ভরসা 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র। তাঁদের বেশিরভাগ খাবারই এসেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের থেকে। সেখানে অযোগ্যদের মঞ্চে বিরিয়ানি আসে কীভাবে, সেই প্রশ্নই যোগ্য বিক্ষোভকারীদের মনে।

তবে শুক্রবার সকালে ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অধিকার মঞ্চের তরফে চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমরা এখান থেকে অযোগ্যদের সঙ্গে হাতাহাতির ভয়ে সরে যাচ্ছি, এমনটা নয়। আমরা চাই না, অযোগ্যদের সঙ্গে কোনও ঝামেলা হোক। সেই কারণেই আমরা এখান থেকে সরে যাচ্ছি।' ফলে এদিন সকাল থেকে কিছুটা শান্ত এসএসসি ভবন চত্বর। অযোগ্য মঞ্চের তরফে শুক্রবার দাবি করা হয়, 'সিবিআই যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করেছে, তার কী গুরুত্ব?' তবে ধর্মতলার শহিদ মিনারে অবস্থানরত অধিকার মঞ্চের একাংশ দাগিদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'বিরিয়ানি আসছে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে?' মঞ্চের তরফে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'আমরা যোগ্য হয়েও বিরিয়ানি পেলাম না। কারণ, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিনি। তবে অযোগ্যদের মঞ্চে রাজনীতি হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও বেশ কিছু দলকে ওদের মঞ্চে আসতে দেখা গিয়েছে। সবটাই লবিবাজি।' ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম অবশ্য বলেছে, 'যোগ্যরা আমাদের স্কুলে যেতে দিতে চায় না বলেই হিংসা করছে। আমরা রাজনীতি করছি না।' অধিকার মঞ্চের চাকরিহারাদের অভিযোগ, 'যোগ্যদের স্লোগান চুরি করেছে অযোগ্যরা। চিন্ময়কে বৃহস্পতিবার রাতে চড়ও মেরেছে। পোর্টালে নাম থাকবে না বলেই জ্বালায় জ্বলছে।'

শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ব্রাত্যর বৈঠক 'ব্যর্থ'

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : গ্রুপ 'সি'-গ্রুপ 'ডি' শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে শুক্রবার বিকালে বৈঠক করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সল্টলেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিবেদিতা ভবনে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অনশন এদিন ১০০ ঘণ্টা অতিক্রম করল। প্রথমে ৮ জন অনশন শুরু করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এখন অবস্থানরত মাত্র ৪ জন।

তার মধ্যে অন্যতম অনশনকারী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের চিকিৎসকরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেও আমাদের কোনও সুরাহা হয়নি। অনশন আমরা চালিয়ে যাব।'

গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল জানান, 'শনিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে শিক্ষা মহলের আধিকারিকদের বৈঠক রয়েছে। এই বৈঠকে আমাদের নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও হতে পারে।'

ব্রাত্য বসুর সঙ্গে শুক্রবার বিকাল ৪টেয় বৈঠক করেন শিক্ষাকর্মীদের ৪ জন প্রতিনিধি। অমিত মণ্ডল বলেন, 'ব্রাত্য বসু বলেছেন, রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষাকর্মীদেরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।' ব্রাত্য যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শিক্ষাকর্মীদের পাশে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন।

তবে এতে খুশি নন শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের দাবি, 'শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেমন স্কুলে ফেরার অনুমতি রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই শিক্ষাকর্মীদের অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁদের বেতন চালুও রাখতে হবে।' তবে সেই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং রাজ্যের তরফে এখনও কোনও বার্তা না আসায় অনশন জারি থাকবে, এমনটাই জানিয়েছে 'যোগ্য গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি অধিকার মঞ্চ'।

অনশনকারী গ্রুপ সি কর্মী মৌমিতা বিশ্বাস বলেন, 'নির্জলা উপোসে আছি। কতদিন সুস্থ থাকব বলতে পারছি না। তবে আলো-পাখার ব্যবস্থা পর্ষদের তরফে করা হয়েছে। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট এবং পর্ষদের চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষা করছেন।'

স্থান পরিবর্তন হলেও ধর্না জারি

সোমবার থেকেই স্কুলে ফিরছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : শেষ হইয়াও হইল না শেষ। যে শহিদ মিনারের পাদদেশ থেকে চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানেই শুক্রবার দুপুরে ফিরে গেলেন চাকরিহারারা। এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান প্রত্যাহার করে তাঁরা ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে ধর্না-বিক্ষোভ জারি রাখলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসএসসি তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা সোমবার থেকে স্কুলে ফেরার কথাও ঘোষণা করলেন এদিন। ধর্মতলায় যাওয়ার পথে তাঁরা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ভালোর জন্য স্কুলে ফিরছি।' চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার আর্জি শুক্রবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই রয়েছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসির নতুন সচিব পদে অরুণ কুমার রায়ের নিয়োগ সম্পর্কে জানিয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬-এর সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। মঞ্চের তরফে মেহবুব মণ্ডল স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কেউ কেউ নিজস্ব স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছেন। তবে শীর্ষ আদালতের কাছে রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে একাধিক মঞ্চের অবস্থান কখনোই গুরুত্ব পাবে না। আদালতের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্যই মূল কথা। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাভ নেই।'

অধিকার মঞ্চ এদিন দুপুর থেকেই শহিদ মিনার চত্বরে পিটিশন তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। তিন ধাপে রিভিউ পিটিশন করার ঘোষণাও করা হয়েছে। প্রথমত, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। দ্বিতীয়ত, সব শ্রেণির ক্ষেত্রেই চতুর্থ থেকে সপ্তম কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। সর্বশেষে কোনও কাউন্সেলিং কেন্দ্রিক পয়েন্টের ওপর ভিত্তি না করেই পিটিশন। পিটিশন দাখিলের প্রশ্নে চাকরিহারা শিক্ষকদের উত্তর, '৩০ এপ্রিল গরমের ছুটি পড়লেই সক্রিয়ভাবে সব পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করব।'

শুক্রবার দুপুর থেকেই ওকালতনামায় চাকরিহারাদের সই করানো শুরু হয়ে গিয়েছে। যেসব শিক্ষকের নাম যোগ্যের তালিকায় আসেনি এবং স্কুলে পৌঁছোয়নি, তাঁদের একাংশ এদিন বিকাশ ভবনের আধিকারিকদের কাছে অনুরোধ জানাতে যান। অধিকার মঞ্চ জানিয়েছে, তালিকা আপডেট করার জন্য বিকাশ ভবনকে দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, দু'দিনের মধ্যে তালিকার ভুল শোধরানো না হলে সোমবার থেকে আবারও কঠোর আন্দোলনের রাস্তা বাছবেন শিক্ষকরা। মেহবুব বলেন, 'রিভিউ পিটিশনে যেন কোনও ভুল পয়েন্ট না দেওয়া হয়, সেই দিকেই আমরা নজর রাখছি। সবথেকে কঠিন কাজ ড্রাফট তৈরি। আমরা ১৩-১৪ জন আইনজীবী ও এআরও-র পরামর্শ নিয়েছি। একটিও ভুল পদক্ষেপ নিলে সুপ্রিম কোর্ট খুব সহজেই আমাদের রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দিতে পারে।'

কমিশন স্বীকার করেছে, যোগ্যদের যে তালিকা জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে পাঠানো হয়েছে, তাতে ত্রুটি রয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে সার্ভার আপডেট না করার জন্যই এমন ভুল। অধিকার মঞ্চ জানায়, 'সংশোধিত নতুন তালিকা পাঠানোর জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান।'

সূর্য অভিযানে।। কলকাতার মল্লিকঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সমাজমাধ্যমে গুজব ঠেকাতে পদক্ষেপ পুলিশের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট রুখতে পদক্ষেপ শুরু করল রাজ্য পুলিশ। ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই সদস্যরা সমাজমাধ্যমের প্রতিটি পোস্ট খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং এক্স হ্যান্ডেলে ৭৮২টি অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে সেগুলি ব্লক করা হয়েছে। ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেছেন, 'যে কোনও উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট আমরা নজরে রাখছি। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে বেশকিছু ভিডিও এবং ছবি সমাজমাধ্যমে আপলোড হয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, সেগুলি ২০২১ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং ২০০০ সালে গুজরাটের ছবি। ওই ঘটনার পরই যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে ছবি এবং ভিডিওগুলি পোস্ট করা হয়েছিল, সেগুলিকে চিহ্নিত করে ব্লক করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ওই ছবি এবং ভিডিও শতাধিক শেয়ার হয়ে যায়। ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। তারপরই পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, এই জাতীয় পোস্ট করলেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এবং ওই অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে।

ইতিমধ্যেই 'মেটা'র কাছে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চিঠি দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এমনকি ডিঅ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্ট থেকে যাতে কোনও পোস্ট না করা যায়, সেই অনুরোধও মেটার কাছে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল ৩২২ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পোস্টগুলি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সরানো হল জঙ্গিপুরের এসপি-কে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায়কে পশ্চিম মেদিনীপুরের সালুয়ার ইএফআরের কমান্ডান্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় নতুন পুলিশ সুপার হলেন কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ) ট্রাফিকের ডিসি অমিত কুমার সাউকে। একইভাবে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট করে পাঠানো হল। তাঁর জায়গায় এলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সানি রাজকুমার।

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা, ফোন ঃ (০৩৩)২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন ঃ- ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮
মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর জন্য
ভাড়ার জন্য অফিস আবাসনের প্রয়োজন
দার্জিলিং-এর কাছাকাছি ভালো বাণিজ্যিক এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ স্কোয়ার ফিটের (হলঘরসম) অফিস প্রাঙ্গণ আমাদের প্রয়োজন। ইচ্ছুক ভবনের মালিকগণ দুই সেটের প্রযুক্তিক দর এবং অর্থনৈতিক দর যেটি আমাদের ওয়েবসাইট www.uiic.co.in থেকে ডাউনলোড করে অথবা আমাদের কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় যেটির ঠিকানা ঃ- ইস্টেটস ডিপার্টমেন্ট, তৃতীয় তলা, হিমালয়া হাউস, ৩৮বি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এ কার্যালয় চলাকালীন সময়ে ২৬.০৪.২০২৫ থেকে ২০.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্তির দ্বারা নাম মুদ্রাঙ্কিত খামের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন অথবা উপরে উল্লিখিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। টেন্ডারটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় উপরে উল্লিখিত ঠিকানাটিতে ২০.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টের সময়। কোনওরকম দালালচক্র ন্যস্ত করা হবে না।
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে মিছিল বামেদের। শুক্রবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বদল চেয়ে বিক্ষোভ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বিচারপতির বেঞ্চ বদল চেয়ে শুক্রবার বিকেল থেকে আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে অবস্থানে বসলেন ২০১৬ সালের কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্য পদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের চাকরি দিতে অতিরিক্ত পদ (সুপার নিউমেরারি) তৈরির বিরুদ্ধে মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানি শেষ হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সিপিএম আইনজীবীদের চেম্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এই বিক্ষোভের সমালোচনা করে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বলেন, 'ওরা যদি মনে করেন, দুর্নীতিযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি পেয়ে যাবেন, তাহলে এটা ভুল ধারণা। কাদের প্ররোচনায় এমনটা করছেন, তা জানি না।'

এদিন বিচারপতি বসুর এজলাসে দুপুর ২টোয় মামলার শুনানি ছিল। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, সুপার নিউমেরারি পদে চাকরি দেওয়া নিয়ে রাজ্যের কী অবস্থান তা আবেদনপত্র জমা দিয়ে জানাতে হবে। তিনি বলেন, 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, হলফনামাও চাই না, আবেদন করে জানান। আমি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

শুনানি শেষ হতেই বিকেল চারটের পর কলকাতা হাইকোর্টের 'এফ' গেটের বাইরে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, 'নিয়োগ চাই'। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে বিকাশরঞ্জনের চেম্বারের বাইরে প্রথমে একদফা বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারপর কিরণ শংকর রায় রোডে ফিরদৌস শামীম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তদের চেম্বারের বাইরে জুতো খুলে, টাকা দেখিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তাঁরা। ওখানেই বসে পড়েন। কোচবিহারের আরিফ মহম্মদ বলেন, 'আর কত দিন এভাবে অপেক্ষা করব আমরা? আমাদের আগের শুনানির টাকা ফেরত দিক চাকরিখেকোরা।' জলপাইগুড়ির আবদুল হালিম বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা নিয়োগ আটকে রেখেছেন।' দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরিপ্রার্থী রুস্তম আলি বলেন, 'দু-আড়াই বছর ধরে টালবাহানা চলছে। দিনের পর দিন মামলা চলছে।'

পাঠক্রম বদল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সিমেস্টার শুরুর পরেই সংস্কৃতের পাঠ্যক্রম বদলাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তৃতীয় সিমেস্টারের ১, ২, ৩ ও ৫ নম্বর ইউনিটের বিষয়ে বদল আনা হয়েছে। তবে সেই বদল পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ক্ষতি করবে বলেই মত শিক্ষক মহলের একাংশের।

শিক্ষক মহল অভিযোগ জানায়, 'বেশিরভাগ স্কুলে সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি বই এসে পৌঁছোয়নি। এরইমধ্যে পাঠক্রমে বদল হলে ক্লাস শুরু হবে কীভাবে?' ইউনিট ১-এর 'শ্রীমতী' পাঠ্যগদ্য, ইউনিট ২-এর 'অভ্যাসবশগং মনঃ', ইউনিট ৩-এর 'বীরঃ সর্বদমনঃ' এবং ইউনিট ৫-এর 'আর্যভট্ট ও বরাহমিহির'-এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করা হয়েছে।

নারাজ আদালত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামের ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল ৫টায় টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অরাজনৈতিক একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন উদ্যোক্তারা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, 'এই পরিস্থিতিতে আগামী ৭ দিন যে কোনও ধরনের কর্মসূচি বন্ধ রাখতে বলেছি। বৃহস্পতিবারও একটি সংগঠন কর্মসূচির অনুমতির জন্য এসেছিল। তাদেরও একই কথা বলেছি।' মঙ্গলবার মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

ফের বিতর্কে কল্যাণ

আদালত কক্ষেই আইনজীবীকে মার

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ফের বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও দলের অন্দরে আবার কখনও সংসদ চত্বরে বারবার তিনি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। এবার আদালত কক্ষের ভিতরে এক আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের বেঞ্চে ১১ নম্বর এজলাসে এই ঘটনা ঘটে। আইনজীবী অশোককুমার নাথের অভিযোগ, সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন কল্যাণ। এই নিয়ে বচসা বাধে। ইতিমধ্যেই কল্যাণের বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই আইনজীবী।

অভিযোগপত্রে ওই আইনজীবী উল্লেখ করেন, ১২ বছর ধরে তিনি আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। বৃহস্পতিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেন। তাঁকে এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলায় তিনি রেগে যান ও মারধর শুরু করেন। বাকিরা তাঁকে বাধা না দিলে কল্যাণ তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতেন বলে দাবি অশোকের। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন। আমার মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। আমি আদালতেও জানিয়েছি, থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছি। আদালতের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান আইনজীবীর এই ধরনের আচরণ কাম্য নয়।' তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেননি কল্যাণ। ফোনে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি তাঁকে।

> নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন।
> -অশোককুমার নাথ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ। বর্ণনা ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক বগি); **একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ** ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট শেষের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টায়
এএ/৪	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়
এএ/৫	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:১০ টায়
এএ/৬	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টায়
এএ/৭	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ টায়
এএ/৮	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৪০ টায়
এএ/৯	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৫০ টায়
এএ/১০	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায়
এএ/১১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:১০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে দেউনিয়াপাড়া-সরকারপাড়া

রাস্তার হাল শোচনীয়

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : রাস্তা তো নয়, এ যেন চষা খেত। কোথাও পিচের প্রলেপ উঠে পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। আবার কোথাও পাথর উধাও হয়ে মাটি বেরিয়ে গিয়েছে। এমন ছবি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউনিয়াপাড়া, সরকারপাড়ায়। পাশাপাশি সানুপাড়াও ধীরে ধীরে এই খাতায় নাম লেখাতে শুরু করছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ তো গেল রাস্তার হাল। আর সরকারপাড়ার অধিকাংশ মানুষ বালি-পাথর দিয়ে ফিল্টার করে কুয়োর জল পান করছেন। একদিকে রাস্তা বেহাল, অন্যদিকে পানীয় জলেরও সমস্যা রয়েছে দেউনিয়াপাড়া, সরকারপাড়ায়।

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ বলেন, 'রাস্তার বিষয় নিয়ে আমরা পঞ্চায়েত ক্ষমতায় আসার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। যত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তবে, জলের অসুবিধা সমাধানের দিকে এগোচ্ছি। পিএইচইর জলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে দেউনিয়াপাড়া ও সরকারপাড়া। ওই এলাকায় গেলে রাস্তার হতশ্রী চেহারা যেমন চোখে পড়বে তেমনই যানবাহনে চড়তে গেলে মনে হবে পাথর বিছানো পথ দিয়ে চলছি। দেউনিয়াপাড়ায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন বাচ্চাদের নিয়ে আসতে ঝক্কি সামলাতে হয় মায়েদের বলে অভিযোগ। ওই এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা উমেশ রায় বলেন, 'নতুন রাস্তা আদতে আর দেখতে পারব কি না তা সন্দেহ রয়েছে। আমরা পঞ্চায়েত কিংবা অঞ্চলে জানাতে পারি। এর থেকে বেশি কী বা করার আছে।' অন্যদিকে সরকারপাড়ার নির্মলা রায়, দয়া রায়দের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আসার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে বর্ষার মরশুমে জলকাদা নিয়েই থাকতে হচ্ছে বছরের পর বছর।'

আবার যাদের টাকা আছে, তারা জল কিনে খাচ্ছেন। আর যাদের অর্থ নেই তারা কুয়োর আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন। স্থানীয়রা বলছেন, কতবার জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য বাড়িতে এসে ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত অফিস থেকে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। এই জল পান করে পেটের রোগ নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারপাড়ায় একটি প্রাইমারি স্কুল ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন পড়ুয়ারা আসে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন চক্রবর্তী বলেন, 'তিন মাস হল প্রধান শিক্ষক হিসেবে এসেছি। শুনেছি বর্ষার সময় খুবই সমস্যা হয় এই রাস্তা ধরে পড়ুয়া-শিক্ষক সকলেই আসেন। রাস্তার সুরাহা হলে সকলেই উপকৃত হবেন।'

পিচের চাদর উঠে গিয়েছে দেউনিয়াপাড়ায়। –সংবাদচিত্র

> রাস্তার বিষয় নিয়ে আমরা পঞ্চায়েত ক্ষমতায় আসার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। যত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তবে, জলের অসুবিধা সমাধানের দিকে এগোচ্ছি। পিএইচইর জলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।
>
> **মনোজ ঘোষ**
> *উপপ্রধান, খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত*

সমস্যা যেখানে

- কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, আবার কোথাও পাথর উধাও হয়ে মাটি বেরিয়ে গিয়েছে
- সরকারপাড়ার অধিকাংশ মানুষ বালি-পাথর দিয়ে ফিল্টার করে কুয়োর জল পান করছেন
- রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে, অ্যাম্বুল্যান্স, গাড়ি আসতে চায় না এই এলাকায়
- বাসিন্দাদের কুয়োর জল পান করে পেটের রোগ নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে

কৃষিঋণ আদায়ে বিপাকে ব্যাংকগুলি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : ব্যাংকগুলিতে কৃষিঋণ আদায় তলানিতে ঠেকেছে। যা নিয়ে জেলার প্রতিটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। ঋণ পরিশোধের জন্য এবার সরকারি প্রকল্পে কৃষকরা যে টাকা পাচ্ছেন তা কিষান ক্রেডিট কার্ডের অ্যাকাউন্টে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে ১৯টি ব্যাংকের একাধিক শাখা রয়েছে। আর প্রতিটি ব্যাংকে কিষান ক্রেডিট কার্ডের ঋণ রয়েছে।

জলপাইগুড়ির লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার দেবাশিস কর্মকার বলেন, 'শুধুমাত্র সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি জেলার ২৩টি শাখাতে অন্তত ১০০ কোটি টাকা ঋণ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে সব থেকে বেশি নাগরাকাটা শাখাতেই প্রায় ৮ কোটি টাকা অনাদায় রয়েছে। এই হিসেব ধরলে বাকি ১৮টি ব্যাংকের একাধিক শাখাগুলির কী অবস্থা হতে পারে।'

প্রতিটি ব্লকে বৈঠকের সময় কৃষকদের ঋণ নেওয়া অ্যাকাউন্ট এবং বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নেওয়ার অ্যাকাউন্ট এক থাকলে ঋণ আদায়ে অনেকটাই সুবিধা হবে। তাছাড়া শুধুমাত্র কিষান ক্রেডিট কার্ডের ঋণের অবস্থা খুব খারাপ রয়েছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কারও কৃষিজমি থাকলেই তিনি রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে সারাবছরে সর্বাধিক ১০ হাজার টাকা করে পাবেন। একইভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্পে অ্যাকাউন্টেই ভরতুকির টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অনেকেই ঋণ অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের সুবিধা নেন না। ঋণের টাকা তোলার পর ওই অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয়ভাবেই রেখে দেন। উলটে অন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া হচ্ছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম কিষান প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার টাকা করেও দেওয়া হয়। সবই অপর অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলি। স্বাভাবিকভাবেই অনাদায়ী টাকাও ব্যাংক পাচ্ছে না। এতেই ব্যাংকগুলি চাপের মুখে পড়েছে। একইসঙ্গে নতুন করে নিয়মিত কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দিতে হচ্ছে। তবে জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা পুরো বিষয়টি নিয়ে ওয়াকিবহাল হলেও তাঁরা এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। এক কৃষক বলেন, 'ঋণ নিয়ে চাষ করা হয় ঠিকই। কিন্তু চাষের পর উৎপাদিত ফসলের দাম না পাওয়ায় ঋণ পরিশোধ করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ঋণ শোধ করেও আইনি নোটিশ

প্রতারণা ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থার আধিকারিকের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ সুদ সহ পরিশোধের পরেও আইনি নোটিশ পেয়ে দিশেহারা গ্রাহকরা। ধূপগুড়ি শহরের সংহতিনগর এলাকায় চেন্নাইভিত্তিক ওই ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থার ধূপগুড়ি শাখার অফিস। শুক্রবার বিকেলে সেখানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিক, দিনহাটার বাসিন্দা মিঠুন মজুমদার গ্রাহকদের থেকে টাকা নেওয়ার পর জাল রসিদ এবং ঋণ পরিশোধের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সংস্থায় সেই টাকা জমা করেননি। সংস্থার আধিকারিকরা জানান, বেশিরভাগ কিস্তিই জমা হয়নি। বকেয়া ঋণের দাবিতে গ্রাহকদের আইনি নোটিশ পাঠানো হলে সকলে অফিসে এসে জানতে পারেন যে শতাধিক গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে সংস্থার মিঠুন চম্পট দিয়েছেন। প্রতারিত গ্রাহকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে অফিসে হাজির হন। ফের একবার বকেয়া পরিশোধ করার কথা উঠতেই তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ওই ঘটনার জেরে এদিন ধূপগুড়ি থানার পুলিশও সংস্থার অফিসে যায়।

গ্রাহকদের সম্মিলিত বিক্ষোভে সদ্য কাজে যোগ দেওয়া সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রসেনজিৎ সরকার নিজেই ভয় পেয়ে যান। তাঁর কথায়, 'প্রাক্তন ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে সংস্থার তরফে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। হেড অফিসেও সমস্ত বিষয়টি জানানো হয়েছে। এদিন অডিট অফিসার এসেছিলেন। অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পূর্ণ হলেই গ্রাহকদের সমস্যা মিটে যাবে।' সংস্থার কর্মীরাও জানান, প্রাক্তন আধিকারিক গ্রাহকদের প্রতারিত করায় ব্যবসা নিয়ে তাঁরাও বিপদে পড়েছেন।

অন্যদিকে, এদিনের ঘটনার পর পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থার অফিস এবং তাদের কারবার নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠল। এত অনিয়ম করেও ওই সংস্থা কীভাবে শহরে অফিস খুলে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংও সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ট্রেড লাইসেন্স বিভাগকে বলব যাতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হয়। যে বিল্ডিংয়ে সংস্থার অফিস চলছিল সেটা কমার্সিয়াল কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে। নিরপরাধ সাধারণ মানুষ যেন কোনওভাবেই সমস্যায় না পড়েন তা সুনিশ্চিত করা হবে।'

এদিকে, দ্রুত সমস্যা না মিটলে গ্রাহকদের তরফে বড় জমায়েত করে সংস্থার অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর হুমকি দেওয়া হয়। ওই ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা সংগীতা দাস রায়। তিনি বলেন, 'গত বছর আমি ৪০ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করেছিলাম। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সই সিল করা সার্টিফিকেটও নিয়ে গিয়েছি। আইনি নোটিশ না পেলে জানতেই পারতাম না যে সংস্থার খাতায় আমার নামে এখনও নয় হাজার টাকার বেশি বাকি পড়ে রয়েছে। তবে আমরা সংস্থাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি ফের টাকা দেওয়ার প্রশ্নই নেই। তাদের আইনি সমস্যাও তাদের নিজেদেরই মেটাতে হবে।'

একইভাবে ৪০ হাজারের ঋণ নিয়ে সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা রিনা পারভিনও বিপদে পড়েছেন। তাঁর কথায়, 'যতদূর জানি সংস্থার এক অফিসার আমাদের মতো ১০০-র বেশি ঋণগ্রহীতার টাকা এইভাবে হাপিস করেছে। আমাদের কাছে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ, সার্টিফিকেট সবই আছে। ফলে নতুন করে কিস্তি দেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অফিসের সামনে প্রতারিত গ্রাহকরা। শুক্রবার।

অল্পদিনের জ্বরে মৃত্যু মহিলা কনস্টেবলের

মালবাজার, ২৫ এপ্রিল : কয়েকদিনের জ্বরে মৃত্যু হল এক মহিলা পুলিশকর্মীর। মৃতার নাম নীলিমা টোপ্পো (৩০)। তাঁর বাড়ি মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে। তিনি মালবাজার থানায় ইমার্জেন্সি ফোর্স লাইনে কর্মরত ছিলেন। কনস্টেবল নীলিমার অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর সহকর্মীরা। শুক্রবার তাঁর মৃতদেহটি মাল থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ সহ অন্য পুলিশকর্মীরা তাঁর প্রতি শেষশ্রদ্ধা জানান।

নীলিমা বিগত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ থাকায় ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। প্রথমদিকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে নীলিমার অ্যানিমিয়া ও পরে জন্ডিস ধরা পড়েছিল। মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি করে নীলিমাকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় ব্যাংডুবি সেনা হাসপাতালে। সেখানেই বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয় নীলিমার।

মেটেলি ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি বলেন, 'কোন রোগে ওই মহিলা কনস্টেবল মারা গিয়েছেন সেটা নিশ্চিত নয়, মৃত্যুর কারণ সরকারিভাবে এখনও আমাদের কাছে আসেনি।' ওই মহিলা কনস্টেবলের তিন বছরের এক শিশুকন্যা রয়েছে। মৃতার স্বামী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাঁর দিদিও রাজ্য পুলিশবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। শুক্রবার বিকালে নীলিমার নিজের গ্রামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ নীলিমার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সোনালি বিকেল।। *মালবাজারের নেওড়া নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির অরুণাভ বাগচী।*

ভাঙা অঙ্গনওয়াড়ির বারান্দাতেই ক্লাস

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২৫ এপ্রিল : ছয় মাস আগে হাতির হানায় ভেঙেছিল অঙ্গনওয়াড়ির দরজা-জানলা থেকে দেওয়াল সবই। এমনকি ভাঙাচোরা দেওয়াল থেকে ইটের ভাঙা অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। এমনই অবস্থা বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া চানাডিপা এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। বিপদ রুখতে কেন্দ্রের কর্মীরা বাধ্য হয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় শিশুদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করছেন। অভিযোগ, মাস ছয়েক আগে গভীর রাতে হাতির হামলায় চানাডিপা ১৫৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির জানলা, দরজা ও দেওয়ালের একাংশ ভেঙে গিয়েছিল। তারপর থেকে কেন্দ্রটি মেরামত করার বিষয়টি বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত সেব্যাপারে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও এবিষয়ে বানারহাট ব্লকের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক নীলাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ইতিমধ্যেই আইসিডিএস সেন্টারটির মেরামতির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।'

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণিরা আসার আগেই শিশুরা সেখানে এসে খেলাধুলো করতে থাকে। ফলে দেওয়ালের ভাঙা অংশ আরও ভেঙে গিয়ে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তাঁদের দাবি, প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে দ্রুত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি মেরামত করুক। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট সেন্টারটির এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জানিয়েছেন, অফিসের তরফে বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানিয়েছে যে, এই বিষয়টি তাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এবিষয়ে মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মেরামতি আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। তবে নিয়ম মেনে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

দরজা-জানলা ভাঙা থাকায় সেন্টারের দায়িত্বে থাকা কর্মী-সহায়িকারা চাল, ডাল সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে রাখতে বাধ্য হন। বর্তমানে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি থেকে ৮৪ জন পড়ুয়ার পাশাপাশি ১৯ জন গর্ভবতী মা পরিষেবা নিচ্ছেন। খাবারের সন্ধানে মাঝেমধ্যেই খট্টিমারি জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে হাতির দল হামলা চালায়। এমনই দুটি দলছুট দাঁতাল হাতির হামলায় ১৫৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক পেরিয়ে গেলেও প্রশাসনিক উদাসীনতায় এখনও পর্যন্ত তা মেরামত করা সম্ভব হয়নি।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

নাবালিকা ধর্ষণে ২০ বছরের কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : নাবালিকা ধর্ষণে আদালত এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই রায় দেন। ২০২৩ সালে বানারহাট থানা এলাকায় ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় নাবালিকার বয়স ১১ বছর ছিল। ২০২০ সালে নাবালিকার বাবা মারা যাওয়ার পর, পেশায় দিনমজুর নাবালিকার মা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে বানারহাটে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। পারিবারিক সূত্রে ওই ব্যক্তি নাবালিকার জেঠু হওয়ায় ওই বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। ঘটনার দিন নাবালিকাকে বাড়িতে একা পেয়ে ওই ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকার পরিবারের তরফে বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সরকারি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'এই মামলায় মোট ১১ জন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। বিচারক দোষীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

জেলাজুড়ে কাশ্মীর হামলার প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে জলপাইগুড়ির নানা স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচি হয়। শুক্রবার ক্রান্তি বাজার মসজিদ কমিটির তরফে একটি মৌনমিছিল বের হয়। মিছিলটি ক্রান্তি মসজিদ থেকে শুরু করে ক্রান্তি বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্বদানকারী মহম্মদ হাকিম, জহিরুল হক ও শরিফুল ইসলামরা জানান, যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ওই নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হত্যালীলার প্রতিবাদে এদিন মালবাজারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পথে নামে। শহরের ঘড়ি মোড় থেকে তাদের প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। পরে সংগঠনটি মহকুমা শাসকের দপ্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়। ঘড়ি মোড়ে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হয়। সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্লক সভাপতি দীপ তিওয়ারি, সীমা সিং, ওম নারায়ণ দাস সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পুরসভার কাউন্সিলাররা ক্যালটেক্স মোড়ের ভাষা শহিদ চকে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। মোমবাতি জ্বালিয়ে নিহতদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখানে পুলিন গোলদার, সুরজিৎ দেবনাথ ও নারায়ণ দাস সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাজগঞ্জের মগরাডাঙ্গি হাটে কালো ব্যাজ পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মৌনমিছিল করেন। ওদলাবাড়িতে অরাজনৈতিক সংগঠন যুব মঞ্চের আহ্বানে জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রচুর মানুষ মোমবাতি মিছিলে হাঁটেন। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার তরফে শহরে পহলগামের জঙ্গিহানার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মোমবাতি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের দুর্গাবাড়ি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এরপর ট্রাফিক মোড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেন, 'ওই নৃশংস ঘটনার নিন্দা জানানোর কোনও ভাষা নেই।'

এছাড়া এদিন ময়নাগুড়ির নাগরিক চেতনার তরফে ময়নাগুড়ি শহরে মৌন পদযাত্রা হয়। ট্রাফিক মোড়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়।

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ি হোলি চাইল্ড স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী বেলাকোবার আকাঙ্ক্ষা আগরওয়াল লেখাপড়ার পাশাপাশি গান ও নাচে সমান পারদর্শী।

অপরিস্রুত পানীয় জল

ময়নাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : আয়রন প্ল্যান্ট ভালভ বিকল হয়ে যাওয়ায় অপরিস্রুত পানীয় জল পান করছেন সাড়ে তিনশো মানুষ। ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দির উত্তরাংশের ঘটনা। আইএনটিটিইউসির ময়নাগুড়ি-১ ব্লক সভাপতি পরিতোষ রায় বলেন, 'বেশ কিছুদিন আয়রন প্ল্যান্ট ভালভটি ব্যবহার করা হয়নি। কয়েকদিন আগে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে এই ভালভটিকে মেরামতির চেষ্টা করার সময় সেটি ভেঙে যায়। এর ফলেই অপরিস্রুত জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই জল পান করছেন এলাকাবাসী।' এদিন বারবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও কাউকেই ফোনে পাওয়া যায়নি।

রাস্তায় দেহ

গয়েরকাটা, ২৫ এপ্রিল : এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর ওপর গয়েরকাটা চা বাগানের টিন লাইনের কাছে শুক্রবার রাতে এক সাইকেল আরোহীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গাড়ির ধাক্কায় তিনি মারা যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। তাঁরা জানান, এদিন রাত ৯টা নাগাদ বিকট আওয়াজ শুনে এলাকায় এসে ওই সাইকেল আরোহীর ছিন্নভিন্ন দেহ সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

প্রশিক্ষণ

ময়নাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চল্লিশজন সদস্যকে বস্তায় আদা চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু রায় বলেন, 'প্রায় দুশো বস্তায় এবার আদা চাষ শুরু করা হবে। আদা চাষ করবেন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। জৈব সারে চাষ-আবাদে চাষিদের উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ।'

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষ্যে চালসায় র‍্যালি। শুক্রবার।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস

চালসা, ২৫ এপ্রিল : বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক র‍্যালি হল। শুক্রবার মেটেলি ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে। এদিন মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে চালসায় পরিক্রমা করে। ম্যালেরিয়া রোধে জল জমতে না দেওয়া, পরিবেশ জঞ্জালমুক্ত রাখা ও মশারি ব্যবহার করা সহ নানা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষা করার আবেদন জানানো হয়। এদিনের র‍্যালিতে মেটেলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিদ্যা বারলা সহ ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মীরা পা মেলান।

শ্লীলতাহানি করতে গিয়ে ধরা পড়ল চোর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ এপ্রিল : চুরি করতে এসে বধূর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজনগর, ভাটিখানা এলাকায়। পরে সেই চোরকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। উত্তমমাধ্যম দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, দুজন মিলে চুরি করতে এসেছিল। একজন ঘরে ঢোকে। আরেকজন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাত ২টো নাগাদ ঘরের জানলা খুলে চোর ঢোকে। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গী চোরাই মাল সংগ্রহ করছিল। সেই বধূর অভিযোগ, টাকা ও মোবাইল চুরির পর তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পরে চোর। মহিলার জামাকাপড় ছিঁড়ে তাঁকে নিগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। ঘুমের ঘোরে সেই মহিলা প্রথমে চুরির বিষয়টি টের পাননি। তাঁর পাশেই ঘুমিয়ে ছিল তাঁর সন্তান।

যখন সেই দুষ্কৃতী তাঁর মুখ চেপে ধরে, তখন ঘুম ভেঙে যায়। চোরের হাতে কামড় বসিয়ে দেন সেই মহিলা। চোর হাত সরিয়ে নিতেই তিনি চিৎকার করতে শুরু করেন। সেই শব্দ শুনে পরিবারের ও স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। লোকজন জড়ো হওয়ায় বেগতিক দেখে চোর নগ্ন অবস্থাতেই পালিয়ে যায়। তবে এলাকা ছেড়ে যেতে পারেনি সে। ভোরের দিকে অভিযুক্তকে এলাকারই এক গোয়াল সংলগ্ন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। অপরজন অবশ্য ঘটনার পরপরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ভোরের দিকে চোরের খোঁজ মিলতেই তাকে ধরে নিয়ে এসে বেঁধে রেখে মারধর করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে শুক্রবার সকালেই ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পরে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। এদিন দুপুর নাগাদ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন গৃহকর্ত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকজন। তবে এব্যাপারে আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে এদিন সন্ধ্যায় ফোন ও মেসেজ করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

নির্যাতিতা ওই বধূর কথায়, 'ঘরে কোলের শিশুকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাতে একজন আমার মুখ চেপে ধরে। আমাকে বিবস্ত্র করা হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকেছিল ওই ব্যক্তি। আমাকে শারীরিক নিগ্রহ করার পাশাপাশি টাকা ও মোবাইল চুরি করেছে।'

এদিকে, পুলিশ তদন্ত করতেই অভিযুক্তের সঙ্গে জংশন এলাকায় একাধিক চুরির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে। সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে যে দুষ্কৃতীর ছবি দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে ধৃতের মিল রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত অসমের বাসিন্দা। অসম থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে এসে কীভাবে সে চুরি করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক চোরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কারবারে নেমেছিল অসমের সেই তরুণ। আগে এলাকা রেইকি করে রাখা হত। তারপর এখান থেকে খবর যেত তার কাছে। ডাক পড়লেই ট্রেনে চেপে অসম থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে চলে আসত। তারপর 'অ্যাকশনে' নেমে পড়ত। বৃহস্পতিবার যে মহিলার বাড়িতে তারা চড়াও হয়েছিল, তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সন্তানের কিছু শারীরিক সমস্যা থাকায় বৃহস্পতিবার ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মহিলা। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি একটি ছোটখাটো দুর্ঘটনায় সামান্য আঘাতও পান। আহত অবস্থায় ক্লান্ত শরীরে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। ঘরে তখন আলো জ্বালানো ছিল। এসবের মধ্যেই জানলা খুলে কীভাবে সেই অভিযুক্ত ঘরে ঢুকল, তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। চোরের কাছ থেকে চুরি যাওয়া টাকা ও মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটিখানা এলাকায় স্থানীয়দের ভিড়।

দাবিসনদে নেই কামতাপুর রাজ্যের কথা

উন্নয়ন কাউন্সিলের দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : পৃথক কামতাপুর রাজ্য নয়, কামতাপুরের নামে স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত দাবি জানাল অল কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন। এই দাবি জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কেও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিল পাশ হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পৃথক রাজ্যের দাবির বদলে স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবিতে সরব হলেন কামতাপুরিরা। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে লিখিতভাবে দাবি পাঠাল ছাত্র সংগঠনটি।

ভোট এলেই উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্যের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। পাহাড় থেকে সমতল, শুরু হয়ে যায় আন্দোলন। কিন্তু পৃথক রাজ্যে যে সায় নেই রাজ্যের শাসকদলের বা সরকারের, তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট। যা আরও পরিষ্কার হয়েছে রাজ্য বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিল পাশের মধ্যে দিয়ে। যা অজানা নয় কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের। সে কারণেই কি পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরে যাওয়া? '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কি উত্তরবঙ্গে কামতাপুর স্বশাসিত কাউন্সিল গঠনে রাজি হবেন মুখ্যমন্ত্রী? এমন নানা প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন ভোটের সময় তৃণমূলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেও দেখা দিয়েছে কামতাপুরিদের একটা অংশকে। ফলে পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে ছাত্র সংগঠনটির সরে যাওয়া, যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রবার বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে পৌঁছে স্মারকলিপি দেওয়ার আগে নতুন দাবিকে সামনে রেখে রাজবাড়ির সামনে থেকে একটি মিছিলও বের করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো স্মারকলিপির কোথাও পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবির কথা ছিল না।

কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অপু বর্মনের অবশ্য যুক্তি, 'আমরা ছাত্র সংগঠন। তাই পৃথক রাজ্যের দাবি রাখিনি। জিটিএ এলাকাকে বাইরে রেখে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশকে নিয়ে কামতাপুর স্বশাসিত উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি রেখেছি।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, 'পৃথক রাজ্যের দাবি আমাদের হৃদয়ে আছে। আমরা চাই উত্তরবঙ্গে দেড় কোটি কামতাপুরি মানুষের জন্য ৩০০টি প্রাথমিক ও ১০০টি আপার প্রাইমারি স্কুল বিধানসভা নির্বাচনের আগে চালু করুক রাজ্য। কামতাপুর ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় স্বীকৃতি দিক কেন্দ্রীয় সরকার।' অপুর বক্তব্য, অসমের মতো উত্তরবঙ্গে স্বশাসিত কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত রায় বলছেন, 'পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরে আসিনি। উন্নয়নের স্বার্থে নির্বাচনগুলিতে তৃণমূলকে সমর্থন করেছি।'

কামতাপুর পিপলস পার্টির সভাপতি নিখিল রায় বলছেন, 'অতীতে কামতাপুর রাজ্য ছিল। তাই পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি রক্তে রয়েছে।' তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের সাফ কথা, 'মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করে বিল পাশ করিয়েছেন। তাই পৃথক রাজ্যের দাবি পূরণ অসম্ভব।'

জলপাইগুড়িতে আকসুর মিছিল। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

> জিটিএ এলাকাকে বাইরে রেখে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশকে নিয়ে কামতাপুর স্বশাসিত উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি রেখেছি।
>
> -**অপু বর্মন** *কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন*

বিক্ষোভ
- স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদের দাবি তুলল কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন
- লিখিতভাবে দাবি জানানো হল মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে
- নতুন দাবির ক্ষেত্রে বাইরে রাখা হয়েছে পাহাড়ি এলাকাকে
- পৃথক রাজ্যের দাবি হৃদয়ে রয়েছে, দাবি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের

সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি কাটাতে 'রিহ্যাব' নাটক

গয়েরকাটা, ২৫ এপ্রিল : বর্তমান প্রজন্মকে সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে শুক্রবার গয়েরকাটা রিডিং ক্লাবের মঞ্চে 'রিহ্যাব' নাটকটি মঞ্চস্থ করল 'আমতা পরিচয়' নামে একটি নাট্য সংস্থা।

এখন আর স্কুল শেষে নিয়ম করে মাঠে যাওয়ার চল নেই, নেই স্কুল ছুটি থাকলে দল বেঁধে ক্রিকেট খেলার চলও। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বর্তমান যুব সমাজ সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্ত। মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাপ ইনস্টল করার পাশাপাশি মোবাইল গেমিং ও রিলস বানাতে যথেষ্ট সড়োগড়ো এই প্রজন্ম। এর ফলে একগুঁয়ে ও জেদি হয়ে উঠছে উঠতি প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। কেউ আবার জড়িয়ে পড়ছে অপরাধমূলক কাজকর্মে।

সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারণে সমাজের মূলস্রোত থেকে ছিটকে যাচ্ছে এই প্রজন্ম। তাদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে এই নাট্য সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যদের কথায়, 'আমতা পরিচয়'-এর উদ্দেশ্য, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের এই আসক্তির পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করা।

গয়েরকাটা রিডিং ক্লাবের সভাপতি কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই নাটকের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার কুফল দেখানোর পাশাপাশি নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে মানুষের মন থেকে কমছে আবেগ। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ অবক্ষয়ের কারণ ও তার থেকে বাঁচার উপায় দেখানো হচ্ছে। নাট্য সংস্থার সদস্য ঋতুপর্ণা বিশ্বাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গজুড়ে মূলত বিভিন্ন স্কুলে আমরা এই নাটকটি করছি। ২০১৫ থেকেই বিভিন্ন স্কুলে সামাজিক বার্তা বহনকারী বিভিন্ন নাটক আমরা পরিবেশন করি।' তিনি মনে করেন, উঠতি প্রজন্মকে সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে সমাজ নষ্ট হবে। এদিন শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভীম বধ' নামে একটি মজার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

সপরিবারে।। মাল ব্লকের রাঙামাটিতে। শুক্রবার শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

আনন্দ-সুকান্ত বিরোধ ওদলাবাড়িতে

তৃণমূলে কর্তৃত্ব নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : কর্তৃত্বের রাশ দখলে রাখতে ওদলাবাড়িতে তৃণমূলের অন্দরে জোর লড়াই শুরু হয়েছে। গত ১১ মার্চ থেকে এই লড়াই শুরু হয়। সেদিন তৃণমূলের ওদলাবাড়ি অঞ্চল কমিটিকে পাশ কাটিয়ে দলের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ নতুন আহ্বায়ক পদ তৈরি করেন। এরপর আনন্দ মুন্ডার হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেন। এই সিদ্ধান্ত ওদলাবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী মেনে নিতে পারেননি। তিনি প্রকাশ্যে দলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সুকান্ত আদতে ওদলাবাড়ির আরেক বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তমাল ঘোষের অনুগামী।

সেই থেকে নিজের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে তমাল উঠেপড়ে লেগেছেন। ব্লক কমিটির অধীন ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। পাশাপাশি মাল বিধানসভার অন্তর্গত ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বের রাশ টেনে রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি গোপন বৈঠক করছেন। আগামী মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে প্রকাশ্যে বড়মাপের সভার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে আহ্বায়ক আনন্দ মুন্ডাকে ওদলাবাড়িতে দল পরিচালনায় কোনও রকম সহযোগিতা করতে তমাল-সুকান্ত জুটি একেবারে রাজি নন।

এনিয়ে অবশ্য আনন্দ নিজের হতাশা গোপন করেননি। এদিন আনন্দ বলেন, 'দলের নির্দেশ মেনে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজে বিএলএ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতিটি বুথ থেকে দুজন করে কর্মীকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এব্যাপারে তমাল ও সুকান্তদা'র সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ওঁরা গুরুত্ব দেননি। শুক্রবার বিএলএ তালিকা ব্লক কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, ঘনিষ্ঠ অনুগামী আনন্দকে আহ্বায়ক পদে বসিয়ে সুশীল এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নিয়েছিলেন। প্রথমত, ব্লক সভাপতি পদে আসীন হওয়ার পর থেকে নাগালের বাইরে থাকা ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতে রাখা। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী রাজনীতিতে সুশীলের ঘোর বিরোধী প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তমাল ঘোষকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দলে আরও কোণঠাসা করা। যা ঝানু রাজনীতিবিদ তমালের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এরপর তিনি দলে নিজের জায়গা শক্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরীর কথায়, 'বুথ লেভেলে কারও সঙ্গে আলোচনা না করে ঘরে বসে বিএলএ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যা মেনে নেওয়া হবে না। আমরাও অঞ্চল কমিটির তরফে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে বিএলএ তালিকা জমা দেব।'

যদিও এদিন বিষয়টি নিয়ে তমাল মুখ খুলতে চাননি। তিনি বলেন, 'যা বলার আগামী মঙ্গলবার বলব।'

> বুথ লেভেলে কারও সঙ্গে আলোচনা না করে ঘরে বসে বিএলএ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেটা মেনে নেওয়া হবে না। আমরাও অঞ্চল কমিটির তরফে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে বিএলএ তালিকা জমা দেব।
>
> -**সুকান্ত চৌধুরী** *সভাপতি, ওদলাবাড়ি অঞ্চল কমিটি*

লরির ধাক্কায় জখম

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : লরির ধাক্কায় রোহন আলি নামে এক তরুণ জখম হলেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ধূপগুড়ি স্টেশন মোড়ের কাছে। রোহন আলতাগ্রামের বাসিন্দা। এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ সুপার মার্কেটে আসার সময় তাঁকে পেছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিটকে পড়েন। তাঁর সাইকেলটি লরির চাকায় পিষে যায়।

স্থানীয় মানুষ ঘটনাস্থলে এলে গাড়ির চালক ও খালাসি চম্পট দেয়। এরপর জখম তরুণকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লরির সামনের চাকায় আটকে যাওয়া সাইকেল উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিকেলের আড্ডা।। শুক্রবার কোচবিহারের সাগরদিঘির ঘাটে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

সিগারেট সহ ধৃত ২

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বিপুল পরিমাণে বিদেশি সিগারেট সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশের বিশেষ বাহিনী। শুক্রবার সকালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাহাড়পুর এলাকায় একটি বাঁশবোঝাই কনটেনার থেকে ৫০ কার্টন বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা হল মহম্মদ আসিম এবং মহম্মদ সাদ্দাম। দুজনই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ওই সিগারেট অসমের বঙ্গাইগাঁও থেকে উত্তরাখণ্ডে পাচার করা হচ্ছিল বলে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানিয়েছেন।

ঝড়ে বিপর্যয়

নাগরাকাটা, ২৫ এপ্রিল : অল্প সময়ের কালবৈশাখীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল নাগরাকাটার একাংশ। কালবৈশাখীর সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। ঝড়ে চাদর লাইনে চম্পাগুড়িগামী রাস্তার ওপর বিশাল একটি গাছ ভেঙে পড়ে। ফলে দীর্ঘক্ষণ ওই পথে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এই ঝড়ে একাধিক বাড়ির ওপর সুপারি গাছ ভেঙে পড়ে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে নাগরাকাটা বাজারে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্লক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক রণিত বিশ্বাস বলেন, 'ভেঙে পড়া গাছটি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

আহত ৩

রাজগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : আমবাড়ি বটতলায় বেলাকোবা রাজ্য সড়কের সরকারপাড়া সংলগ্ন মোড়ে শুক্রবার বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে সাইকেল আরোহী গুরুতর আঘাত পান। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আমবাড়ির দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি বাইক ধাক্কা মারে সাইকেল আরোহীকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ আহতদের চিকিৎসার জন্য রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাইকের ধাক্কায় সাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে।

আশার আলো দেখায় খুশি মেটেলির ব্যবসায়ীরা

হাটের উন্নয়নে বৈঠক

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন হাট হল মেটেলি হাট। অথচ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, দোকানের শেড ইত্যাদি বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে হাটের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। হাটের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের বিষয়ে শুক্রবার ব্যবসায়ীদের নিয়ে মেটেলি হাটখোলায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য স্নোমিতা কালান্দি একটি বৈঠক করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবশংকর দাস, সমাজসেবী সুবীর দাস সহ অন্যরা। এদিনের বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতি রবিবার মেটেলিতে এই হাট বসে। হাটে ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরা যেমন জিনিস বিক্রি করতে আসেন, তেমনি ক্রেতা হিসেবে আসেন এলাকার মানুষজন। ভিড়ে ঠাসা থাকে এই হাট। কিন্তু হাটে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। যেমন, অনেকগুলো শেড বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। নিকাশিনালারও সমস্যা আছে। বছরখানেক আগে এই হাটে জেলা পরিষদের তরফে ছয়টি নতুন শেড তৈরি করা হলেও বহু শেডের বর্তমানে বেহাল দশা।

স্নোমিতা এদিন সাফ জানিয়ে দেন, মেটেলি জেলা পরিষদের অনুমতি ছাড়া কেউ হাটে স্থায়ীভাবে দোকান দিতে পারবে না। অবৈধভাবে কেউ শেড দখল করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

বৈঠকের পর স্নোমিতা বলেন, 'নিকাশিনালা, শেড সহ বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে হাটে। এদিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাদের সুবিধার্থে হাটে জেলা পরিষদের তরফে খাজনা আদায়ের জন্য শিবির করা হবে। খাজনা দিলে তবেই হাটে ব্যবসার জন্য অনুমতি মিলবে। দ্রুত হাটের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

মেটেলি হাটের ব্যবসায়ী জিলানি খান বলেন, 'হাটের নিকাশিনালার সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। কারণ সামনেই বর্ষা। জেলা পরিষদ থেকে শিবির করে খাজনা নেওয়ার ব্যবস্থা করলে আমাদের সুবিধাই হবে। আমরা আশাবাদী হাটের যাবতীয় সমস্যার ধীরে ধীরে সমাধান হবে।'

সমস্যা কোথায়
- প্রতি রবিবার মেটেলিতে হাট বসে, ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরা আসেন
- হাটের অনেকগুলো শেড বিপজ্জনক অবস্থায়, নিকাশিনালারও সমস্যা আছে
- বছরখানেক আগে জেলা পরিষদের তরফে ছয়টি নতুন শেড তৈরি করা হলেও বহু শেডের বর্তমানে বেহাল দশা

অচেনা মুখে সন্দেহ বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : কথায় রয়েছে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিক একই পরিস্থিতি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ৯ জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হওয়ার পর বাড়ি বাড়ি ঘুরে সতর্ক করলেন পঞ্চায়েত সদস্য। অন্যদিকে, নিজের এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যকে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করার জন্যে সাধারণ সভা ডাকলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তবে, এতজন বাংলাদেশি একসঙ্গে এতদিন ধরে এলাকায় থাকলেও কেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধান কেউ টের পেলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

হাতিয়াডাঙ্গা, ফকদইবাড়ি সহ ইস্টার্ন বাইপাসের বিস্তীর্ণ এলাকায় আরও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের গোয়েন্দাদের। মূলত হাতিয়াডাঙ্গার নীচপাড়া এলাকায় গত কয়েক বছরে বহিরাগতদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। ওই এলাকায় অনেক বহিরাগত বাড়িভাড়া নিয়েছে বা জমি কিনে বাড়ি করেছে বলে স্থানীয়রাই জানাচ্ছেন। ফকদইবাড়ি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য চুমকি শীলের বক্তব্য, 'আজ থেকেই এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রতিটি বাড়ির মালিককে সতর্ক করছি। কেউ ভাড়া দিলে আগে আধার কার্ড দেখতে হবে।'

পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'শীঘ্রই জেনারেল মিটিং ডেকে সব পঞ্চায়েত সদস্যকে সতর্ক করা হবে। বহিরাগত দেখলেই পুলিশকে জানানোর বিষয়ে সচেতন করা হবে।'

দুটি দুর্ঘটনায় জখম ৪

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : একশো মিটার দূরত্বের মধ্যে পরপর দুটি দুর্ঘটনায় চারজন আহত হলেন। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি সেতু পার করে। ঠিক তার একশো মিটার পরেই পাগলিঝোরা সেতুর আগেই অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। শুক্রবার রাতে ধূপগুড়ি গিলান্ডি থেকে ঠাকুরপাটের মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ের উপর পরপর দুটি দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ দাস বলেন, 'রাস্তা দিয়ে টোটো নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। আচমকাই বিকট শব্দে দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। একটি লরি সেতু থেকে নীচে পড়ে যায়। তারপরই জানতে পারি গিলান্ডি সেতু পার করে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।' আরেক বাসিন্দা বাপি রায় বলেন, 'গিলান্ডি সেতু পার করে দুটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।' ধূপগুড়ি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট চারজন আহতকে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুজনকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ দুটি ঘটনায় চারটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।

ধওলাগুড়িতে এই ডাকঘরের পোস্টমাস্টার ছিলেন হরিপদ রায়।

পোস্ট মাস্টারের অস্বাভাবিক মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : ধূপগুড়ির আলতাগ্রাম স্টেশনের আগে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল ধওলাগুড়ির পোস্ট মাস্টারের ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের নাম হরিপদ রায় (৫৫)। তিনি ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চারেরবাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ ময়নাগুড়ি রেল পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠায়। পোস্ট মাস্টারের মৃত্যুতে শুক্রবার বন্ধ ছিল ধওলাগুড়ি ডাকঘর।

হরিপদর স্ত্রী তিন বছর আগে মারা যান। পরিবার বলতে দুই ছেলে, বুবাই এবং হরিশ। বুবাই বলেন, 'আর পাঁচটা দিনের মতোই বাবা বৃহস্পতিবার অফিসে গিয়েছিলেন। বিকেল ৫টা নাগাদ একবার বাড়ি ফিরে আবার বাইরে বেরিয়ে যান। রাতে বাড়ি না ফেরায় আমরা খোঁজ নিতে শুরু করি। রাত ১১টার পর ময়নাগুড়ি জিআরপি থানা থেকে আমাদের ফোন করে ঘটনাটি জানানো হয়। বাড়িতে কোনও ঝামেলা হয়নি। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ময়নাগুড়ি রেল পুলিশের ওসি চন্দন রায় বলেন, 'ঘটনাস্থল থেকে আমরা ধওলাগুড়ির পোস্ট মাস্টারের দেহ উদ্ধার করি। সেখানে তাঁর ভাঙা ফোন পাই। তারপর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালে পরিবারের সদস্যরা এসে দেহ শনাক্ত করেন।' ধওলাগুড়ি পোস্ট মাস্টারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ময়নাগুড়ির পোস্ট মাস্টার শেখর সরকার।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে অবৈধ মদের কারখানা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৫ এপ্রিল : বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের ভিতর অবৈধ দেশি মদ তৈরির কারবার নষ্ট করতে অভিযান চালাল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার ভোরে শিকারপুরের ধোপেরহাট জঙ্গলে এই অভিযান চলে। অবৈধ কারবারও নষ্ট করে দেওয়া হয়। জঙ্গল এলাকায় অবৈধ মদের ঘাঁটির সন্ধান এই প্রথম পাওয়া গেল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সুকাতি নদীর পাড় এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরেই কয়েকজন এই অবৈধ কারবার চালাচ্ছিল। তিন-চারজন স্থানীয় বাসিন্দাও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। শুক্রবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বেলাকোবা পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এএসআই সুশান্ত চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ মহন্ত অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচা বলেন, 'এদিন অভিযান চালিয়ে চারটি উনুন, ২৮০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ এবং ২০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করা হয়েছে।'

কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও মদ তৈরির গোটা কারবার পুলিশ নষ্ট করে দেয়। এছাড়াও মদ তৈরির একাধিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও এদিন ওসি জানিয়েছেন। দেশি মদ তৈরিতে বাধা দিতে এর আগেও শিকারপুরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। মূলত অভিযুক্তদের বাড়িতেই এই কারবার চালানো হত। তবে জঙ্গলের ভিতর এভাবে মদ তৈরির কারবার প্রথম ধরা পরল। যেভাবে জঙ্গলের ভিতর উনুন বানিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মদ তৈরি করা হচ্ছিল, তাতে মনুষ্য সৃষ্ট দাবানলের পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারত। পাশাপাশি জঙ্গলের ভিতরে এইভাবে কারবার চলায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ সম্পর্কে বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পাল বলেন, 'কয়েকদিন বন্যজন্তুর আক্রমণের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ভবিষ্যতে অবৈধ মদের ঠেক খুঁজতে আমরা পুলিশকে নিয়ে ফের অভিযান চালাব।'

অন্যদিকে বেলাকোবা গ্রিন লাভার্স পরিবেশ সংস্থার সম্পাদক কৃশানু রুদ্রর মন্তব্য, 'এমনিতেই জঙ্গলের পরিমাণ দিন-দিন হ্রাস পাচ্ছে। তার মধ্যে জঙ্গলে এইসব কারবার চললে পরিবেশের ভারসাম্য আরও নষ্ট হবে। এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য বনকর্মীদের নজরদারি বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।'

মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করছে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার।

পুলিশি অভিযান
- শিকারপুরের ধোপেরহাট জঙ্গলে অবৈধ মদ কারখানার হদিস মেলে
- বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতর এমন কারবারের খোঁজ এই প্রথম
- চারটি উনুন, ২৮০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ এবং ২০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করা হয়
- এই অভিযানে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

মদের বিরুদ্ধে অভিযান

গয়েরকাটা, ২৫ এপ্রিল : ধূপগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার নেশার দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। ধূপগুড়ি থানা এলাকার কালীরহাট, সাঁকোয়াঝোরা-১ সহ বানারহাট থানা এলাকার মেচবস্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১১০০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করা হয়।

ধূপগুড়ির এসডিপিও গেইলসেন লেপচা বলেন, 'এটি একটি রুটিন অভিযান। এদিনের অভিযানে ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানার বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১১০০ লিটার হাঁড়িয়া, চোলাই সহ মদ তৈরির সরঞ্জাম নষ্ট করা হয়েছে। পুলিশি অভিযান জারি থাকবে।' এদিন অবশ্য কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে গা-ঢাকা দেয় মদের কারবারিরা।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৬ সংখ্যা, শনিবার, ১২ বৈশাখ ১৪৩২

অন্য আশঙ্কা

জঙ্গিদের কি কোনও ধর্ম হয়? উত্তর- হয় না। জঙ্গিরা কি ধর্ম জেনে গুলি ছোড়ে, বোমা ফাটায়? এই প্রশ্নের উত্তরও না। প্রতিটি ধর্মই যে শান্তির কথা বলে। অথচ পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করেছে জঙ্গিরা। অতীতে ভারতে যত সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, তাতে 'টার্গেটি কিলিং' বা বাছাই করে হত্যার নজির তেমন নেই।

কিন্তু পহলগামে জঙ্গিদের ওই ঘৃণ্য কার্যকলাপের জেরে নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদ্গার করে চলেছে। অথচ জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার বরাবর জিরো টলারেন্স নীতি নেয়। এবারও তাই নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগামের দোষীদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়ার হুংকার দিয়েছেন।

প্রতিটি বিরোধী দল সর্বদলীয় বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপে তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। দেশবাসীর সঙ্গে শাসক-বিরোধী ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগামের নারকীয় সন্ত্রাসের জবাব দিতে প্রস্তুত হলেও হিন্দুত্ববাদী কিছু নেতা ও সংগঠন খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রচার চালাচ্ছেন। তাতে শামিল বিজেপিরও কিছু নেতা।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে পহলগামের ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে সংবিধানের ২৬ থেকে ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের সওয়াল করেছেন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের নিন্দা করেছেন তিনি। নিশিকান্ত একা নন, আরও অনেক বিজেপি নেতার একই সুর। পশ্চিমবঙ্গেও তার অনুরণন শোনা যাচ্ছে। মুসলিম বিদ্বেষের পাশাপাশি কাশ্মীরিদের বাঁকা চোখে দেখা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে।

ভিনরাজ্যে যে কাশ্মীরি মুসলিমরা পড়াশোনা করছেন কিংবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত, তাঁদের ওপরও হামলা হচ্ছে। ফতোয়া জারি করে কাশ্মীরিদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। পাকিস্তান বা সেদেশের সেনাপ্রধান আসীম মুনির যে দাবিই করুন, জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাতে কোনও সংশয় নেই। অথচ পহলগামের ঘটনার পর নাগরিক সমাজের একাংশ সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন।

এতে মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাঁচিল উঠতে বাধ্য। যা কখনও কাম্য নয়। জঙ্গিদের গুলিতে নিহতদের মধ্যে স্থানীয় কাশ্মীরি সৈয়দ আদিল হুসেন শা-ও ছিলেন। আবার উধমপুরে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে ধর্মে মুসলিম, বাঙালি জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ শহিদ হয়েছেন। কাজেই পহলগামের ঘটনাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের এই চেষ্টা ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত।

মনে রাখা প্রয়োজন, পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার নিন্দায় সাধারণ কাশ্মীরিরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় বনধ পালন করেছেন স্থানীয় মানুষ। যে পর্যটকরা প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছাড়ছেন, তাঁদের সাহায্য করছেন কাশ্মীরিরা। বিভাজনের রাজনীতিতে শান দিয়ে মেরুকরণের পথ প্রশস্ত করার এই চেষ্টায় রাশ টেনে ধরা উচিত সরকারের।

দেশের নাগরিকরা দেশেরই অপর অংশের নাগরিকদের সন্দেহের চোখে দেখলে, জঙ্গিদের দোসর বলে ভাবলে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অধরা হয়ে যাবে। পহলগামের হত্যালীলায় ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা নিশ্চয়ই আছে। সর্বদলীয় বৈঠকে সেই গাফিলতি একপ্রকার মেনেও নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে সরকারের পুরোদমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে নামা উচিত।

পাশাপাশি যাঁরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধুলোয় মিশিয়ে বাঁটোয়ারার রাজনীতিতে ইন্ধন দিচ্ছেন, তাঁদের সংযত করাও সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনতার এতবছর পরও সন্ত্রাসবাদ ও তাদের মন্ত্রণাদাতাদের কেন সমূলে উপড়ে ফেলা গেল না, সেটা ভেবে দেখার সময় এসে গিয়েছে। দিনের পর দিন রক্ত ঝরতে দেখে দেশের আমজনতা ক্লান্ত। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষের মরুভূমিতে বাস্তবিকই শান্তির মরূদ্যান জরুরি হয়ে পড়েছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ক্রোধের নাম, ভাবনার নাম মুর্শিদাবাদ

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গোয়েন্দা ব্যর্থতা। হিন্দু-মুসলিম উগ্রবাদী নেতার উসকানি। মুর্শিদাবাদের সংঘর্ষের পিছনে এসবই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শুরুটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে একেবারে অন্য দিক থেকে।

পুলিশ অফিসারদের জন্য মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। এই বাংলায় তারা এগোলেও সর্বনাশ, পিছোলেও সর্বনাশ। লাঠি চালালেও একদল বলবে, কেন রে তোরা লাঠি চালালি? লাঠি না চালালেও একদল বলবে, এই কি পুলিশ? এদের পাবলিক সামলানোরও ক্ষমতা নেই!

মাঝে মাঝে একজন দুজন পুলিশের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় পুরো পুলিশেরই বদনাম হয়ে যায়। এই যে কলকাতায় এক অফিসার একটা লাথি মেরে বসলেন এক শিক্ষককে। এক ট্রাফিক পুলিশ এক গাড়ির ড্রাইভারকে থাপ্পড় মেরে বসলেন। মোড়ের মাথায় এক কনস্টেবল ঘুষ চেয়ে ভাইরাল হলেন। দোষ হল বাংলার পুলিশের। ওরা তো এমনই হন।

মনে হয় না, বাংলায় এভাবে আর কোনও পেশায় একজনের অপরাধ সামগ্রিকভাবে সেই পেশার সব লোককে বহন করতে হয়। শিক্ষক বা ডাক্তাররা সরকারি চাকরি করেও সরকারের বিরুদ্ধে দিব্যি খুল্লম খুল্লা কলম ধরতে পারেন। এ তো আকছারই দেখি। আটকালেই বলা হবে, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। পুলিশের সেই স্বাধীনতা নেই। তাদের শুধু শুনে যেতে হয়।

মুর্শিদাবাদের লজ্জাজনক ঘটনার পর এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গলায় আক্ষেপ, 'আমরা গুলি চালাতে পারি না গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতি থাকলেও।' সিপিএমের স্বনামধন্য নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত একবার সক্ষোভে বলেছিলেন, পুলিশের বন্দুকের নলে কি নিরোধ লাগানো রয়েছে? বক্তব্যের নির্যাস, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শায়েস্তা করতে কেন গুলি চালানো হবে না? তৃণমূল আসার পর নদিয়ার তেহট্টে এক গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। আক্রান্ত পুলিশ গুলি ছুড়লে মারা যান একজন, আহত হন অনেকে। পরে আর একবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তারপর সরাসরি গুলি চালানোয় কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি সরকারের। রাবার বুলেটেও পর্যন্ত আপত্তি। এক পুলিশ অফিসারের চোখ চলে গিয়েছে বিক্ষোভকারীদের পাথরে। তখনও লাঠি চালাতে দ্বিধায় থেকেছে পুলিশ।

পুলিশ লাঠিচার্জও করবে না, গুলিও চালাবে না। মানবাধিকার কমিশনের ভয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অপরাধীকে রামধোলাই দেওয়া বন্ধ। তা হলে পুলিশকে ভয় পাবে কী করে মানুষ? তারপরে আছে সিভিক পুলিশ নিয়োগের বৃদ্ধিতে আসল পুলিশের সংখ্যা কমে যাওয়া।

এত এত পুলিশ, পুলিশ করছি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুরে পুলিশের অসহায়তা দেখে। লোকবলের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে স্থানীয় সিভিকদের দিয়ে। সোর্সদের অবস্থা অতীব খারাপ। কোন ধর্মস্থানকে ঘিরে কোন গোপন কেত্তন চলছে, সেটা জানানোর লোক নেই। গোয়েন্দাদের ব্যর্থ বলে লাভ কী?

এই জায়গায়, ঘৃণা বৃষ্টির আবহের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য কোথায় যেন এক হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল কাশ্মীরের পহলগামের প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত মেজর জেনারেল জিডি বক্সীর মন্তব্য। বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বক্সী বলেছেন, 'তিন বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সেনা অবসর নিয়েছে। বিকল্প লোক নেওয়া হয়নি টাকা বাঁচাতে। সেনার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কাশ্মীরে দুর্গম অঞ্চলে সেনা বেশি দরকার। সেটা নেই। দুটো সেক্টর সামলায় একটা সেক্টরের লোক।'

এমন কাজ কি মুর্শিদাবাদের অগ্নিগর্ভ গ্রামগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছে?

দুটো ক্ষেত্রেই কেন্দ্র বা রাজ্যের তত্ত্ব-যুক্তি সহজে বিশ্বাস করা মুশকিল। অনেক কিছু চাপার চেষ্টা চলছে। যা শুনছি, তাতে মুর্শিদাবাদে দায় চাপানোর চেষ্টা চলছে দুর্বল মৌলবাদী মুসলিম পার্টি এসডিপিআই--সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ওপর। যাদের সংযোগ আছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া--পিএফআইয়ের সঙ্গে। প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূলের স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কদের ভূমিকা কী ছিল এখানে? অনেক পুলিশ অফিসার বলছেন, যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে।

ওই অঞ্চল বিড়ি ব্যারনদের চারণক্ষেত্র। অধিকাংশ বড় নেতাই বিড়ি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এখন সবাই ভোটার বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। বিধায়ক-সাংসদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিট, দু'পক্ষই চরম বিব্রত। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘাসফুলের খাওয়াখাওয়ির জন্যই।

পুলিশকর্তাদের কাছে যা শুনলাম, তা ভয়ংকর। ক্ষমতাসীন নেতাদেরই একাংশ গণহারে হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে বলে, পুলিশের পোশাক পরে বিপক্ষ গোষ্ঠীর মাথারা ঢুকছে। তাদের ঠেকাতে হবে। পুলিশকে অকেজো করার চেষ্টা। জনতা ছাদের মাথায় ইট, পাথর নিয়ে বসে থাকত। আসল পুলিশ গেলে তাদের লক্ষ্য করে ছড়ানো হত ইট, পাথর। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হত পুলিশ। খবর শুনে অন্য পক্ষও ছাদের মাথায় বসে থাকে ইট, পাথর নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত, মুর্শিদাবাদে গিয়ে তাঁর নিজের দলের সাংসদ খলিলুর রহমান ও বিধায়কদের ভূমিকা নিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া। নিজের ভোটার বাড়ানোর জন্য বেতবোনার মতো কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তো? নিজের আত্মীয়কে বাড়তি সুবিধে দেওয়ার জন্য কোনও নেতা ঝামেলার ইন্ধন দেননি তো?

জঙ্গিপুরে ভোটের অঙ্ক গোলমেলে। সাত বিধানসভার সাতটিই তৃণমূলের। দায়িত্ব তো তাদের নিতেই হবে। সপ্তরথীর ৫ জন মুসলিম, ২ জন হিন্দু। তবে শেষ লোকসভার ভোটের হিসেবে জঙ্গিপুরে বিজেপি এগিয়ে, লালগোলায় এগিয়ে কংগ্রেস। এই এলাকার দুটি বিধানসভা সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা লোকসভা ধরলে দক্ষিণ মালদার। দুটোর বিধায়ক তৃণমূলের। সেই মণিরুল ইলসাম, আমিনুল ইসলাম দুজনের বিরুদ্ধেই লোকসভায় অন্তর্ঘাতের অভিযোগ আছে। দুটোতেই লোকসভায় কংগ্রেস এগিয়েছিল। সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ভদ্রলোক। তৃণমূলের ভাগবাঁটোয়ারার ওস্তাদ নেতাদের সঙ্গে পারবেন না। এবার কার্যত পালিয়ে যেতে হয় উত্তপ্ত এলাকায় গিয়ে।

একবার যখন শুরু হয় আগুনে ঘি দান, তখন সবই চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রচুর বাধা টপকে পুলিশ যখন যেতে পেরেছে, তখন জ্বলেপুড়ে ছাই বহু বাড়ি। অধিকাংশই সংখ্যালঘু হিন্দুদের। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমিয়েছিল, কেউ গোরু বিক্রি করে টাকা রেখেছিল, সব শেষ। কারও বাড়িতে দু'তিনটি ছাগল আর বেরোতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ। এক সেনাকর্মী বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। একেবারে অবরুদ্ধ সপরিবার। বাঁচার জন্য উপায়ান্তর না দেখে ফোন করেন পানাগড়ের সেনা দপ্তরে। সেখান থেকে সেনা এসে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নেতাদের লোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝামাঝি আরও দুটি তত্ত্ব মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞরা বলছেন। ১) মুর্শিদাবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী ভিনরাজ্যে যান কাজ করতে। গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিম এমন সর্বনেশে হয়ে উঠেছে, বাইরে কাজ না পেয়ে বাড়িতে বসে অনেক পরিযায়ী। গত তিন বছর ধরে একশো দিনের কাজ নেই তাঁদের। সরকার কি তাদের খোঁজ রাখে? নেতারা তো টাকার বিনিময়ে যে কোনও কাজ করাতে পারেন এদের দিয়ে।

২) সরকার কি ভেবে দেখেছে, স্কুল শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষাও ভেঙে পড়ছে কীভাবে? ২০১১ সালের পর মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মাত্র একবার। গ্রামীণ স্কুলে ছাত্রী কমতে থাকে। গ্রামীণ মাদ্রাসায় কমে ছাত্রের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে অন্যত্র আরএসএসের রমরমা দেখে বেসরকারি মাদ্রাসা বাড়ছে। বাড়ছে জামাতে ইসলামি অনুগামীও। বাড়ছে ওয়াহাবিজম। বাংলাদেশের মতো মালদা-মুর্শিদাবাদেও অজানা অচেনা তরুণ মুখই ভাঙচুর করতে পথে নেমেছে।

এই ওয়াহাবিজম কী? এরা আরও উগ্রবাদী। আরও বেশি মুসলিম হতে চায়। শুভেন্দু অধিকারী যেমন বেশি হিন্দু হতে চান, তেমনই আর কী! এত নানা মত, যে নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কথা মনে হবে এবং মাথা গুলিয়ে যাবে। এই ওয়াহাবিজমে বিশ্বাসীরাই বাংলাদেশে পিরের মাজার ভেঙেছে পরপর। পির কে? তিনি তো হিন্দু-মুসলিম, দু'পক্ষেরই নয়নের মণি। রক্ষণশীল ওয়াহাবিজমবাদীরা মনে করেন, আল্লা ও মানুষের মাঝে আর কেউ থাকতে পারে না। ভাঙো পিরের দরগা।

এর মধ্যেই চলছে আইপিএল নিয়ে অবৈধ জুয়া। কেউ আজ রাজা, কেউ আজ ফকির। শাহরুখ কোম্পানি বাংলার জন্য কিছু না করে কলকাতার নামে টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাদের তোল্লাই দিচ্ছেন মমতা। সস্ত্রীক খেলা দেখতে যাচ্ছেন নববিবাহিত দিলীপ ঘোষ। তা যান। কিন্তু দুজনে মিলে দেখুন, উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যে অজস্র মানুষ কেন বিপন্ন আইপিএল জুয়ায়। টোটো পিছু দিনে ১০০ টাকা চাইছে অনেক নেতা। ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে বেআইনি টাকা---ধর ধর ধর, ওরে ধর ধর ধর। উড়ছে টাকা। বেআইনি বিড়ি, বেআইনি জল, বেআইনি ভিডিও রিলস, বেআইনি মশলা।

এসব চলার ফাঁকে যদি আমিনুল-শুভেন্দু-জাকির-সুকান্ত-হুমায়ুন-অধীররা নিয়মিত বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন, উগ্র মৌলবাদীসুলভ কথাবার্তা বলে লোক খেপিয়ে চলেন, কথায় কথায় হিন্দু-মুসলিম নিয়ে চলে আসেন, তা হলে পুলিশ কেন, বিএসএফ-সিআরপিএফ-সেনা এসেও সংঘাত থামাতে পারবে না। বাংলা দুর্ভাগা, এখন নেতারা উত্তপ্ত জায়গায় শান্তির জল ছেটাতে যান না। সাম্প্রদায়িক বিষের ধুনুচিতে আরও ধোঁয়া দিতে যান। উগ্র মৌলবাদের নারকেলের ছোবড়া দিয়ে।

এর ফল আপনাকে, আমাকে ভুগতেই হবে। বাংলার চিরকালীন সম্প্রীতির আত্মাই যদি নিহত হয়, তা হলে আর কীসের পদ্মফুল, কীসের ঘাসফুল? সবই রুখাশুখা কালো মাটি হয়ে দাঁড়াবে চিরদিনের জন্য।

যা মনে করিয়ে দেবে, এইখানে এক ভালো মানুষের বাড়ি ছিল। তাঁর কিশোরী মেয়েটি এখানে খেলত। রাজহাঁসেদের মাঝে, সব ধর্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওদিকের গ্রামে থেকে ভেসে আসত আজান। এদিকে, পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে আসছে মন্দিরের গায়ত্রী মন্ত্র।

কাশ্মীরের ডাল লেকে কাকভোরে ঘুরলে এখনও সেই মিলিত স্বর্গীয় সুর শোনা যায় ভোররাতে। অথবা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে, মালদার মীরচকে।

আজ

১৮৯৭
চলচ্চিত্র পরিচালক নীতিন বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক নারায়ণ সান্যাল।

আলোচিত

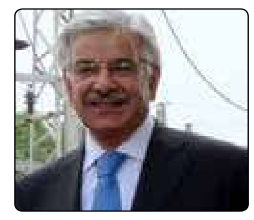

এটা সত্যি যে, গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে এসেছে। পাকিস্তান তিন দশক ধরে এই ঘৃণ্য কাজ করে আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পশ্চি... দেশগুলির জন্য। আমাদের ভু... ছিল। যার ফল এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে।

-খাওয়াজা আসি...
(পাক প্রতিরক্ষাম...)

ভাইরাল/১

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যা... চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের আইপিএল ম্যাচের আগে রোবট কুকুর চম্পকের সঙ্গে খেলায় মত্ত সুনী... গাভাসকার। চম্পক তাঁর দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছে, কখনও আবার লাফাচ্ছে। সানি-রোবটে... খুনশুটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মাথার উপর ৪৬৮টি মদের গ্লাস নি... নাচছেন সাইপ্রাসের এক বাসিন্দা। মাথায় একটি গ্লাস। তার ওপর প্লে... প্লেটটি গ্লাসে ভর্তি। এরকম আরও ৮টি প্লেট একটার উপর একটা সাজানো। ওই অবস্থায় নাচছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

চাই থিয়েটার শেখার স্কুল

উত্তরবঙ্গের প্রচুর ছেলেমেয়ে থিয়েটার এবং অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী। তাদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়কে কেরিয়ার করে এগোতে চায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ এখানে একেবারেই নেই বললেই চলে। এই অভাব পূরণ করতে নিয়মিত নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তাল। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে দু'দিনের কর্মশালা হয়ে গেল। সেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, পার্থ চৌধুরী, মৌসুমি কুণ্ডু ও সব্যসাচী দত্ত। আর এই কর্মশালায় শিক্ষা নেয় একদল তরুণ-তরুণী। এই কর্মশালায় নাটক রচনা, কণ্ঠ ও উচ্চারণ, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে থিয়েটার, শরীর ও অভিব্যক্তির মতো বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে উত্তালের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। কর্মশালার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও শিবির পরিচালক ছিলেন উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী। তিনি আগামীদিনে আরও বৃহদাকারে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা বলেন এবং শিলিগুড়িতে সরকারি উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ একটি থিয়েটার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি জানান।

শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে থিয়েটার বিষয়ক কর্মশালা।

— ছন্দা দে মাহাতো

প্রাণে পাহাড়

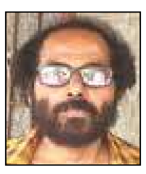

তরুণ সরকার।

রায়গঞ্জের তরুণ সরকারকে অনেকে 'পাহাড়িয়া তরুণ' নামেই চেনেন। বয়স ৬০ ছুঁতে চললেও তরুণ মনেপ্রাণে তরুণই। পেশা ছোট ব্যবসা। নেশা পাহাড়ে চড়া। রায়গঞ্জ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ছোটবেলায় যোগাসন, সাইকেল চড়ে বহুদূর পাড়ি দেওয়ার নেশা থেকে কবে কখন যে পাহাড়ে চড়ার নেশায় মজেছেন তা নিজেরই মনে নেই। ১৯৮০ সালে বেসিক কোর্স করার সময় তপন ভট্টাচার্য এবং অতীন বক্সীর কাছ থেকে মেলে উৎসাহ। সেখান থেকেই পাহাড়ের পথে নামা। ইতিমধ্যে ৯০টির বেশি বেসিক এবং ৫০টির বেশি ট্রেকিং কোর্স সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। সান্দাকফু থেকে শুরু। পাহাড় ট্রেক, কোস্টাল ট্রেক, ডেজার্ট ট্রেক করেছেন বহুবার। গাড়োয়াল, হিমাচল, চামসে কাংড়ি, লাংসে কাংড়ি, লাদাখে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, লাদাখের চাদর ট্রেক, কালিন্দী ট্রেক, বালিপাস, সারপাস, ইস্ট নন্দাদেবী সহ বহু জায়গায় ট্রেকিং সারা। এবার আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো

অভিযানের জন্য প্রস্তুত। পাহাড়ে চড়ার সময়ে কখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আবার কখনও সবুজ পৃথিবী গড়ার বার্তা দিয়ে চলেছেন নিরলসভাবে।

–সুকুমার বাড়ই

সংস্কৃতি ও বিকৃতির সন্ধিক্ষণে কীর্তন

এখন কীর্তনের সময়। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব?

মৌবনী মোহন্ত

"নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম"। অর্থাৎ দেবদেবীর নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। সংস্কৃত ধাতু "কীর্ত" থেকে আগত কীর্তন মূলত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত একটি গীতিনাট্যধর্মী ধারা যা ভক্তিরসকে কেন্দ্র করে গঠিত। তবে বর্তমানে যে ধরনের কীর্তন চলিত, তাতে ঠিক কতটা ভক্তিরস রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে।

গ্রামবাংলায় বসতি হওয়ার সুবাদে প্রায়শই কানে আসে আধুনিক কীর্তন। বৈশাখেই অধিকাংশ সময় শুরু হয় কীর্তনের মরশুম। এখন কীর্তনের সময়। প্রশ্ন জাগে, একি সত্যিই কীর্তন নাকি কীর্তনের নামে চটুল বাংলা বা হিন্দি গানের রিমিক্স? মনে পড়ে, ছোটবেলায় মা ঠাকুমারা কীর্তন শুনতে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কীর্তন বলতে জানতাম 'ঠাকুরের গান'। সেই গানের কোনও অর্থ না বুঝে দীর্ঘক্ষণ একঘেয়ে বসে থাকতাম শেষে গিয়ে হরির লুটের বাতাসা পাওয়ার আশায়। তখনও কীর্তন আজকের মতো নিম্নরুচিসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। আজ গ্রামগঞ্জে 'হরে কৃষ্ণ' শব্দদুটিকে 'যেমন খুশি' টেনে-হিঁচড়ে শব্দ দূষণ করার নামই হয়ে দাঁড়িয়েছে নামকীর্তন। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব? দু-তিনজন বেশ ভালো গান করেন। তবে বাকিরা ওই বেনোজলেই গা ভাসান।

এখন এক ধাপ এগিয়ে অনেক কীর্তনে তাল মিলিয়ে চলে চটুল নাচও। বহু কীর্তনীয়া কীর্তনকে শুধু একটা বাণিজ্যিক শো হিসেবে দেখেন। যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিশুদেরও

আনা হয়। অথচ কীর্তনের ইতিহাস বলে, এটি একসময় সমাজ বদলের হাতিয়ার ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজে ঈশ্বর সাধনার একটি উপায় হিসেবে এর উদ্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কালে কীর্তন জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন করাত।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অতীন্দ্র মজুমদারের মতে "চর্যাপদগুলোই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন" । ফলে বলা যায়, বাংলা কীর্তনের উৎপত্তির মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে। পরবর্তীতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম'-এর অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণবীয় ও সংগীত ধারায় পদাবলিধারার আবির্ভাব ঘটে। এই পদাবলির বিশিষ্ট পদকর্তারা হলেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখ। মুসলিম পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ফয়জুল্লাহ সৈয়দ মুর্তজা।

বাংলা সংগীতের বিকাশে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহিরা... উপাদানকে আঞ্চলিক ভাব-গভীরতার সঙ্গে সমন্বিত ক... আত্তীকরণের দ্বারা গড়ে ওঠা কীর্তন বাংলার নিজস্ব গায়নরী... কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি – কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট। এছ... কোনও কোনও কীর্তনের আসরে ঝুমুরের চটুল ছন্দে নেচে নে... ঐচ্ছিক অঙ্গও পরিবেশিত হয়। হারমোনিয়াম, বীণা, তব... মৃদঙ্গ, বাঁশি, করতাল প্রভৃতির ব্যবহার কীর্তনের পরিবেশ... ভাবনির্ভর করে তোলে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ এই ৩০০ বছ... কীর্তন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তাই এখন ডিজে সাউন্ডে যখন সস্তা সিঁড়িতে নে... কীর্তন শুধু বিনোদনে পরিণত হয়, তখন তা মূল কীর্ত... ভাবগাম্ভীর্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবমাননার শরিক।

কীর্তনের এই বিকৃতিকে অবরোধ করার জন্য কট্টর ধর্মপ্র... হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনত... আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি একটু শ্রদ্ধার। এক্ষে... শিক্ষণীয়, ভিনদেশি ভিনসংস্কৃতির মানুষ ইসকনের ম... সংগঠনে কীভাবে কীর্তনের ভাবধারাকে বজায় রাখছে। সুত... গ্রামগঞ্জে কীর্তনের এই বিকৃতিকে রোধ করতে আমা... সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ কীর্তন ... সংগীতের আদি ধারা নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উর্বর সাক্ষী।

(লেখক জামালদহের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছা...)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৫

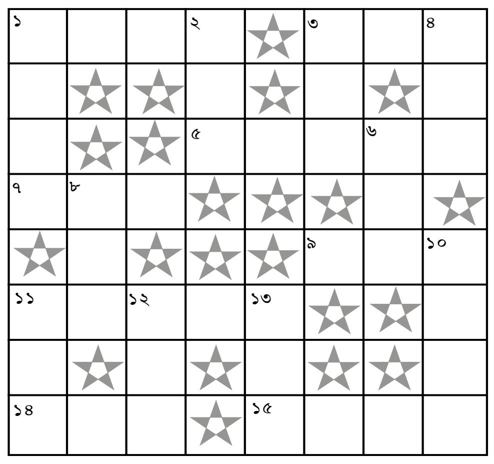

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১২৪

পাশাপাশি : ১। হাজাম ৩। বৃতি ৫। জম্বু ৬। মক্ষিকা ৮। বিব্রত ১০। বাদাম ১২। ইমাম ১৪। রঘু ১৫। বক ১৬। ঘুঙুর।

উপর-নীচ : ১। হামুরাবি ২। মজবুত ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লাই ১০। বাস্তুঘুঘু ১১। মধুকর ১৩। মাধব।

ভালো খবর

সবুজায়নের পথে

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল এথেন্সবাসীর। তী... তাপপ্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবুজায়নেই জোর দে... প্রশাসন। অবশেষে বিখ্যাত অ্যাক্রোপলিসের পাশাপা... এথেন্সের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহু গাছ লাগিয়ে নজি... গড়েছেন মেয়র হারিস ডুকাস। গাছ লাগানোর পাশাপা... প্রতিস্থাপনেও জোর দেওয়া হয়। সম্প্রতি ৭০০ বছরে... পুরোনো একটি জলপাই গাছ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে...

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মাছি তাড়াচ্ছে হোটেল, টাট্টুগাড়ি

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ বৃহস্পতিবার থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। তবে পর্যটকদের সংখ্যা বেশ খানিকটা কমে যাওয়ায় হোটেল মালিক, ট্যাভেল এজেন্সি, শিকারাচালক, টাট্টুওয়ালা, অটোচালক ও ট্যাক্সিচালকদের পাশাপাশি মাথায় হাত পোশাক, জুতো, উপহার সামগ্রী ও খাবারের দোকানগুলির। কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে উপত্যকা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। ইতিমধ্যে পহলগামের ঘটনার জেরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়তে যাওয়া কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়ায় উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে উপত্যকায়।

শ্রীনগরের সবচেয়ে বড় বাজারের নাম গনিখান মার্কেট। স্থানীয় ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ শেখ জানান, স্থানীয় ক্রেতাদের পাশাপাশি সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে বাজারটিতে। তবে পহলগামের ঘটনার পর থেকে স্থানীয় ক্রেতাদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

পশ্চিমবঙ্গে ৭টায় সূর্য যখন অস্তাচলে চলে যায় তখনও সূর্যের আলোয় ঝলমলে উপত্যকা। শ্রীনগরের মক্কা মার্কেটে ফুটপাতে মাথার ওপর বড় ছাতার নীচে বসে বাহারি জুতোর ব্যবসা দিল্লির বাসিন্দা ফারুক আহমেদ এবং আলতাফ আহমেদের। বছর দশক ধরে শ্রীনগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পহলগামের ঘটনার প্রভাব ব্যবসায় পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করতেই ফারুক বলেন, প্রবলভাবেই প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত গড়ে দিনে ৫০ জোড়া জুতো বিক্রি হত। আর আজ সারাদিনে মাত্র ৩ জোড়া জুতো বিক্রি করতে পেরেছি কারণ, আমাদের ব্যবসা পুরোপুরি পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল। তবে এই পরিস্থিতি খুব বেশি দিন থাকবে না বলেও আশাবাদী ফারুক।

গনিখান মার্কেটের পোশাক ব্যবসায়ী আলতাফ বাটের সমস্ত রাগ দিয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমের ওপর। তাঁর কথায়, পহলগামের ঘটনা

ভরসা রাখতে পারছেন না পর্যটকরা

আমাদের মতো সাধারণ কাশ্মীরি নাগরিকদের যেমন মর্মাহত ও শোকাহত করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তবে পহলগামের ঘটনার পর কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে যেভাবে অসত্য তথ্য প্রচারিত হচ্ছে, তাতে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ এবং কাশ্মীরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করছে।

অন্যান্য বছর এপ্রিলের শেষে পর্যটনের ভরা মরশুমে এই সময়ে পর্যটকদের ভিড়ে শ্রীনগরের হোটেলগুলিতে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' পরিস্থিতির মুখে পড়তে হত পর্যটকদের। শুক্রবার শ্রীনগরের অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকদের সংখ্যা হাতেগোনা। শ্রীনগরের ডাল লেকের সামনে অবস্থিত হোটেলগুলি বরাবরই পর্যটকদের প্রথম পছন্দের। ডাল লেক সংলগ্ন একটি তিনতারা হোটেলের ম্যানেজার আসিফ শেখ বৃহস্পতিবার জানান, 'পহলগামের ঘটনার পর থেকে পর্যটকদের বুকিং ক্যানসেল হতে শুরু করায় শুধু আমাদের হোটেল নয়, অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকের সংখ্যা কমে গিয়েছে।'

প্রতিবছর কাশ্মীরের শাল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করতে আসেন শ্রীনগরের বাসিন্দা মহম্মদ সফি। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই মেয়ে মাদিহা, বরিন ও ছেলে আমিনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগরের হযরতবাল মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া মাদিহা ও বরিনের কথায়, 'পহলগামের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, আমরাও চাই। কিন্তু এজন্য কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, তা কখনও কাম্য নয়।'

পহলগামের ঘটনার পর থেকে শ্রীনগর শহরজুড়ে সেনা, আধাসেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি ভীষণরকম বেড়েছে। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে যেমন সিআরপিএফ এবং বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে, তেমনই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ টহলদারি ভ্যান গোটা শহর চক্কর দিচ্ছে।

সাভারকর মন্তব্যে কোর্টে ভর্ৎসিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পর্কে 'উসকানিমূলক' ও 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য করায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে কড়া ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে এমন ঘটলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নেবে।

সাভারকর সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন রাহুল। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শীর্ষ আদালতের রায় চলে এল। এর আগে রাহুলের বিরুদ্ধে জারি হওয়া সমন খারিজ করতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অস্বীকার করেছিল।

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলায় 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সময় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, সাভারকর ছিলেন 'ব্রিটিশ সরকারের সেবক'। শুধু তা-ই নয়, তিনি পেনশনও পেতেন ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মানহানির মামলা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি দাবি করেন, কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো তাঁর মক্কেলের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আদালত এই যুক্তি মানেনি। বিচারপতিরা বলেন, 'আপনার মক্কেল কি জানেন মহাত্মা গান্ধিও 'ইয়োর ফেইথফুল সার্ভেন্ট' (আপনার একান্ত সেবক) শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেন? তাহলে কি তাঁকেও ব্রিটিশ সরকারের 'দাস' বলা যাবে? তিনি কি জানেন তাঁর দাদিও (ইন্দিরা গান্ধি) সাভারকরকে চিঠি লিখে প্রশংসা করেছিলেন?' বিচারপতিরা বলেন, 'ইতিহাস না জেনে এমন মন্তব্য করা কীভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ হতে পারে?'

আদালত রাহুলকে সতর্ক করে বলেছে, 'আপনি একজন রাজনৈতিক নেতা। তাহলে এমন উক্তি করবেন কেন? যদি উত্তেজনা ছড়ানো উদ্দেশ্য না-ও হয়, এমন কথা বলার দরকারই বা কী?'

আপাতত আদালত মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য করা হলে আদালত নিজে থেকেই ব্যবস্থা নেবে। আদালতের কথায়, 'আর কোনও মন্তব্য করলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না।' আদালত আরও জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি এই মন্তব্য করেছিলেন মহারাষ্ট্রের আকোলায়, যেখানে সাভারকর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্মরণীয়।

রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন আইনজীবী নৃপেন্দ্র পান্ডে। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (বিদ্বেষ ছড়ানো) ও ৫০৫ (প্রচারের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো) ধারায় মামলা শুরু হয়। পান্ডের অভিযোগ, সাভারকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে রাহুল সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

প্রয়াত মুন মিশনের পথিকৃৎ কস্তুরীরঙ্গন

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : জীবনাবসান হল পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে কস্তুরীরঙ্গনের। শুক্রবার তাঁর বেঙ্গালুরুর বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইসরোর বিবৃতি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৩ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তাঁর দেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য রাখা হবে।

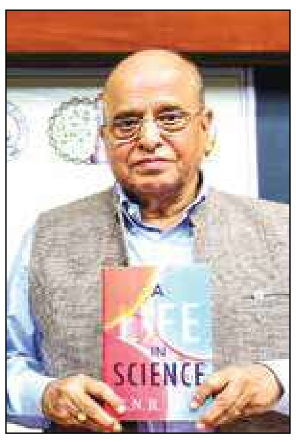

কেরলের এর্নাকুলামে ১৯৪০ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন কস্তুরীরঙ্গন। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে ইসরো, স্পেস কমিশন ও স্পেস দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তিনি ২০০৩ সালের ২৭ অগাস্ট ওই পদ থেকে অবসর নেন। পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে ইসরোর যাত্রা শুরু কস্তুরীরঙ্গনের হাত ধরেই। ১৯৯৯ সালের ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে কস্তুরীরঙ্গন প্রথম চন্দ্রাভিযানের ধারণা তুলে ধরেন। সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হিসেবে ২০০৮ সালে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১। এই মিশনেই প্রথম চাঁদের পিঠে জলের অণুর উপস্থিতি চিহ্নিত হয়, যা চাঁদের ভৌগোলিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করে। চন্দ্রাভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কস্তুরীরঙ্গন সেই সময় বলেছিলেন, 'চাঁদে যাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে কি না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল, আমরা এটা উপেক্ষা করার ঝুঁকি নিতে পারি কি না?' তাঁর এই সাহসী ভাবনাই পরবর্তীতে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি ভারতের শিক্ষানীতির (এনইপি) অন্যতম রূপকার হিসেবে পরিচিত। তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং কর্ণাটক নলেজ কমিশনের চেয়ারম্যান পদেও ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। পাশাপাশি সদস্য হয়েছিলেন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনেরও।

মহাকাশচর্চার ক্ষেত্রে কস্তুরীরঙ্গনের গবেষণা মূলত এক্স-রে ও গামা রশ্মির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি মহাজাগতিক এক্স-রে ও গামা রশ্মির উৎস এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সেগুলির প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী ছাড়াও পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পোপের শেষকৃত্যে রোমে দ্রৌপদী

রোমে পৌঁছোনোর পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভ্যর্থনা।

রোম, ২৫ এপ্রিল : প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার রোমে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন ভ্যাটিকান সিটিতে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান এবং গোয়া বিধানসভার উপাধ্যক্ষ জোশুয়া ডি সুজা।

রাষ্ট্রপতির দপ্তর এক্স-এ জানিয়েছে, তিনি দু'দিনের সফরে ভ্যাটিকান সিটিতে থাকবেন এবং ভারতের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। শুক্রবার প্রেসিডেন্টের সচিবালয় জানিয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভ্যাটিকান সিটিতে 'হিজ হোলিনেস' পোপ ফ্রান্সিসের রাজকীয় শেষকৃত্যে অংশ নিতে রওনা হয়েছেন।'

শনিবার তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতিতে প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সেন্ট মেরি মেজর বাসিলিকার একটি কক্ষে সমাধিস্থ করা হবে আর্জেন্তিনীয় ধর্মগুরুকে। তার আগে ভ্যাটিকান সিটির কাসা সান্তা মার্তার চ্যাপেলে রাখা হয়েছে পোপ ফ্রান্সিসের কফিন।

মঙ্গলবার থেকেই প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ভক্তদের ঢল নামে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত তিনদিনের মতো শুক্রবারেও সারা দিন মানুষ ভিড় করেন ভ্যাটিকান সিটিতে। প্রতিদিন এতটাই ভিড় হয় যে, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে দর্শনের সময় বাড়াতে বাধ্য হন।

প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ উপস্থিত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সত্যমেব জয়তে
भारत सरकार

যুব ক্ষমতায়নের নতুন ঢেউয়ের দ্বারা
বিকশিত ভারতের পরিচয়ের রূপায়ণ করছে

দেশব্যাপী ৪৭টি স্থানে সরকারি চাকরির জন্য নির্বাচিত ৫১,০০০ জনেরও বেশি প্রার্থীকে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

রোজগার মেলা
প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদির
দ্বারা

২৬শে এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১:০০
(ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে)

- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সহিত সহযোগের দ্বারা লক্ষ নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি করেছে।
- প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থার দ্বারা যুব সমাজের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে তুলছে।
- অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমাগত খালি পদগুলি এবং নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার উপর পর্যবেক্ষণ করা।
- নিযুক্তিকরণ পরীক্ষায় ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিধানের দ্বারা সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় জেলাগুলির মহিলা, মানুষ যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
- খ্যাতি সম্পন্ন সংস্থা যেমন - ইউপিএসসি, এসএসসি, রেল নিযুক্তিকরণ বোর্ড এবং আইবিপিএসের দ্বারা নিযুক্তিকরণ।
- আই গোট কর্মযোগী পোর্টাল প্রায় ২২০০ এর বেশি কার্যধারা উপলব্ধ সঙ্গে 'কর্মযোগী প্রারম্ভ' মডিউলে নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ উপলব্ধ।
- সরকারি চাকরিতে লক্ষ নিযুক্তিকরণের দ্বারা ভারতবাসীদের পরিষেবায় এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন।

CBC 15502/13/0001/2526

DD NEWS
এই অনুষ্ঠানটির লাইভ সম্প্রচারটি দেখুন ডিডি নিউজে

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য কর্মযোগী মডিউল ওয়েবসাইটে পরিদর্শন করুন।
https://igotkarmayogi.gov.in/কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ঐক্যের বার্তা রাহুলের, ধর্মযুদ্ধ আখ্যা ভাগবতের

পহলগাম হামলার পর শুক্রবার শ্রীনগরে পৌঁছে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রাহুল গান্ধি।

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : কংগ্রেস এবং আরএসএস মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর হলেও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় একই সুর শোনা গেল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের কথায়। দুজনেই সাফ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে দেশবাসীকে। রাহুলের কথায়, বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। অপরদিকে পহলগামের ঘটনাকে ধর্ম বনাম অধর্মের যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়ে ভাগবত বলেছেন, 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমাদের দিকে কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকাতে পারবে না। যদি কেউ সেটা করেও তাহলে তাদের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে।'

শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে আসেন রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর বাদামিবাগ ক্যান্টনমেন্টে ৯২ বেস হাসপাতালে যান। পহলগামে জঙ্গি হানায় এক আহতের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আরোগ্য কামনাও করেন

> বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **রাহুল গান্ধি**

তিনি। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গেও দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন রাহুল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। পহলগামের ঘটনাকে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি বলে আখ্যা দেন রাহুল। তিনি বলেন, 'এখানকার পরিস্থিতি কেমন তা জানতে আমি এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ ওই ভয়াবহ ঘটনার নিন্দা করেছেন।'

তাঁর কথায়, 'যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু লোক জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের বাকি প্রান্তে আমার ভাই-বোনেদের যেভাবে হামলা করেছে সেটা দেখে খারাপ লাগছে। এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি।' বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকে পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থনের বার্তা দিয়েছিল বিরোধীরা। শুক্রবার কাশ্মীরে দাঁড়িয়েও সেই বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

> এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।
>
> **মোহন ভাগবত**

রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগাম হামলার নিন্দা করেছে এবং সরকার এই ঘটনায় যে পদক্ষেপ করবে তাকে পূর্ণ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

অন্যদিকে পহলগাম ঘটনায় প্রথমবার মুখ খুলে ভাগবত বলেন, 'জঙ্গিরা মানুষের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞেস করে তারপর হত্যা করেছে। হিন্দুরা কখনও এমন কাজ করতে পারেন না। আমরা এই ঘটনায় একটি কঠোর প্রত্যাঘাতের আশা করি।' সংঘ প্রধান বলেন, 'এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।' ভাগবত বলেন, 'আমাদের চরিত্রে ঘৃণা এবং শত্রুতা নেই। মুখ বুজে ক্ষতি সহ্য করাটাও আমাদের মধ্যে নেই। একজন সত্যিকারের অহিংস মানুষকেও শক্তিশালী হতে হবে।' পাকিস্তানকে যে কড়া জবাব দিতে হবে সেই কথাও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন ভাগবত।

তিন দশক সন্ত্রাসবাদে মদত, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

আততায়ীরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'

ইসলামাবাদ, ২৫ এপ্রিল : মুখ আর মুখোশের তফাত কি ক্রমশ ঘুচে যাচ্ছে?

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের বেছে বেছে খুন করার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া থেকে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। হামলার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো পাকিস্তানও পহলগাম হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল। তবে মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলাকে বিদ্রোহীদের হামলা বলে বর্ণনা করেছিল পাক সরকার। শুক্রবার একধাপ এগিয়ে পহলগাম কাণ্ডকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের কাজ বলে ব্যাখ্যা করলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসক দার স্বয়ং।

দার বলেন, 'গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।' নিরীহ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের পিছনে যে পাকিস্তানের

> ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।
>
> **ইসক দার**
> *উপপ্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান*

> আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি।
>
> **খোয়াজা আসিফ**
> *প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পাকিস্তান*

সমর্থন রয়েছে তাও পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে এদিনই পাকিস্তান যে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তবে এপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন, জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সেটা নিজেদের গরজে নয়, আমেরিকার জন্য করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় শিকার পাকিস্তান বলেও দাবি করেছেন দার।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাকিস্তান কি সত্যিই সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র। জবাবে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি। এটা আমাদের ভুল পদক্ষেপ ছিল। গোটা বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে পাকিস্তান। আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হতাম তাহলে আজ পাকিস্তান একটা অন্য উচ্চতায় থাকত।'

পহলগাম হত্যার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার শাখা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত হামলাকারীদের বেশিরভাগ পাকিস্তান থেকে এসেছিল। হামলা চলাকালীন রিয়েল টাইমে সীমান্তের ওপার থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। একাধিক পাক জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরেও পাকিস্তানে লস্করের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন দার। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমাদের দেশে লস্কর-ই-তৈয়বা বলে কোনও সংগঠন নেই। ওরা এখন অতীত।'

যুদ্ধের শঙ্কায় পড়ল ভারতের শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরে পর্যটক খুনের জেরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও গভীর হয়েছে। টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে দু-দেশের শেয়ার বাজারে। নেমেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সুচক বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বিপরীতে নাভিশ্বাস উঠেছে পাক শেয়ার সুচক কেএসই-র।

শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে নামতে শুরু করে বিএসই সেনসেক্স। একসময় সুচক ১,২০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ন্ত বাজারে শেয়ার কিনতে থাকেন বিনিয়োগকারীরা। যার জেরে ফের চড়তে থাকে সুচক। দিনের শেষে সেনসেক্স দাঁড়িয়ে রয়েছে ৭৯,২১২ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে যা ৫৮৮ পয়েন্ট কম। নিফটিও ২০৭ পয়েন্ট নেমে ২৪,০৩৯ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে।

এদিকে গত দু'দিন ধরে টানা ধসের কবলে পড়েছে পাকিস্তানের শেয়ার বাজার। শুক্রবার প্রায় আড়াই হাজার পয়েন্ট নেমেছে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জের সুচক কেএসই। দুপুরের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটও। সেখানে লেখা 'উই উইল বি ব্যাক সুন। পিএসএক্স ওয়েবসাইট ইজ আন্ডার মেনটেন্যান্স টিল ফার্দার নোটিশ'। অর্থাৎ, আমরা তাড়াতাড়ি ফিরব। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে। এদিন পাকিস্তানের বেঞ্চমার্ক সুচক কেএসই ২,৪৮২ পয়েন্ট পড়ে ১,১৪,৭৪০ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। পতনের হার ২.১২ শতাংশ।

ভয়ের চিহ্ন নেই তাঁদের মধ্যে। কাশ্মীর এখনও ঘুরে দেখছেন পর্যটকরা। শুক্রবার।

গ্রেপ্তারের পর মুক্তি মেধা পাটকরের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ২০০০ সালের একটি মানহানির মামলায় দিল্লি পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করল সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত মেধা গতবছর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবেশন বন্ড জমা না দেওয়ার জন্য বুধবার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করেছিল। তারই জেরে শুক্রবার দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ।

তবে তাঁকে গ্রেপ্তারের কিছু সময়ের মধ্যে মুক্তির নির্দেশও দিয়েছে দিল্লি আদালত। এদিন আদালত প্রোবেশন বন্ড প্রদান এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার শর্তে মুক্তি দেয় তাঁকে। গুজরাটে

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেধার বিরুদ্ধে ওই মানহানির মামলাটি করেছিলেন দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনা। মেধার মিথ্যা দাবির জন্য সাক্সেনার সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে বলে গতবছরের জুলাই মাসে রায় দিয়েছিল আদালত। সেই কারণে তাঁর পাঁচ মাসের জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সাজা হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর জামিনও মঞ্জুর হয়েছিল।

কিন্তু অভিযোগ, মেধা জামিনের শর্ত মানেননি। গত বুধবার সাকেত আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ বিশাল সিং মেধার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে জানিয়েছিলেন, পরবর্তী শুনানির দিনের মধ্যে আদালতের নির্দেশে উল্লেখিত শর্তাবলি পালন করা না হলে অবিলম্বে সাজা কার্যকর করা হবে।

আড়াই দশক আগে সাক্সেনা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ়' নামে একটি সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনটি মেধাদের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

বন্দি জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হওয়ার পর থেকে কেটে গিয়েছে ২৪ ঘণ্টা। এখনও বন্দি রয়েছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিএসএফের ডাকা ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া দেয়নি পাকিস্তান রেঞ্জার্স। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা বাড়ছে এবং সময় যতই যাচ্ছে, উদ্বেগ ততই তীব্র হচ্ছে। সূত্রের খবর, বিএসএফের ডিজি ওই আটক জওয়ানের বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে অবহিত করেছেন। ফলে সময় যত গড়াচ্ছে ততই ওই বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠার পারদ চড়ছে। বন্দি বিএসএফ জওয়ানের স্ত্রী রজনী সাউ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর স্বামীর দ্রুত মুক্তির জন্য । তিনি বলেন, 'আমার স্বামীকে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তান অপহরণ করেছে। ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে। গত মঙ্গলবার শেষবার ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি চাই উনি যেন দ্রুত মুক্তি পান।' ওই বিএসএফ জওয়ানের ভাই রাজেশ্বর পান্ডে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ওঁকে ফেরানোর সব রকমের চেষ্টা করছে। উনি নিরাপদে ফিরবেন বলে আশাবাদী।'

বুধবার পাঞ্জাবের জালোক বর্ডার আউটপোস্টের অধীনে ফিরোজপুরে ডিউটি পালন করছিলেন হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউ। রুটিন পেট্রলিংয়ের সময় তিনি অসাবধানে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানি ভূখণ্ডে চলে যান এবং সেখানেই পাকিস্তান রেঞ্জার্স তাঁকে আটক করে। প্রথমবারের বৈঠকে সাড়া না পেয়ে বিএসএফ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান রেঞ্জার্সের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের আবেদন জানিয়েছে। পূর্ণমকুমার তাঁর সার্ভিস রাইফেল নিয়ে একটি কৃষকের সঙ্গে ছিলেন। বিশ্রামের জন্য ছায়ায় বসতে এগিয়ে গেলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে। যদিও সীমান্ত অতিক্রমের এই ধরনের ঘটনা মাঝেমাঝে ঘটে। সাধারণত এসব বিষয় সামরিক প্রোটোকলের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। আটক ব্যক্তিকে পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয়।

তবে এই ঘটনার মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে কাশ্মীরের পহলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা, যা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সাধারণ সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছে পূর্ণমের ঘটনাটি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনার কারণে এবার বিএসএফ জওয়ানের আটক হওয়ার ঘটনা শুধু একটি সীমান্ত বিরোধের বিষয় নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

চালকলে আগুন, মৃত ৫

বাহরাইচ, ২৫ এপ্রিল : ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচের একটি চালকলে। শুক্রবার সকালে কারখানার ড্রায়ার মেশিনের একটি অংশ ছিটকে ধানের গোলার ওপর পড়ে। মুহূর্তে আগুন ধরে ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ৫ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের কয়েকজন পরিযায়ী। মৃতরা হলেন, কনৌজের গফফর আলি (৪০), বাবলু (২৮), রাজনেশ কুমার (৩৫), সিরসিয়ার জাহুর (৫০) এবং বিহারের শ্রাবস্তি ও বিট্টু শাহ (৩০)। চিকিৎসাধীন ৩ জন।

ওয়াকফ স্থগিতাদেশ মানতে নারাজ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইনে যে কোনওপ্রকার স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দিল। শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালতকে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছে, সেগুলি খারিজের আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্র। সংখ্যালঘু মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শেরশা সি শাইক মহিদ্দিন ওই হলফনামাটি দাখিল করেছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য, 'যে আইনগুলি তৈরি হয় তাতে সাংবিধানিকতার বিষয়টি জড়িত থাকে। ওই আইনে যদি কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়, তাহলে সেটি ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতির পরিপন্থী।'

কেন্দ্রের সাফ কথা, নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে। প্রাক-মোগল জমানা থেকে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত ১৮,২৯,১৬৩.৮৯৬ একর ওয়াকফ জমি ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালের পর ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অতিরিক্ত ২০,৯২, ০৭২. ৫৩৬ একর জমি যুক্ত হয়েছে। আইনের বিরোধিতা করে যাঁরা মামলা করেছেন তাঁদের সমালোচনাও করেছে কেন্দ্র।

সরকার দাবি করেছে, নতুন ওয়াকফ আইনটি যৌথ সংসদীয়

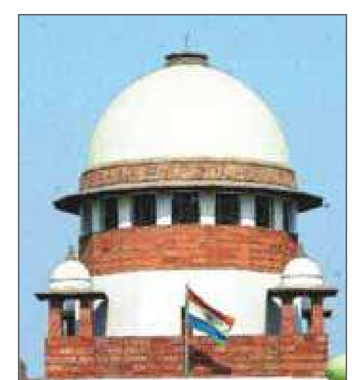

> নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে।

কমিটির সুপারিশ মেনে তৈরি হয়েছে। সংসদের উভয়কক্ষেই আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্র মনে করিয়ে দিয়েছে, আইনের সাংবিধানিকতা যাচাই করার এক্তিয়ার সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আইন কার্যকর হওয়ার আগেই যদি তার কোনও অংশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে ক্ষমতার ভারসাম্য রয়েছে, তা বিঘ্নিত হবে। নতুন ওয়াকফ আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিমদের রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সর্বোচ্চ আদালত।

শুক্রবার কেন্দ্র তার জবাবে বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তির ম্যানেজমেন্ট ধর্মনিরপেক্ষভাবে কাজ করে। মুসলিমদের ধর্মীয় আচার, আচরণেও কখনও হস্তক্ষেপ করা হয় না। কেন্দ্রের বক্তব্য, ওয়াকফ আইন কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বা আধ্যাত্মিক চরিত্রে বদল ঘটায় না। হলফনামায় কেন্দ্র বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তি যেমনই হোক তার রেকর্ড রাখা জরুরি।

পাকিস্তানকে এক ফোঁটা জল নয়

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০-এ স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি বর্তমানে প্রবল উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর ভারত এই চুক্তিকে 'স্থগিত' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পাকিস্তানে এক ফোঁটা জলও না পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

এই সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তানকে একবিন্দু জলও না দেওয়ার জন্য তিন দফা পরিকল্পনা তৈরি করেছে ভারত- স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি।

জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল জানিয়েছেন, এই তিনটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি (সিসিএস) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কী থাকছে? সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে— ড্যামে জমে থাকা পলি সরানো (ডি-সিলটিং), নদীর গতিপথ

কড়া পদক্ষেপ ভারতের

পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং নতুন ড্যাম নির্মাণ। এছাড়া পাকিস্তানের আপত্তি থাকায় যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আটকে ছিল, সেগুলি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার কথাও ভাবছে ভারত।

আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে? মন্ত্রী জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে আর বন্যা ও খরার তথ্য (হাইড্রোলজিকাল ডেটা) না দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। অবশ্য এই কারণে ভারতীয় নাগরিকদের কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে না বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের সিদ্ধান্তের জবাবে পাকিস্তান বলেছে, সিন্ধু জল চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত রাখা যায় না। ইসলামাবাদ নয়াদিল্লির পদক্ষেপকে 'যুদ্ধ ঘোষণার সমান' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি জানিয়েছে, ভারতের জল আটকানোর চেষ্টা হলে তারা 'জাতীয় শক্তির সবদিক থেকে' জবাব দেবে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান সিন্ধু জল চুক্তি করেছিল। এই চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছিল বিশ্বব্যাংক। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির জল দু'দেশের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করে দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব দিকের তিনটি নদী— বিপাশা, রবি ও শতদ্রু-র জল ব্যবহার করবে ভারত। অন্যদিকে পশ্চিম দিকের তিনটি নদী—চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ও ঝিলম-এর জল ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছিল পাকিস্তান।

নদীগুলির উৎস ভারতের ভিতরে হলেও চুক্তি অনুযায়ী জল ব্যবহারের অধিকারে বিভাজন করা হয়। জল চুক্তি নিয়ে ভারত এবার বেঁকে বসায় বেকায়দায় পড়ে গেল পাকিস্তান।

পহলগাম হামলার পেছনে চর্চায় হামাসের ছক

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের। এই অবস্থায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাশ্মীরে হামলার ছক তৈরি করছে হামাস। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পহলগামে যে হামলা হয়েছে তার নেপথ্যে হামাসেরই নীল নকশা রয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ ও লস্করের শিবিরে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছে হামাস। তাতে পূর্ণ মদত রয়েছে আইএসআইয়ের।

জানা গিয়েছে, যে চার জঙ্গি পহলগামের বৈসরণে হামলা চালিয়েছিল, তাদের ওই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ইজরায়েল যে হামাস নেতাদের মুক্তি দিয়েছিল তারা ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে যায়। সেখান থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে লস্কর ও জৈশ অপারেটিভদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা।

রাওয়ালকোটে রীতিমতো সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাদের। 'কাশ্মীর সলিডারিটি অ্যান্ড হামাস অপারেশন আল আকসা ফ্লাড' ব্যানারে একটি সমাবেশে হামাস ও অন্য জঙ্গি নেতারা সাফ জানিয়ে দেয়, কাশ্মীর ও প্যালেস্তাইন প্যান-ইসলামিক জিহাদের অংশ। তাতে ভারত ও ইজরায়েলকে আগ্রাসী বলেও দাবি করা হয়।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে হামাসের তরফে ছিল খালেদ আল-কোয়াদুমি, নাজি জাহির, মুফতি আজম এবং বিলাল আলসালাত। সেখানে ছিল জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই তালহা সইফ, আসগার খান কাশ্মীরি এবং মাসুদ ইলিয়াস। কাশ্মীর এবং প্যালেস্তাইন যে একধরনের ইসলামিক জিহাদের অঙ্গ সেই কথা ওই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়।

কাশ্মীরে হামাসের তৎপরতা যেভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রুভেন আজার। পহলগামের ঘটনার সঙ্গে দু-বছর আগে ইজরায়েলে হামাসের একটি হামলার সাদৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। আজার বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা সর্বস্তরে জোট বাঁধছে। পরস্পরকে নকল করছে। আমি নিশ্চিত, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের পরাস্ত করতে একযোগে কাজ করবে। তবে ভারতীয় গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলেছে হামাসের জাল বিস্তারের ছক দেখে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কট্টরপন্থীদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছে।

গতবছর অক্টোবরে আইএসআই হামাস নেতাদের ঢাকা নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উস্কানি দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল সেখানে।

এপ্রিল মাসের বিষয় : অকপট মুহূর্ত (স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি)

সমাপতন (শিববাড়ি, গঙ্গারামপুর)

প্রথম : নীহাররঞ্জন ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

বৈপরীত্য (ঝালদা, পুরুলিয়া)

দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

সঙ্গী (বালুরঘাট)

তৃতীয় : সৌগত মহন্ত
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আরপি

চড়কমেলায় (গঙ্গারামপুর)

চতুর্থ : সৌগত ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬০০০

প্রার্থনা (হাপা-নাহারলাগুন স্পেশাল)

পঞ্চম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার) ভিভো ভি২০

জীবন-যাত্রা (উত্তর কলকাতা)

ষষ্ঠ : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

বিকটকালীর পুজোয় (ত্রিমোহিনী)

সপ্তম : ঋত্বিক সাহা
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬৪০০

জীবন যেমন (ফ্লোরেন্স, ইতালি)

অষ্টম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

ফ্রেমে কৃষ্ণ (কোচবিহার রাসমেলা)

নবম : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫৫০ডি

চিত্র চিরায়ত
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

দীপাঞ্জয় ঘোষ, বিভূতিভূষণ নন্দী, সর্বজিৎ সেন, অভিরূপ ভট্টাচার্য, অঙ্কুশ মজুমদার, অনীক সান্যাল, সুশোভন সাহা, শ্রীজিৎ দাস, রিপন সাহা, নির্মলচন্দ্র বর্মন, রাজদীপ সাহা, কৌশিক মালাকার, সহিষ্ণু সাহা, পিয়ালি দাস, রাই ঘোষ, অঙ্কুর রায়, অমিতাভ সাহা, শুভ্রশংকর নাগ, প্রতীক গড়াই, শ্যামল চাকি, কুন্দন হেলা, উদিতা কার্জি, সাগ্নিক সূত্রধর, শৌভিক রায়, শান্তনু দেব, জয় মণ্ডল, কুন্দশুভ্র চক্রবর্তী, কিংশুক বণিক, সুমন চক্রবর্তী, পঙ্কজ মাহাতো, অভিজিৎ দাস, অর্ঘদীপ চক্রবর্তী, মানপ বর্মন, দেবাদৃত বোস, সাত্যকি চক্রবর্তী, অগ্নিভপ্রতিম বড়ুয়া, দীপক অধিকারী, মনীষা দাস, রৌনক শূর রায়, গৌরব বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, কৌশিক দাম ও অয়ন সাহা।

দুরন্ত (বালুরঘাট)

দশম : শোভন রায়
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৬

ম্যালেরিয়া ঠেকানোই চ্যালেঞ্জ

নাগরাকাটা, ২৫ এপ্রিল : জঙ্গল ও চা বাগান লাগোয়া এলাকায় ম্যালেরিয়া ঠেকানোই এখন নয়া চ্যালেঞ্জ জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। গত দু'বছর ধরে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা, কলাবাড়ি, খেরকাটা, মালবাজারের বাগ্রাকোট, বানারহাটের চানাডিপা থেকে অ্যানোফিলিস মশাবাহিত ওই রোগে আক্রান্ত বেশকিছু রোগীর সন্ধান মিলেছে। স্থানগুলি হয় চা বাগান অথবা বনবস্তি। গোটা জলপাইগুড়ি জেলা মিলিয়ে ২০২৪ সালে ৩৭৭ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এবছর এখনও পর্যন্ত মাত্র একজন আক্রান্তের হদিস মিলেছে। সবমিলিয়ে শুক্রবারের বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবসের দিন ওই রোগের চোখরাঙানির কথাই উঠে এলে জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন আলোচনায়।

এদিন রোগটির ওপর সচেতনতা তৈরিতে ৯টি ব্লকের সবক'টিতেই স্থানীয় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হয়। এতে অংশ নেন জনপ্রতিনিধিরাও। জলপাইগুড়িতে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিআরএস হলে রোগ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশদে আলোচনা করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

সম্পূর্ণ নিখরচায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবাও রয়েছে। তবে মূল লক্ষ্য ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। এজন্য সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে জল জমতে না দেওয়া ও সেইসঙ্গে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর ওপর।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষ্যে ময়নাগুড়ির সাতভেণ্ডি গ্রামে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার চা বাগানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান কার্যত একইরকম। প্রায় বেশিরভাগ বাগানের পাশেই রয়েছে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। বয়ে গিয়েছে একাধিক ঝোরা। অ্যানোফিলিস মশা স্বচ্ছ জলে বংশবিস্তার করে। একটা সময় জলপাইগুড়ি জেলার বেশকিছু এলাকাকে ম্যালেরিয়ার আঁতুড় বলা হত। তার মধ্যে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়েরবাড়ি বনবস্তি ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি চা বাগানও ছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর শয়ে-শয়ে মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হত। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম বা পিএফ ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর ঘটনাও সেসময় ঘটত। পরে রোগটি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে ম্যালেরিয়া যে ফের জেলার একাংশে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে তা পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার।

জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার বলেন, 'অ্যানোফিলিস মশার বাড়বাড়ন্তের জন্য যেমন পরিবেশ দরকার, দেখা যাচ্ছে জঙ্গল লাগোয়া বাগানগুলিতে তেমনটাই রয়েছে। সেই কারণেই সমস্যা।'

কম বয়সে সাংবাদিক

নবেন্দু গুহ

সুহাসদার নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ সংবাদের যাত্রা শুরু ১৯৮০ সালের ১৯ মে। শুরুর দিন থেকে আমাদের অনেকের সঙ্গে ছিল জ্যোতি সরকার। উত্তরবঙ্গ সংবাদের সবচেয়ে কমবয়সি সাংবাদিক। খুব বেশি হলে ১৬ বা ১৭ বছর বয়সে সাংবাদিকতার পেশায় যোগ দেয় প্রথমে বীরপাড়ার সংবাদদাতা হিসেবে। সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে উঠেপড়ে লেগে থাকত। আর খবর করবার ব্যাপারে কখনও না বলত না। কাজের প্রতি এমন নিষ্ঠা দেখে সুহাসদা জ্যোতির কাজের জায়গাটা আরও বিস্তৃত করবার সিদ্ধান্ত নেন এবং ওকে আলিপুরদুয়ারে পাঠিয়ে দেন।

সেখানে গিয়ে সবার নজরে পড়ে যায় জ্যোতি। এরপর জ্যোতিকে নিয়ে আসা হয় জলপাইগুড়িতে। অর্থাৎ দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়, কাজের পরিসর অনেকটাই বেড়ে যায়। নিজগুণে সংবাদ জগতে ভালো জায়গা করে নিতে পেরেছিল জ্যোতি। যেখানেই পোস্টিং হোক না কেন, জ্যোতির কাজের পরিধি অনেক সময় অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হত। তাতে কোনওরকম আপত্তি করতে দেখিনি জ্যোতিকে। জ্যোতি ছিল একজন সৎ সাংবাদিক।

শুধু এক জায়গাতেই সমস্যা ছিল জ্যোতিকে নিয়ে। ওর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কোনওরকম খবর করতে কোনও অনীহা দেখিনি। ভালো ভালো অনেক খবর করেছে জ্যোতি। অনেক খবর করার আগে অনেক আলোচনা হত সামনাসামনি কিংবা টেলিফোনে। চট করে বুঝে নিত, কোন অ্যাঙ্গেলে খবরটা চাইছি। শুধু হাতের লেখাটা বদলাতে পারেনি জ্যোতি।

সার্কিট বেঞ্চ হস্তান্তর মে মাসে

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : মে মাসেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন সহ যাবতীয় পরিকাঠামো রাজ্য সরকারের কাছ থেকে হস্তান্তরিত করা হবে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে। সরকারি সূত্রের খবর, মে মাসের ৮ তারিখ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম জলপাইগুড়িতে এসে রাজ্য সরকারের থেকে এই দায়িত্ব বুঝে নেবেন।

রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার এবং অন্য বিচারপতিরা সেদিন উপস্থিত থাকবেন। জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসার কথা রয়েছে। তবে তিনি সংবাদমাধ্যমে তারিখ বলতে চাননি।

জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ শেষ। বর্তমানে জলপাইগুড়ি শহরের স্টেশন রোডে অস্থায়ী ভবনে সার্কিট বেঞ্চ চালু আছে। রাজ্যের কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পর প্রধান বিচারপতি নির্মিত নতুন ভবন চূড়ান্ত পরিদর্শন করবেন। তারপর ফিরে গিয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনের দিন ঠিক করবেন। সেই উদ্বোধনের অনুষ্ঠান চূড়ান্ত করতে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন করেছে। সরকারি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী ৭ মে প্রধান বিচারপতি জলপাইগুড়ি আসছেন।

মেটেলি চা বাগানের মূর্তি ডিভিশনে ভালুকের খোঁজে বনকর্মীরা। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

রাষ্ট্র চাইলে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে লড়তে রাজি

জাভেদ রাঠের
বারামুল্লার বাসিন্দা

পহলগামের ঘটনা আমাদের কাশ্মীরিদের বুকে আঘাত করেছে। ঘটনার পর থেকে আমি ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পারছি না। যা ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিন্দা করার ভাষা নেই। আমি এখানে দিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ব্যবসা করি। রাষ্ট্র যদি বলে তাহলে ব্যবসা ছেড়ে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে চলে যাব।

আমাদের সর্বনাশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

আসলে একটা পক্ষ কোনওদিনই চায় না, কাশ্মীরের অর্থনীতির উন্নতি হোক। ৩৭০ ধারা ওঠার আগে কাশ্মীরে জঙ্গিদের প্রভাব অনেকটাই ছিল। আমি নিজের বাড়ির বাইরে পর্যন্ত অতটা বের হতাম না। সেই ধারা ওঠার পর আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে এসে আড়তে বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারিতে ব্যবসা করছি। 'বেকার' কথাটাই আমাদের কাশ্মীর থেকে চলে গিয়েছিল। একটা কথা এখানে বোঝানো প্রয়োজন, আমাদের ওখানে অর্থনীতির ২০ শতাংশ নির্ভর করে ফল ও শুকনো খাবারের ব্যবসার ওপর। বাকি ৮০ শতাংশই নির্ভর করে পর্যটনের ওপর।

গত তিন বছরে পর্যটকরা মন খুলে আসায়, আমাদের ওখানে কেউ বেকার ছিলাম না। কোথাও জায়গা খালি না থাকায় বাড়িতে পর্যন্ত আমরা পর্যটকদের অনেককে জায়গা দিয়েছি। এই কারণে এবারের জঙ্গি আক্রমণ এতটা আমাদের কষ্ট দিয়েছে। এই ঘটনার পর আমাদের ওখানে আর পর্যটকরা যাবেন না। ফের বেকারত্ব বাড়লে তরুণ প্রজন্ম ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কী থেকে কী হয়ে গেল, এখনও বুঝে উঠতে পারছি না! আবার আমরা পেছনের দিকে চলে গেলাম।

আর এসবের মধ্যে গোটা দেশবাসীর কাছে আমরাই খারাপ হচ্ছি। আমরা সব দিক দিয়েই যেন খারাপ। কাশ্মীর যেন এখন গোটা দেশের কাছে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহলগামকে আমরা 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলে থাকি। ওই জঙ্গিরা তো সীমান্ত পেরিয়েই এসেছে। সীমান্তরক্ষীদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। যে জায়গায় ওই আক্রমণ হয়েছে, সেটা অনেকটাই উঁচু জায়গা। সেখানকার চেক পয়েন্ট অনেকটা দূরে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শিলিগুড়ি জঙ্গি আক্রমণের ওই জায়গা হলে, দুধিয়া হল চেক পয়েন্ট। জঙ্গিরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে হামলা করেছে।

ঘটনার পর থেকে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে যে তর্জা শুরু হয়েছে, সেটা আরও বেদনাদায়ক। একটা বিষয় সকলের বোঝা উচিত, এই হামলা হিন্দুর ওপর নয়, এই হামলা মনুষ্যত্বের ওপর। আমরা কাশ্মীরিরা হিন্দু-মুসলিম বুঝি না। আমরা ওখানে একই থালায় খাবার খাই। অনেকে বলেন, আমাদের ওখান থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়ানো হয়েছে। এটাও জঙ্গিরাই করেছিল। আমরা কাশ্মীরিরা তখনও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে, জঙ্গি হামলার কথা ভাবতেই চোখে জল আসছে। এখন সবকিছুই সরকারের হাতে। কাশ্মীরের সবাই আমরা রাস্তায় রয়েছি। আমাদের সবার মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সরকার ওই জঙ্গিদের বিনাশ করুক। ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক।

অনুলিখন : শমিদীপ দত্ত

অবরুদ্ধ লাচেন-লাচুং
পর্যটকদের উদ্ধারে চরম সমস্যা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : সকালের রোদে যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, সন্ধে হওয়ার আগেই তা আঁধারে পরিণত। নতুন দফার বৃষ্টি জল ঢালল প্রশাসনিক তৎপরতায়। ফলে লাচেন ও লাচুংয়ে আটকে পড়া পর্যটকরা কবে গ্যাংটকে ফিরতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা কিছুতেই মিলছে না। বরং নতুন বিপদ ডেকে এনেছে বৃষ্টি এবং কাদা ধস। আটকে পড়া প্রায় দেড় হাজার পর্যটকের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রেখে মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানাভাবে সাহায্য করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে, চুংথাংয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের শুক্রবার সাংকালান দিয়ে মংগনে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁদের গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। উত্তর সিকিমে পর্যটক প্রবেশে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণ এবং ধসে রাস্তা বন্ধের জেরে যাঁরা মাঝপথে আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা স্থানীয়দের বাড়িতে কোনওরকমে রাত কাটিয়ে শুক্রবার হেঁটে লাচুং থেকে চুংথাংয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন পুলিশকর্মী ও ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সিকিমের সদস্যরা। এমন ৫৭ জন পর্যটক লাচুং থেকে চুংথাংয়ে ফিরতে পেরেছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন বলেন, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশ কয়েকটি রাস্তায় ধস নেমেছে। কিছু জায়গায় কাদা ধসে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়েও পড়েছে। এমন পরিস্থিতির জন্য লাচেন ও লাচুংয়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের এখনই উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।' বৃষ্টি কমলে ধসের মাটি সরানো এবং রাস্তা মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হবে বলে জানান মংগনের পুলিশ সুপার সোনম দেতচু ভুটিয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পারমিট ইস্যু করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

চুংথাংয়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের ভাগ্য কিছুটা ফিরলেও, লাচেন এবং লাচুংয়ের হোটেলে আটকে থাকা পর্যটকরা সেই অন্ধকারেই। কবে ফিরতে পারবেন গ্যাংটকে, শুক্রবারও স্পষ্ট হয়নি। বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা। লাচেন-চুংথাং সড়কের মুন্সি থাংয়ে বড় ধরনের ধস পড়ার পাশাপাশি রাস্তা ধসে যাওয়ায় মংগনের সঙ্গে লাচেনের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। লাচুং-চুংথাংয়ের লামাতে ধস পড়ে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় লাচেনে আটকে পড়ে প্রায় ৬০০ পর্যটক এবং একশো গাড়ি। লাচুংয়ে আটকে রয়েছে প্রায় ৮০০ পর্যটকের পাশাপাশি দেড়শো গাড়ি। চুংথাংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের এদিন সকালে বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হওয়া সাংকালানের বেইলি ব্রিজ দিয়ে মংগনে পৌঁছে দেওয়া হয়। পর্যটকদের উদ্ধার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সাংকালানে উপস্থিত ছিলেন খোদ মংগনের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। তাঁরা এদিন ধসে বিধস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

যোগ্য তকমায় শুধু অসম্মান

প্রথম পাতার পর

শিক্ষকরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু অসহায়। যোগ্যদের যে তালিকা এখন জেলা স্কুল পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে, তা আদালতে দেওয়া গেল না কেন? দেওয়া গেলে তো ৩১ ডিসেম্বর চাকরিটা কেড়ে নেওয়ার অপমান বুকে নিয়ে ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতে হত না। এখন কোন নৈতিকতার পাঠ দেবেন এই শিক্ষকরা? যাঁদের নৈতিকতা, মেধাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে শিক্ষা দপ্তর, স্কুল সার্ভিস কমিশন।

যাঁদের নিত্য রাস্তায়, দোকানে, পাড়ায় শুনতে হচ্ছে, মাস্টারমশাই, আপনার চাকরিটা আছে তো! একজন শিক্ষকের, তাঁর যোগ্যতার, তাঁর মেধার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে! শিক্ষা দপ্তর শেষপর্যন্ত মুখ বাঁচাতে ভুলে ভরা তালিকা জেলা পরিদর্শকদের পাঠিয়েছে। যেমন কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষকের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে যে ববিতা সরকারের নাম, আদালতের নির্দেশে বছর দুয়েক আগে তাঁর চাকরি গিয়েছিল।

শিক্ষা দপ্তরের অক্ষমতার, অপদার্থতার নজিরের শেষ নেই। যেমন, মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষক তালিকায় এমন দুজনের নাম এসেছে, যাঁরা কোনওদিন ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেননি। তাঁদের নাম, পরিচয় স্কুল কর্তৃপক্ষ জানেই না। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এরকম উদাহরণ অনেক। ধরে নিতে হবে, এত সব অসংগতি আছে বলেই শিক্ষা দপ্তর যোগ্যদের তালিকা নিজেদের ওয়েবসাইটে দেয়নি। তালিকা প্রকাশ করা যাবে না বলা হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে।

ভুল, অসংগতিতে ভর্তি তালিকা প্রকাশ কি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ? এমন অভিযোগ উঠলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। কেন? কয়েকটি ঘটনা খেয়াল করুন। যোগ্যদের তালিকা জেলা পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো হলেও অযোগ্যদের তালিকা তৈরি হয়নি। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে চলতি মাস থেকে শুধু যোগ্য শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু অযোগ্য বিবেচিতদের চাকরি আদালত বাতিল করলেও শিক্ষা দপ্তর এখনও তাঁদের বরখাস্ত করেনি।

বরখাস্ত করা না হলে কোন আইনে তাঁদের বেতন বন্ধ করবে সরকার? স্পষ্ট নয় কিন্তু। এই অস্পষ্টতার বেড়াজালে কি কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খাওয়া অস্বাভাবিক কি? তাছাড়া বরখাস্ত না হওয়া সত্ত্বেও বেতন বন্ধ করার কারণে অযোগ্য বিবেচিতরা যদি আদালতে যান, তাহলে আবার সব ঘেঁটে ঘ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অযোগ্যতা কীসের ভিত্তিতে, তা নিয়েও ধন্দ তো কম নয়।

নিজেদের যোগ্য ধরে নিয়ে যাঁরা ক'দিন ধরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে ধর্না দিচ্ছিলেন, জেলা পরিদর্শকদের পাঠানো তালিকায় তাঁদের অনেকের নাম নেই। যেমন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। ফলে আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে। ভিড় কমতে থাকায় শেষপর্যন্ত ধর্না তুলে নেওয়া হল। কেউ কেউ ইতিমধ্যে স্কুলে যোগ দিয়েছেন। কেউ কেউ দেবেন। ডিসেম্বরের পর চাকরি না থাকার শর্তেই যোগ দিচ্ছেন তাঁরা। জুনিয়ার ডাক্তারদের মতো শিক্ষকদের আন্দোলনও দিশাহীনতায় ভুগছে।

চাকরিতে যোগ না দিলে ১০ মাসের বেতনটুকুও মিলবে না যে। তখন আম যাবে, ছালাও যাবে। স্কুলে যোগ দিলে অবশ্য ১০ মাসের চাকরিটাই শুধু নিশ্চিত। তারপর সব অন্ধকার! তাহলে কোন পথে যাবেন শিক্ষকরা? যাঁদের আমরা সমাজের মেরুদণ্ড বলি, তাঁদের শিরদাঁড়া ঘোর অনিশ্চয়তায় ঝুঁকে যাচ্ছে। অথচ প্রচার করা হচ্ছে, আপাতত স্বস্তি। আরে, কোন স্বস্তি, কীসের স্বস্তি বলুন তো?

হতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বস্তি। শিক্ষক সংকট থেকে আপাতত রেহাই মিলবে। শিক্ষকের অভাবে অন্তত পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকা শিক্ষকদের তো স্বস্তি নেই। দু'দিন পর জীবিকা থাকবে না জেনে কেউ কি স্বস্তিতে থাকতে পারে! একবার নিযুক্ত হওয়ার পর যাঁদের আবার বলা হয়, পরীক্ষা দিয়ে আবার মেধার প্রমাণ দিতে হবে, তাঁদের আবার স্বস্তি কীসের! স্বস্তি হতে পারে শিক্ষা দপ্তরের, স্কুল সার্ভিস কমিশনের, সর্বোপরি সরকারের। যারা জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাছে তালিকা পাঠিয়ে দিয়ে আন্দোলনটা ঝিমিয়ে দিতে পারল। গণ অসন্তোষের গোড়ায় জল ঢেলে দিতে পারল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারাই শুধু স্বস্তির সওদা করার সুযোগ পেল!

প্রয়াত সাংবাদিক

প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয় তাঁর বই 'চা এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।'

দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনবিঘা হস্তান্তর ও তৎকালীন আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ আদায়ের আন্দোলন শক্তিশালী হয় জ্যোতির বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। ১৯৯৩ সালে ডুয়ার্সের প্রলয়ংকর বন্যা ও তারপর মানুষের চরম দুর্দশার মর্মস্পর্শী বিবরণ জ্যোতির কলমে ইতিহাস হয়ে আছে। গোটা উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের পক্ষে তাঁর মৃত্যু বিরাট ধাক্কা, অপূরণীয় ক্ষতিও বটে।

লস্কর কমান্ডার

প্রথম পাতার পর

প্রধান হাফিজ সইদের হাত রয়েছে। হামলার ঘটনায় লস্করের ভূমিকা স্পষ্ট হতেই যৌথ বাহিনী উপত্যকাজুড়ে অভিযানে গতি এনেছে। উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের সব জেলায় চিরুনি তল্লাশি চলছে। একইসঙ্গে প্রশাসন হামলায় যুক্ত স্থানীয় জঙ্গিদের 'জবাব' দেওয়াও শুরু করেছে। শুক্রবার গভীর রাতে অনন্তনাগে দুই লস্কর সদস্যের বসতভিটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজনের নাম আসিফ শেখ, অন্যজন আদিল হুসেন ঠোকার। নিরাপত্তাবাহিনী আদিলের বাড়িটি আইইডি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। অপর জঙ্গি আসিফের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

শেষকৃত্য সম্পন্ন

নাগরাকাটা, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার স্ত্রী মহিমা বারলার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। খ্রিস্টধর্মের রীতি অনুযায়ী, শুক্রবার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হৃদয়পুরের খামারবাড়িতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মহিমার আত্মার শান্তিকামনায় ফাদার বিজয় কুজুর প্রভু যিশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি মহিমাকে এদিন শেষশ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা তেজকুমার টোপ্পো, রাজেশ লাকড়া, বাবলু মাঝি, মহেশ বাগে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেটেলি বাগানে দেখা মিলল ভালুকের

প্রথম পাতার পর

এবার গরমের সময় কী কারণে এবং কোথা থেকে ভালুক এল, কৌতূহল তৈরি হয়েছে তা নিয়েও। এদিন যে শ্রমিকের বাড়িতে ভালুক ঢোকে সেই কিশুন মাহালি বলেন, 'উঠোনে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি পাশের ৫ নম্বর সেকশনের চা বাগান থেকে একটি ভালুক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। চিৎকার শুরু করলে সেটি ছোটাছুটি করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ফের বাগানে ঢুকে পড়ে।' খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'খবর পেয়ে এলাকায় এসে তল্লাশি করা হয়। পায়ের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে সেটি ভালুকই। এলাকাটির পাশেই রয়েছে শিবচুর জঙ্গল। চা বাগান থেকে ওই জঙ্গলেও ভালুকটি চলে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।' ভালুকের খবর পেয়েই মেটেলি বাগানে নেওড়া সাউথ রেঞ্জ ও চালসা রেঞ্জের কর্মীরাও চলে আসেন।

এদিন শুক্রবার সাতসকালে ধূপগুড়ি ব্লকের কুর্শামারি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের নাটকানিবাড়ির চরে রামশাইয়ের জঙ্গল থেকে দুটি বাইসন ঢুকে পড়ে। বহু মানুষ ভিড় জমাতে থাকেন এলাকা দুটিতে। লোকালয়ে তারা দাপিয়ে বেড়ানোয় এলাকার চাষের জমির ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রামশাই ও বিন্নাগুড়ি মোবাইল স্কোয়াড। বনকর্মীরা শব্দবাজি ফাটিয়ে জোড়া বাইসনকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। স্থানীয় বাসিন্দা প্রকাশ সরকার বলেন, 'চাষের জমির ওপর দিয়ে বুনো দুটি বিস্তর ছুটোছুটি করেছে।' বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার গরুমারা ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে জানান, এক ঘণ্টা বাইসন দুটি লোকালয়ে ছিল।

অন্যদিকে নাগরাকাটার লুকসানের ভুট্টাবাড়ি বিস্ততে দিনকয়েক ধরেই বাড়ির পোষা ছাগল, মুরগি, শুয়োর, বাছুর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছিল। এটা যে লাগোয়া লুকসান চা বাগান থেকে বেরিয়ে আসা চিতাবাঘেরই কাণ্ড তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই স্থানীয়দের।

বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় পদমবাহাদুর ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির গোয়াল থেকে ১৫ কিলো ওজনের ছাগল তুলে নিয়ে চলে যায় একটি চিতাবাঘ। আধখাওয়া ছাগলটিকে পরে লুকসান বাগানের ভেতর থেকে পাওয়া যায়। সুভাষ ভট্টরাই ছেত্রী নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'দিনকয়েক আগে আমার ভাই কিশোরের একটি ছাগলও চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। এমন ঘটনা রয়েছে।'

বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।'

কাজের সূচনা

বানারহাট, ২৫ এপ্রিল : চামুর্চি মোড় থেকে বানারহাট রেলগেট সংলগ্ন হাতিনালা কালভার্ট পর্যন্ত রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ পূর্ত দপ্তর শুরু করল। দপ্তরের গয়েরকাটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক সাহা বলেন, 'প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচে ২৭০ মিটার লম্বা এবং সাত মিটার চওড়া হিসেবে রাস্তাটি নতুনভাবে তৈরি করা হবে। দু'পাশে নিকাশির ব্যবস্থা থাকবে।' তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে বলে তিনি জানান। শুক্রবার কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, জেলা পরিষদ সদস্য বিমল মাহালি, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবিকা বিশ্বকর্মা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নয়ন দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য নয়ন দত্ত বলেন, 'এই রাস্তাটি বানারহাটের প্রধান রাস্তা। এই রাজ্য সড়কটি জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত। এছাড়া এই রাস্তা দিয়ে চারটি স্কুলের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে। রাস্তাটি এলাকার মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তাটি স্থায়ীভাবে তৈরি হওয়ায় সবার খুবই উপকার হবে।' বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও অফিস, থানা, হাসপাতাল যাওয়ার জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। রাস্তার পাশে নিকাশিনালা না থাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই জায়গাটি পুকুরের রূপ নেয়। সমস্যা মেটানোর দাবিতে বাসিন্দারা বেশ কয়েকবার অবরোধ করলেও সমস্যা মেটেনি। এবার স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা খুশি।

নাম শুনেই গণপিটুনি

প্রথম পাতার পর

আক্রান্ত দুই কিশোরের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চার-পাঁচজন মিলে তারা কালীরহাট এলাকায় বোতল ও প্লাস্টিক কুড়ানোর সময় কয়েকজন তরুণ তাদের ঘিরে ধরে। আগের দিনের মতো একই কায়দায় নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করেই বেল্ট খুলে মারতে শুরু করে তাদের। বয়সে কিছুটা বড় দুজন পালাতে পারলেও তরুণদের হাতে বেধড়ক মার খায় দুই কিশোর। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কয়েকজনের কথায় তাদের ছেড়ে দিলে কোনওক্রমে বাড়ি ফেরে তারা।

ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা দুই কিশোরের একজন বলে, 'আমরা কারও বাড়ি বা দোকানে ঢুকি না। বাজারে বা রাস্তার পাশে যেসব কাচ বা প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকে সেসবই তুলে আনি। ওদের ডাক শুনে কাছে যেতেই আমাদের ঘিরে ফেলে। নাম আর ঠিকানা বলতেই গালাগাল আর মারধর শুরু করে দেয়। কয়েকজন লোক না বাঁচালে মুখে মাস্ক পরা লোকগুলো বেল্ট দিয়ে হয়তো মেরেই ফেলত আমাদের।'

পরপর দু'দিন দুই ঘটনায় কার্যত কপালে ভাঁজ পড়েছে পুলিশকর্মীদের। ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ছুটিতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত আইসি অক্ষয় পাল এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন। দুই ঘটনা নিয়ে ধূপগুড়ির এসডিপিও গেইলসন লেপচা বলেন, 'ফেরিওয়ালার অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। শুক্রবারের ঘটনা নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ এবং খোঁজ চলছে জোরকদমে। আশা করছি খুব দ্রুত ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ করা যাবে।'

দুটি ঘটনা নিয়েই পুলিশকর্তারা মন্তব্য এড়িয়ে চলেছেন। ডাউকিমারি এলাকায় এদিন থেকে ব্যাপক পুলিশি টহল এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি স্কুটি ও একটি মোটরবাইকও আটক করেছে পুলিশ। এলাকার বহু মানুষ ঘরছাড়া বলেই খবর। এদিকে শুক্রবার আক্রান্ত দুই কিশোরকে দেখতে ধূপগুড়ি হাসপাতালে পৌঁছায় বিরাট পুলিশবাহিনী। এরপর তাদের সঙ্গে নিয়েই ঘটনাস্থল চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও শুরু করে পুলিশ।

তবে দুই ক্ষেত্রেই ভিনজেলার বাসিন্দা আক্রান্তরা এলাকা এবং হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে সমস্যায় পড়ছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এমন ঘটনা যেন আর না হয় সেজন্য থানা এলাকায় কড়া নজরদারি ও টহল জোরদার করার নির্দেশ এসেছে।

লাইনচ্যুত টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় উলটে গেল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। লাইনচ্যুত হয়ে পাশের জঙ্গলে গিয়ে পড়ে ইঞ্জিনটি। চালক এবং সহকারী চালক জখম হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে সুকনা ও রংটংয়ের কাছে মহানন্দার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনার জেরে এদিনের জন্য দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী (এনজেপি) ট্রেন চলাচল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

ববিতার নাম যোগ্য তালিকা থেকে বাদ

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ববিতা সরকারের নাম যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা থেকে বাদ দিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যে তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে গিয়েছে, তাতে যোগ্য হিসেবে ববিতা সরকারের নাম ছিল। কিন্তু বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকরা। কারণ আদালতের রায়েই বছর দুয়েক আগে ববিতা সরকারকে অযোগ্য বলে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল।

তারপরে তাঁর নাম কী করে যোগ্য তালিকায় ঢুকল, তা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়। এরপর শুক্রবার বিকালেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ববিতা সরকারের নাম যোগ্য তালিকায় গিয়েছে। এই নাম যোগ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। তবে শুধু ববিতা সরকার নন, আরও সাতজন অযোগ্য প্রার্থীর নামও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে যোগ্য তালিকায় গিয়েছে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ববিতা। হাইকোর্টের নির্দেশে অঙ্কিতা অধিকারীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা নিযুক্ত হন ববিতা সরকার। কিন্তু চাকরি পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশেই ববিতা সরকারের চাকরিও যায়। তাঁকেও অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে হাইকোর্ট।

ভারতকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতে চায় জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

আল-কায়দা এবং হাকানি গ্রুপের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিতে পারে। তারপরই শুরু হয় অভিযান। গত ৪৮ ঘণ্টায় মায়ানমার সীমান্তে এক ডজনেরও বেশি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা ও মণিপুর পুলিশের যৌথ বাহিনী। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু বাংকার।

আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথায়, 'মায়ানমার সীমান্ত ও নিম্ন অসম নিয়েই চিন্তা বেশি। চিকেন নেকে সমস্যা তৈরি করতে বাংলাদেশ হয়ে নিম্ন অসম বা উত্তরবঙ্গে জঙ্গি প্রবেশের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। দিল্লি থেকে বিশেষ দলও নিম্ন অসমে পৌঁছে গিয়েছে।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে গঠিত হয়েছে বিএসএফের বিশেষ দল। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের গোয়েন্দাদের নিয়ে আলাদা দলও তৈরি হয়েছে। জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকে অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে ইতিমধ্যেই তাদের চারটি ড্রোন স্কোয়াড্রনকে সক্রিয় করা হয়েছে। পাহাড়ে যুদ্ধে সক্ষম সেনার বিশেষ দলের মহড়া শুরু হয়েছে সিকিমে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসের বাছাই করা আধিকারিকদের চিকেন নেকের নিরাপত্তায় কাজে লাগানোর পরিকল্পনাও হয়েছে। বিভিন্ন ছেনাছাউনিতে পাঠানো হয়েছে দুর্গম এলাকায় খুব ছোট লক্ষ্যে বিস্ফোরক নিয়ে হানা দিতে সক্ষম 'এফপিভি ড্রোন'।

যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে বায়ুসেনাও। শুক্রবার শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। কোনও নাশকতা হলে কীভাবে তা রোখা হবে তার পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে। হাসিমারা ও বাগডোগরা বিমানবন্দরেও বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তায় শুক্রবার থেকেই আকাশপথে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে বায়ুসেনা।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সেবক-রংপো রেলপথের কাজে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে করোনেশন সেতু সহ তিস্তার ওপর থাকা একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার এবং বের হওয়ার সন্দেহভাজন সবক'টি রুটে নজরদারি বাড়িয়েছে এসএসবি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে শুরু করেছে গোয়েন্দাদের বিশেষ দল। হাসিমারা, সুকনা, ব্যাংডুবি সহ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি সেনাছাউনিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা পাঠিয়েছে দিল্লি। বিএসএফের জি ব্রাঞ্চের (গোয়েন্দা বিভাগ) সবক'টি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের আধিকারিকদের প্রতিদিন দিল্লিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে ব্যবসার নামে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহাড়ে আসা বেশকিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার কাজে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি (এআরএসএ)-কে ব্যবহার করা হতে পারে। উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ থেকে তাদের সংগঠনের স্লিপার সেলের সদস্যদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। লস্কর-ই-তৈবার সাহায্যপ্রাপ্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিজোট ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ওয়েস্টার্ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া এবং নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (ফেডেরাল)-এর কার্যকলাপের ওপরও কড়া নজরদারি শুরু করেছেন সেনা গোয়েন্দারা। সেই সূত্রেই তথ্য সংগ্রহে দিল্লি থেকে বিশেষ দল কালিম্পং পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছে।

চিতাবাঘ না বনবিড়াল, ধন্দ

জন্তুর পায়ের ছাপের খোঁজে বনকর্মীরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার তখন রাত সাড়ে এগারোটা। জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেসপাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর বণিক বাড়ির বারান্দায় বসে ছিলেন। সেই সময় তিনি বাড়ির উঠোন দিয়ে গায়ে কালো ছোপ ছোপ একটি জন্তুকে সীমানা প্রাচীর টপকে রাস্তা ধরে চলে যেতে দেখেন। তিনি জন্তুটিকে চিতাবাঘ বলেই দাবি করেছেন। শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। এর আগে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে চিতাবাঘ দেখতে পেয়েছিলেন শ্রমিকরা। ফলে চা বাগান থেকে শহরে চিতাবাঘের চলে আসাটা অসম্ভব কিছু নয়। তাই শহরজুড়ে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বনকর্মীরা। শুভঙ্করের সঙ্গে কথা বলে জন্তুটির বিস্তারিত বর্ণনা শোনেন তাঁরা।

যদিও এলাকার কোথাও চিতাবাঘের পায়ের ছাপ মেলেনি। বনকর্মীদের অনুমান, জন্তুটি বনবিড়াল হতে পারে। এলাকার কারও বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাতে জন্তুটিকে দেখা গিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন বনকর্মীরা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিট অফিসার সুরোজিৎ সেনগুপ্ত বলেন, ‘আমরা খবর পেলাম এলাকার এক বাসিন্দা বাড়ির সামনে নাকি চিতাবাঘ দেখেছেন। সেই অনুযায়ী আমরা এসেছি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী যা বুঝলাম ওটা বনবিড়াল হতে পারে। আবার চিতাবাঘও হতে পারে। আমরা এলাকায় কোনও পায়ের ছাপ পাইনি। যে পথে জন্তুটিকে তিনি চলে যেতে দেখেছেন পায়ের ছাপের খোঁজে সেই পথেই তল্লাশি শুরু করেন বনকর্মীরা। তবে আমাদের নজরদারি চলবে।’

চিতাবাঘের খোঁজে কংগ্রেসপাড়া এলাকায় বনকর্মীরা। শুক্রবার।

সাম্প্রতিককালে জলপাইগুড়ি শহরে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে এমনটাও শোনা যাচ্ছে না। ফলে শুভঙ্কের দাবি করা চিতাবাঘকে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুভঙ্কর বলেন, ‘আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি প্রায় চার ফুট লম্বা চিতাবাঘটিকে। আমি এর আগেও লাটাগুড়ির জঙ্গল দিয়ে যাওয়া-আসার পথে চিতাবাঘ দেখেছি। যে কারণে চিতাবাঘ আর বন বিড়ালের পার্থক্যটা আমি জানি।’ তিনি আরও জানিয়েছেন, যখন ওই জন্তুটিকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সেসময় পাড়ার কুকুরগুলো চিৎকার করছিল। যদিও ব্যক্তির দাবি মানতে নারাজ এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, এর আগেও ওই এলাকায় বনবিড়াল দেখা গিয়েছে। তাঁর ধারণা বৃহস্পিতবার যে জন্তুটিকে দেখা গিয়েছে সেটিও বনবিড়াল।’

শহরে আতঙ্ক

- কংগ্রেসপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা বাড়ির উঠোন দিয়ে গায়ে কালো ছোপ ছোপ এক জন্তুকে যেতে দেখেন
- বনকর্মীরা এলাকায় এলেও চিতাবাঘের পায়ের ছাপের কোনও হদিস পাননি
- তাঁদের অনুমান, সেটা বনবিড়াল
- তবু এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা

গরমে স্বস্তি।। জলে ঝাঁপ খুদেদের। জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘিতে শুক্রবার।

উদ্যোগ নেই প্রশাসনের তরফেও

ভাড়াটের তথ্য জমা দিতে অনীহা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বাড়িভাড়া নিয়ে শহরে অপরাধমূলক কাজ করতে পারে অপরাধীরা। অগ্রিম এই আশঙ্কা করে মাস কয়েক আগে জেলার পুলিশ সুপার ময়নাগুড়িতে এসে বাড়ির মালিকদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভাড়াটেদের নথি থানায় জমা করার জন্য। এরপর কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টিতে নড়েচড়ে বসে পুরসভাও। পুরসভার তরফে এবিষয়ে শহরে মাইকিং করা হয়। সেই সময় কয়েকজন বাড়ির মালিক ভাড়াটেদের তথ্য পুলিশ ও পুরসভাকে জানালেও, বর্তমানে এ ব্যাপারে প্রশাসন কিংবা বাড়ির মালিক, কোনও তরফেই বিশেষ কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে, ভাড়াটেদের সম্পর্কে তথ্য না থাকায় ইতিপূর্বে শহরের বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক ঘটনায় অপরাধীদের নাগাল পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। একইভাবে আবাসিক পরিচারিকাদের সম্পর্কেও কোনও তথ্য না জানায় অনেকসময় অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার পর সেই পরিচারিকার খোঁজ পাওয়া যায় না। এছাড়াও অন্য জায়গায় অপরাধমূলক কাজ করে ময়নাগুড়িতে এসে বাড়িভাড়া নিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার ঘটনাও ভূরিভূরি। এদিকে, কেউ বাড়িভাড়া নিয়ে সেখানে অপরাধের পরিকল্পনা করলে কিংবা ভাড়াটে কোথাও অপরাধ করে পালিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে বাড়ির মালিকেরও চাপে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তারপরেও এইভাবে মালিক-প্রশাসন দু’তরফেই গাফিলতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

খামতির বিষয়টি মেনে নিয়েছেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ও। তাঁর কথায়, ‘পুরসভায় কর্মীর অভাব রয়েছে। সে কারণে নজরদারি সম্ভব হয় না। তবে বাড়ির মালিকদের নিজেদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।’ অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, বেশকিছু ভাড়াটের তথ্য থানায় জমা হয়েছে। তবে প্রত্যেক বাড়ির মালিক যাতে বাধ্যতামূলকভাবে ভাড়াটের তথ্য জমা করেন সে ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যে প্রচার শুরু করা হবে।

ময়নাগুড়ি শহরে কর্মসংস্থান, পড়াশোনা কিংবা অন্যান্য কাজে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকার সংখ্যা গত কয়েক বছরে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মেস করে কিংবা পেইং গেস্ট হিসেবেও প্রায় প্রতি ওয়ার্ডেই অনেকে থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে সার্বিক তথ্য প্রশাসনের হাতে নেই। পুরসভায় বাড়ির ভাড়াটেদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ফর্ম রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাসে সেভাবে কাউকেই পুরসভার থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে দেখা যায়নি বলে খবর। এবিষয়ে শহরের বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘আমার বাড়িতে দুটি পরিবার ভাড়া থাকে। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত নথি বাড়িভাড়া দেওয়ার আগে নিজের কাছে রেখেছি। প্রশাসনের তরফে সেভাবে চাপ না থাকায় সেসব জমা করা হয়নি।’ আরেক বাসিন্দা রবীন দাস জানান, তাঁর বাড়ির ভাড়াটে স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক, পরিবার নিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভাড়াটের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল, তাই কখনও তথ্য চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

> পুরসভায় কর্মীর অভাব রয়েছে। সে কারণে নজরদারি সম্ভব হয় না। তবে বাড়ির মালিকদের নিজেদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।
>
> **মনোজ রায়**
> ভাইস চেয়ারম্যান
> ময়নাগুড়ি পুরসভা

প্রতিবাদ মিছিল ও নীরবতা

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং গণহত্যার প্রতিবাদে পথে নামে বিভিন্ন সংগঠন। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সহযোগিতায় শুক্রবার মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদের ঘটনা এবং পহলগামে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সমাজপাড়ার পঞ্চানন বর্মার মূর্তির পাদদেশ থেকে কদমতলা মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। পরে শহিদ বেদিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করেন সকলে। পাশাপাশি শহর সংলগ্ন পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি বাজারের শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির সামনে পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, প্রদেশ কংগ্রেস সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, খড়িয়া অঞ্চল জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহ অন্য সদস্যরা। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরের থান মোড়ে ধিক্কার সভা এবং প্রয়াতদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। সভায় বক্তব্য রাখেন নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত সহ শিক্ষাবিদ কৃষ্ণচন্দ্র দেব, সদস্য বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ। সন্ত্রাসবাদীদের বুলেটে শহিদদের স্মরণে তৈরি বেদিতে এদিন মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নাগরিক মঞ্চের সদস্য সহ শহরের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং পড়ুয়ারা।

এদিন এক আলাদা কর্মসূচিতে পহলগাম ইস্যুতে শহরে মৌনমিছিল করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। জাতীয় পতাকা হাতে এদিন মিলপাড়া দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু করে শহর পরিক্রমা করেন বিজেপি নেতারা।

দুই নেতাকে শোকজ

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : সংগঠনের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে ধূপগুড়ি স্টেশনের দুজন দাপুটে শ্রমিক নেতাকে শোকজ করা হল।

শুক্রবার ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভায় আইএনটিটিইউসি নেতা আব্বাস আলি এবং দীনবন্ধু রায়কে শোকজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাতদিনের মধ্যে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আইএনটিটিইউসি টাউন ব্লক সভাপতি আলম রহমান বলেন, ‘কোর কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ওঁরা দলীয় সিদ্ধান্ত এবং শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করছিলেন।’

গরম, মশায় অতিষ্ঠ পরিজন

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : রানিরহাটের বাসিন্দা সঞ্জিত বর্মনের ভাগ্নে পেটে ব্যথা নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। ফলে গত তিনদিন ধরে সঞ্জিত হাসপাতালের প্রতীক্ষালয়েই রয়েছেন। কখন কী প্রয়োজন হয়? তবে সেখানে আর কিছুদিন থাকলে তিনি নিজেই রোগী হয়ে যাবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রতীক্ষালয়ের যে পরিস্থিতি তাতে সেখানে রোগীর পরিজনদের থাকাই দায়। ভ্যাপসা গরমে ফ্যানের অবস্থা শোচনীয়। বেশিরভাগ ফ্যানই অকেজো। কোথাও আবার ফ্যানে স্পিড নেই। এতে নাজেহাল সকলে। এছাড়া, শৌচালয়েও রাত ১০টার পর তালা ঝোলে বলে অভিযোগ। রাতে কারও শৌচালয়ের প্রয়োজন হলে কোথায় যাবেন সেই প্রশ্ন তুলেছে রোগীর আত্মীয়রা। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। এরকম অভিযোগ থাকলে রোগীর আত্মীয়রা জানাতে পারে। তবে এই বিষয়টি নিশ্চয়ই দেখা হবে।’

হাসপাতালের হাল

প্রতীক্ষালয়ে বেশিরভাগ ফ্যান অকেজো।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগ, প্রসূতি বিভাগ ও স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট -এ প্রতিদিন রোগীর যাতায়াত লেগেই রয়েছে। কেউ ২ দিন, কেউ আবার একসপ্তাহ ধরে বাড়িমুখী হননি। কেননা পরিবারের ছোট্ট সন্তানটি অসুস্থ। আবার কারও পরিবারে নতুন সদস্য এসেছে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগ ও প্রসূতি বিভাগ সংলগ্ন প্রতীক্ষালয়ে সারাদিন কাটাতে হচ্ছে রোগী কিংবা প্রসূতির পরিবারকে। কিন্তু সেখানে সবথেকে বড় সমস্যা ফ্যান ও শৌচালয়ের। দুটো ফ্যান বাদে বাকিগুলো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। দিনে গরমে অস্থির পরিস্থিতি। আর সন্ধ্যা হতেই বাড়ছে মশার উপদ্রব। আবার সুলভ শৌচালয়ে রাত ১০টার পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ছেন রোগীর আত্মীয়রা।

প্রসূতি বিভাগে ভর্তি থাকা এক মহিলার পরিবারের সদস্য মিনু বেগমের কথায়, ‘আমি এক সপ্তাহ ধরে এখানেই আছি। রাত ১০টার পর সুলভ শৌচালয়গুলোতে তালা ঝোলে। প্রসূতি বিভাগের পাশের শৌচালয়টি কোনওদিন বন্ধ থাকে। মাঝেমধ্যে খোলা থাকলেও এতই অপরিষ্কার যে যাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষ বিষয়টির ওপর নজর দিক।’ তবে রাতে কেন খোলা রাখা হচ্ছে না সুলভ শৌচালয়? সে ব্যাপারে শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মী মুন্না ঝা-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নির্দিষ্ট কোনও কারণ বলতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘আমরা সকাল ৫টায় খুলি, আর রাত ১০টায় বন্ধ করে দিই শৌচালয়। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।’

বস্তি চলো

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের ভাটাখানায় ‘বস্তি চলো অভিযান’ কর্মসূচি করলেন বিজেপি যুব মোর্চার ১ নম্বর মণ্ডল কর্মীরা। এদিন দুপুর থেকে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটাখানায় ওই অভিযান করেন যুব মণ্ডলের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনা, অটল পেনশন যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কারা পাচ্ছেন, কারা পাচ্ছেন না, কীভাবে এই যোজনার সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিজেপি কর্মীরা।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

রাস্তায় আবর্জনা

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বাড়ির জমানো আবর্জনা শহরের রাস্তায় ফেলা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে এলাকার কিছু মানুষ পলিথিনে করে আবর্জনা এনে ধূপগুড়ি শহরের ডিভাইডারের সামনে ফেলে রেখে যাচ্ছে। এর জেরে ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন শহরের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা যেমন পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, তেমনি বাসিন্দাদের রাস্তায় নোংরা ফেলার মানসিকতার দিকেও আঙুল তুলছেন। এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ‘রাত ১০টার পর রাস্তা কিছুটা ফাঁকা হতে শুরু করে। ঠিক তখনই কিছু মানুষ ডিভাইডারের সামনে আবর্জনা ফেলে রেখে চলে যায়। এতে পলিথিন ফেটে আবর্জনা যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।’ এক বাসিন্দা বলেন, ‘এখানে শুধু বাসিন্দাদের দোষ দেখলেই হবে না। পুর কর্তৃপক্ষ পাড়ায় পাড়ায় ডাস্টবিন বসিয়ে দিলেই সেখানে গৃহস্থরা আবর্জনা ফেলতে পারবেন।’ পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘প্রতিটি ওয়ার্ডেই যাতে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়, সেদিকে নজর রাখছি।’

রংদার

চাল-তেল পরে...

রোটি কপড়া অওর মকান-সেই ধারণা এখন অতীত। আগে চাই ইন্টারনেট। উত্তরবঙ্গের অনেক পরিবারেই এক দৃশ্য। বাবা-মায়ের ভীষণ সমস্যা। ছেলেমেয়েরা মোবাইল রিচার্জের জন্য বারবার দ্বারস্থ হচ্ছে বাবা-মায়ের। টাকা চাই, টাকা দাও। মোবাইলে আসক্তি এমনিতেই সামাজিক ব্যাধি। তার পিছু পিছু আসছে রিচার্জের দাবি। চাল-তেল ফুরোলেও এত মাথাব্যথা নেই নতুন প্রজন্মের। প্রচ্ছদে সেই কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, শৌভিক রায়, ইন্দ্রনীল দত্ত ও সুমন মল্লিক
কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সুবোধ সরকার
গল্প রম্যাণী গোস্বামী ও রিমি মুৎসুদ্দি
ট্রাভেল ব্লগ অরবিন্দ ভট্টাচার্য
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

মাছ কাটছেন সঞ্জয়রা, কত্তাদের স্বস্তি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : মাছেভাতে বাঙালি কথাটা নতুন কিছু নয়, বাজার ঘুরে কানকো দেখে দরদাম করে মাছ না কিনলে বাঙালিয়ানা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে যখন ইচ্ছে তখনই মাছ কিনে বাড়ি ফিরলেই তো হল না। দিনক্ষণ পরিস্থিতি বুঝে, গিন্নির সঙ্গে অগ্রিম পরামর্শ করেই আজকাল মাছ কেনেন কত্তামশাইরা। নইলে মাছ হয়তো বাড়ি পৌঁছাবে কিন্তু সহজে পেটে পৌঁছাবে না। আসলে সমস্যাটা রান্নায় নয় বরং আঁশ ছাড়িয়ে, পাখনা ফেলে মাছ কাটায়। চিতল-কাতল-ইলিশের মতো বড় মাছ বিক্রেতারাই ছুলে কেটে দিলেও আসল গোল বাঁধে চুনো বা ছোট মাছ নিয়ে।

কিন্তু এই সমস্যা মেটাতে এখন মাছবাজারের আনাচকানাচে বঁটি নিয়ে উপস্থিতি বাড়ছে সঞ্জয়, বিমল, নিমাইদের। চোখের নিমেষে চুনো মাছ কেটে দেওয়ার কৌশল এই তরুণদের কার্যত নখদর্পণে। আর একারণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন শহরের মৎস্যপ্রেমীরা। রোববারের ভিড়ে ঠাসা জেলা পরিষদ মাছ বাজারে দাঁড়িয়ে পেশায় ব্যাংককর্মী অরূপ চক্রবর্তীর অকপট উক্তি, ‘তিনকাটা কিংবা ছোট ট্যাংরা, মৌরলা, পুঁটি দেখলে নিজেকে আটকাতে পারি না। তবে সেসব বাড়িতে কাটা বড় ঝক্কির ব্যাপার। তাই আগে দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিতাম। এখন কুড়ি-তিরিশ টাকায় কাটিয়ে নিতে পারছি।’

এদিকে, চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাছ কাটাও হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় পেশা। যেমন- বছর তিনেক যাবৎ পুরোপুরি মাছ কাটাকেই পেশা হিসেবে নিয়ে বহালতবিয়তে সংসার চালাচ্ছেন ধূপগুড়ির সঞ্জয় দাস। ছোট মাছ কাটায় মুনশিয়ানার জন্য ক্রেতা তো বটেই বিক্রেতাদেরও নজর কেড়েছেন তিনি। সঞ্জয়ের কথায়, ‘পুরোটাই অভ্যাসের ব্যাপার। রোজ একই কাজ করতে করতে গতি যেমন বাড়ে তেমনি সহজ কায়দাও রপ্ত হয়ে যায়। এজন্যেই মহিলাদের থেকেও আমাদের হাতে দ্রুত ছোট চুনো মাছ কাটা হয়ে যায়।’

ছোট মাছ কাটায় ব্যস্ত। জেলা পরিষদের মাছ বাজারে।

আর এই পেশাতেই দিনশেষে অনায়াসে পাঁচ-সাতশো টাকা ঘরে তুলছেন তাঁরা। খুচরো ক্রেতাদের পাশাপশি মিলছে বিক্রেতা এবং হোটেলওয়ালাদের বড় অর্ডারও। এই পেশায় যুক্ত বিমল দাস বলেন, ‘মূলত অনেকের জোরাজুরিতেই ছোট মাছ কাটার শুরু। আমরা না কেটে দিলে অনেকের বাড়িতেই ছোট মাছের পদ রান্না অসম্ভব বুঝেই কাজটা আরও বেশি মন দিয়ে করি। এতে দু’পয়সা বেশিও মেলে, আর আমাদেরও ভালো লাগে।’ পেশাদারভাবে একাজ করলেও বাড়িতে মাছ কাটায় এঁদের অনেকেরই আপত্তি বলে জানান তাঁরা। তবে গিন্নির নির্দেশ হলে বাড়িতেও যে ছোট মাছ কেটেকুটে নিতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাজারে নতুন এই পেশা নিয়ে অভিজ্ঞ মাছ ব্যবসায়ী বিকাশ দাসের বক্তব্য, ‘নতুন প্রজন্মের শহুরে গৃহিণীরা একটু অন্যরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ছাই মেখে বঁটি নিয়ে ছোট মাছ কাটার অভ্যাস এঁদের বেশিরভাগেরই নেই। তবে অভ্যাস বদল হলেও জিভের স্বাদ তো বদলায় না। সেজন্যেই বাজারে ছোট মাছ কাটার লোকের কদর এবং দর দুই-ই বাড়ছে।’

আসলে সময় যতই বদলাক, চুনো মাছের ঝাল, টক, চচ্চড়ির লোভ বাঙালি কোনওদিনই ছাড়তে পারবে না। সেজন্যে যদি গাঁটের কড়ি ফেলে এতটুকু আউটসোর্স করতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। সেই সুবাদেই নতুন পেশার রমরমা।

শরবতে জুড়োক প্রাণ

চাঁদিফাটা রোদ্দুর। বেয়াড়া গরম। আইঢাই প্রাণ। একগ্লাস প্রাণ জুড়ানো শরবত পেলে প্রাণ জুড়োতে পারে। গরমে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায় ব্যাপকভাবে। তাই জলশূন্যতা দূর করার পাশাপাশি শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য খেতে হবে কিছু ভিন্ন ধরনের শরবত। যা খেলে শরীর ঠান্ডা হবে, থাকবেন সুস্থও। চিনি-লেবুর শরবত তো খেয়েই থাকেন। এবার সেই শরবতই পরিবেশন করুন একটু ভিন্ন স্বাদে।

পুদিনার শরবত

পুদিনা পাতা, পাতিলেবুর রস, কাঁচা লংকা, আধচামচ চাট মশলা, আধচামচ ভাজা জিরেগুঁড়ো, চিনি, স্বাদমতো লবণ, জল। একটি ব্লেন্ডার জগে সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। গরমের দিনে এই শরবত খুবই ভালো, পেট ও ঠান্ডা রাখে। মিশ্রণটি ব্লেন্ড করে বড় ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। এবার গ্লাসে ঢেলে বরফ দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার পুদিনার ঠান্ডা শরবত।

তালশাঁসের শরবত

তালশাঁস খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। এই ফল দিয়ে তৈরি শরবতও খেতে দারুণ হয়। শরবত তৈরির জন্য তালশাঁস, চিনির সিরাপ, চিনি, ঠান্ডা জল, বরফের টুকরো ও লেবুর রস নিন। তালশাঁসের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। ভালো করে সব মিশে গেলে গ্লাসে ঢেলে নিন। এবার গ্লাসে ঢেলে বরফের টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন।

ডাবের শরবত

এই শরবত তৈরি করতে প্রয়োজন পড়বে একটি ডাবের। তবে খেয়াল রাখবেন ডাবে যেন শাঁস থাকে। ডাব কেটে তার জল একটি গ্লাসে ঢেলে নিন। ডাবের শাঁস আলাদা করে ছাড়িয়ে রেখে দিন। ডাবের জল ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন। পরিবেশনের আগে ডাবের ঠান্ডা জলে শাঁস মিশিয়ে হালকা ব্লেন্ড করে নিন। তবে, জল ও শাঁস আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখবেন না। তাতে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

আয়রান শরবত

একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে বানাতে পারেন তুরস্কের জনপ্রিয় শরবত আয়রান। এই শরবত তৈরি করতে প্রয়োজন টক দইয়ের। আয়রান শরবত তৈরি করতে টক দই ২ কাপ, ঠান্ডা জল ২ কাপ, গোলমরিচের গুঁড়ো আধ চা-চামচ, ভাজা জিরের গুঁড়ো সামান্য, বিট লবণ আধ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, লেবুর ছোট টুকেরা ৫-৬টি, পুদিনাপাতা ৪-৫টি।

লেবুর টুকরো ও পুদিনাপাতা ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। বড় গ্লাসে টুকরো করা লেবু থেঁতো করে নিন। তারপর শরবতের মিশ্রণটি ঢেলে পুদিনাপাতা দিয়ে ঠান্ডা-ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

তরমুজের শরবত

গরমের দিনে অন্যতম সুস্বাদু ফল তরমুজ। এটি ভীষণ পুষ্টিকর। সেইসঙ্গে গরমে জলশূন্যতা দূর করতেও কাজ করে এই ফল। তরমুজের শরবত তৈরির জন্য ৩ কাপ তরমুজের টুকরা, ১টি লেবু, আধ চা চামচ বিট লবণ, আধ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো ও স্বাদমতো চিনি নিন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফ্রিজে রেখে দিন। এরপর পরিবেশন করুন ঠান্ডা ঠান্ডা তরমুজের শরবত।

গরমে যেসব পানীয় এড়িয়ে চলবেন

গ্রীষ্মদিনে প্রাণে চাই তুফানি চুমুক। তাই বলে কোল্ড কফি থেকে অ্যালকোহলে ভরসা রাখবেন না। তেষ্টা মেটাতে সবার পছন্দ আলাদা আলাদা হলেও, কেউ কেউ আবার কোল্ড কফির উপর নির্ভর করেন। কেউ আবার আইসড টি পছন্দ করেন। কিন্তু জানেন কি কিছু গ্রীষ্মকালীন পানীয় আসলে ডিহাইড্রেটেড করে! চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন পানীয়গুলো গরমে আপনাকে আরও বেশি ডিহাইড্রেটেড করতে পারে, সে বিষয়ে।

১. কোল্ড কফি/ আইসড কফি

গরমে ঠান্ডা কফি অনেকের কাছেই প্রিয়। যদিও এটি তাৎক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। মনে রাখবেন, কফিতে ক্যাফেইন থাকে, যা একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক। এই পানীয় নিয়মিত পান করলে তা আপনাকে ডিহাইড্রেটেড করতে পারে, যার ফলে প্রস্রাবের মাধ্যমে জলের ক্ষয় হয়।

২. আইসড টি

কফির মতো চায়েও ক্যাফেইন থাকে। আপনি হয়তো ভাবছেন এতে শক্তি পুষিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আইসড টি পান করলে আসলে তা আপনাকে ডিহাইড্রেট করতে পারে। গ্রীষ্মকালে ডিহাইড্রেটেড বোধ এড়াতে আইসড টি পানের পরিমাণ কমিয়ে দিন।

৩. কোমল পানীয়

এই পানীয় আপনাকে দ্রুত ডিহাইড্রেট করতে পারে। কোমল পানীয়ে চিনি এবং ক্যাফেইন বেশি থাকে, যা উভয়ই ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে এটি উপভোগ করলেও, পরে পর্যাপ্ত জল পান করতে ভুলবেন না।

৪. এনার্জি ড্রিংক

খেলাধুলো এবং ব্যায়ামের সময় ক্ষয় হওয়া ইলেক্ট্রোলাইট পূরণ করার জন্য মূলত এনার্জি ড্রিংক তৈরি করা হয়। যদিও এনার্জি ড্রিংক তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়, তবে ভুলে যাবেন না যে এতে চিনি থাকে, যার ফলে ডিহাইড্রেশনের কারণ হয়।

৫. অ্যালকোহল

আমরা জানি, অ্যালকোহল একটি মূত্রবর্ধক, যা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জলের ক্ষয় ঘটায়। গ্রীষ্মকালে এই ধরনের পানীয় পান করলে তা আপনাকে আরও বেশি ডিহাইড্রেট করে দিতে পারে। তাই এই সময় এ ধরনের পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। বরং নিজেকে শীতল রাখার বিষয়গুলি মেনে চলুন।

গরমে বিদ্যুৎ বিল কমাবেন কীভাবে

অসম্ভব গরম। শুধু ফ্যানে নয়, এসি চালিয়েও শীতল হওয়া সম্ভব হচ্ছে না অনেক সময়। সামনে আরও গরম পড়বে। বিদ্যুৎ বিল তাই বাড়তি দুশ্চিন্তা। অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কম ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ফ্যান ও এসি তো চালাতেই হয়। গরম সামলানোর কিছু কৌশল প্রয়োগ করলে অবশ্য বাড়তি ফ্যান বা এসির প্রয়োজন অনেকটাই কমবে।

আলো আটকাতে ভারী পর্দা

কড়া রোদের সময় ঘরের দরজা-জানালায় ভারী পর্দা দিয়ে রাখুন। চাঁপাসাদা, ধূসর বা বিস্কুট রঙের মতো হালকা একটি রঙের পুরু পর্দা বেছে নিন, যা আলো আটকে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম দিকের জন্য।

ঘরে আসুক বাতাস

ভোরবেলা এবং শেষ বিকেলের বাতাস ঘরে আসতে দিন। দিনের অন্য সময়ও দক্ষিণের বাতাস আসার সুযোগ রাখুন।

ঘর শীতল রাখবে গাছ

বারান্দায় মাঝারি গাছ রাখুন। ছায়া দেবে। গ্রিলে লতানো গাছ ছড়িয়ে দিতে পারেন। জানালার বাইরের অংশে বাড়তি গ্রিল থাকলে সেখানেও লতানো গাছ রাখুন। ঘরেও মানিপ্ল্যান্ট, স্নেকপ্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, ড্রাসিনা প্রভৃতি রাখতে পারেন। ঠান্ডা থাকবেন অনেকটাই।

দিনের আলোয় কাজ সেরে রাখুন

ভোরে ঘুম থেকে উঠুন। দিনের আলোয় অধিকাংশ কাজ করুন। রাতে কম আলো জ্বালালে ঘর ঠান্ডা থাকবে, বিদ্যুৎ খরচও স্বাভাবিক ভাবে কমবে।

বড় পাত্রে জল রাখুন

ঘরে এবং বারান্দায় কয়েকটা চওড়া খোলা পাত্রে জল রাখতে পারেন। জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় পরিবেশ থেকে তাপ গ্রহণ করবে। ফলে আপনার তুলনামূলক কম গরম লাগবে।

বারান্দার জলে পাখিদেরও তৃষ্ণা মিটবে। সব পাত্র মাটির তৈরি হলেই ভালো হয়। তবে যে কোনও পাত্রে রাখা জল ৭২ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই বদলে ফেলবেন।

গুড় নাকি চিনি?

মিষ্টি। অনেকেই আমরা চেটেপুটে খাই। এই জাতীয় খাবার আমাদের কমবেশি সবারই প্রিয়। মিষ্টি ছাড়া যেন আমাদের উৎসব আয়োজন অপূর্ণ থাকে। আর এই মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের প্রধান ও মূল উপকরণ হচ্ছে চিনি। তবে এই চিনি খেতে মিষ্টি হলেও এর ফল কিন্তু মোটেই মিষ্টি নয়। অতিরিক্ত চিনি আমাদের স্বাস্থ্যকে বিপদে ফেলে।

চিনি একটি নীরব ঘাতক। চিনি শরীরে বিষের মতো কাজ করে অনেকটা। স্লো পয়জনিংয়ের মাধ্যমে শরীরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। চিনি খাওয়া অনেকটা নেশার মতো বলা যায়। বারবার খেতে ইচ্ছে করে। বাজার থেকে যে চিনি কিনে এনে চা কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, সেটি শরীরের জন্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খুবই ক্ষতিকর।

আসুন জেনে নিই, চিনি আমাদের শরীরে যে ধরনের ক্ষতি করে, সেইসব বিষয়ে।

১. ওজন বৃদ্ধি

চিনি অতিরিক্ত ক্যালোরি প্রদান করে, যা শরীরে জমা হয়ে ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে অতিরিক্ত প্রসেসড চিনি খাওয়ার ফলে স্থূলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলে শরীর খুব দ্রুত মোটা হয়ে যায়। অতিরিক্ত ফ্যাট জমে গেলে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

২. ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়

নিয়মিত অতিরিক্ত চিনি খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। যদি দৈনিক চিনি থেকে ১৫০ ক্যালরি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় অন্তত ১ দশমিক ১ শতাংশ।

৩. লিভারের ক্ষতি

অতিরিক্ত চিনি খেলে লিভারের চারপাশে অতিরিক্ত চর্বির স্তর তৈরি হয়। ফলে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যেতে থাকে।

৪. রক্ত চলাচলে বাধা

শরীরের রক্ত চলাচলের ধমনীর দেয়ালের পুরুত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে চিনি। ফলে রক্ত স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়।

৫. স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়

চিনির কারণে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগ হতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় চিনি।

চিনির বিকল্প হিসেবে গুড় বেছে নিতে পারেন। চিনির তুলনায় গুড়ের ক্ষতিকর দিক কিছুটা হলেও কম। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত গুড়ও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য।

৬. প্রদাহ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে

চিনি প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়া বাড়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে বিষণ্নতা তৈরি হয়। শরীর সবসময় ক্লান্ত লাগে।

৭. হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়

বেশি মাত্রায় চিনি খেলে রক্তের প্রবাহ বদলে যায়। ফলে হার্ট অ্যাটাক, হার্টফেল করার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

৮. ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আয়ু কমিয়ে আনে চিনি। এছাড়া চিনি বেশি খেলে ক্যানসারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৯. দাঁতের ক্ষতি করে

চিনি ব্যাকটেরিয়ার জন্য খাবার হিসেবে কাজ করে, যা ক্যাভিটি এবং দাঁতের ক্ষয়ের মূল কারণ। মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণের পর ব্রাশ না করলে দাঁতে চিনি লেগে থাকে। ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া জমে দাঁতের ক্ষতি করে।

১০. ত্বকের সমস্যা দেখা দেয়

চিনি কোলাজেনের গুণমান কমিয়ে ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয়। এটা ব্রণের সমস্যাও বাড়াতে পারে। পাশাপাশি কোলাজেন ও ইলাস্টিনের ক্ষতি করে। চিনি সোরিয়াসিস খারাপ করে এবং ত্বকের প্রদাহ বাড়ায়।

জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তান

বলে দিলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার কানেরিয়া

লাহোর, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে। ভারতীয় নেতা-মন্ত্রী থেকে সেলিব্রিটিরা বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন। এবার একই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় হিন্দু টেস্ট ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার জন্য তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে দুষেছেন। তাঁর দাবি শরিফের জন্যই পাকিস্তানে জঙ্গিদের এত রমরমা। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।’ পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলা কানেরিয়া এখন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সামাজিক মাধ্যমেই নিজের দেশের সরকারের কাছে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, ‘কেন স্থানীয় কাশ্মিরীদের বাদ দিয়ে বারবার হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হয়? সেটা কাশ্মিরী পণ্ডিত হোক বা দেশের যে কোনও প্রান্তে থাকা হিন্দু, জঙ্গিরা যে ছদ্মবেশই নিক না কেন, তাদের একটাই দর্শন। যার খেসারত এখন গোটা বিশ্বকেই দিতে হচ্ছে।’

> পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।
>
> **দানিশ কানেরিয়া**

পর্যটক হত্যাকারীদের পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দার স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন। যাকে কটাক্ষ করে কানেরিয়ার মন্তব্য, ‘জঙ্গিদের উপপ্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা সংগ্রামী তকমা দেওয়া শুধু অসভ্যতা নয়, বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশ সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।’

বদলা নয় বদলের ভাবনায় আজ মরিয়া নাইটরা

অনুশীলনের মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছেন আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বৈশাখে চোখ রাঙাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী পারদ।

তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা অস্বস্তিসূচক। জোড়া চাপে হাঁসফাঁস হাল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাজঘরের উত্তাপ বোধহয় আরও বেশি। টানা হারের ধাক্কায় ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় খাদের কিনারে। এবার পালটা ধাক্কা না দিলে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা দায়। শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া যে পরিস্থিতিতে ফের নামছে কেকেআর।

প্রতিপক্ষ প্রাক্তন নাইট শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংস। শাহরুখ খান বনাম প্রীতি জিন্টা—বীরজারা শো। অতীত রেকর্ডে কেকেআর অনেকটা এগিয়ে থাকলেও চলতি হিসেবনিকেশে পাল্লা ভারী প্রীতির দলের। পাঞ্জাব যতটা চনমনে, ঠিক ততটাই চাপে নাইট শিবির। তার ওপর গত ম্যাচে পাঞ্জাবের হাতে ৯৫ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ক্ষত।

শনিবার ক্ষতে প্রলেপ দিতে ‘বদলার’ ম্যাচ। তবে যতটা না বদলার, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বদলের ভাবনা। মইন আলি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, ৯৫-এর ক্ষত সহজে ভোলা মুশকিল। তবে সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে চান। শুধু শিক্ষা নিলে হবে না, দরকার সঠিক কম্বিনেশন এবং অ্যাপ্রোচ।

চলতি লিগে ইডেনের কেকেআরের ১-৩ স্কোরলাইন যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে। পিচ নিয়ে চিলচিৎকার করলেও মূল সমস্যা আরও গভীরে। যদিও তা বুঝতে চাইছে না। কিন্তু সাত নম্বরের (৮ ম্যাচে ৩টি জয়) কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য চেনা অঙ্কের বাইরে বেরোনো ছাড়া রাস্তা নেই।

হিটলিস্টে একদম ওপরে আন্দ্রে রাসেল। যদিও নামটা রাসেল। চাইলেই বাতিল করা মুশকিল। অতএব বিকল্পের খোঁজ। রাসেলের সঙ্গে মিডল অর্ডারকে শক্ত করতে রোভমান পাওয়েলকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা। চার বিদেশির সমীকরণ মেলাতে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে খেলা রহমানুল্লাহ গুরবাজের ওপর কোপ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্বে অভিষেকের হাতছানি লুভনীথ সিসোদিয়ার।

এদিন নেট সেশনে লুভনীথ,

> **INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ**
>
> **কলকাতা নাইট রাইডার্স**
> বনাম
> **পাঞ্জাব কিংস**
>
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়েলদের দিকে টিম থিংকট্যাংকের বাড়তি মনোযোগে দুয়ে দুয়ে চার করছেন অনেকেই। রাসেলও ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট করলেন। অবশ্য হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে টিম মিটিংয়ে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে টসের আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। লক্ষ্যটা অবশ্য পরিষ্কার ঘুরে দাঁড়ানো। পথ দেখাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স!

মইন আলি বিকেলের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যদি পারে (শেষ চার ম্যাচে জয়), কেকেআর নয় কেন। কিন্তু নাইট শিবিরের রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবের মতো ‘মশালা’ কোথায়? মইন যদিও সেই যুক্তি মানতে নারাজ। দাবি, মশালার অভাব নেই। প্রয়োজন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে। আগামীকাল প্রাক্তন আইপিএলজয়ী অধিনায়ক শ্রেয়সের দলের বিরুদ্ধে কী চাকা ঘুরবে? উত্তরটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে নাইটরাও।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্টের সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা পাঞ্জাব জমি ছাড়তে নারাজ। নাইটরা যখন বদলের ভাবনায় মশগুল, তখন শ্রেয়সের চোখ বদলায়। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে শুভমান গিল তাঁর হিসেবনিকেশ মিটিয়েছেন। ইডেনের কঠিন পিচে ৯০ রানের দুরন্ত ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দিয়েছিলেন। আগামীকাল কি শ্রেয়সের পালা? বোলিং কোচ সুনীল যোশি অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন, ইডেন, কেকেআর নিয়ে শ্রেয়সের ‘ইনপুটস’ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের স্পিন ভোঁতা করতেও পন্টিংয়ের মূল অস্ত্র শ্রেয়স।

বরুণ বনাম চাহাল, দুই লেগির ‘ব্যক্তিগত’ যুদ্ধটাও আকর্ষণ হতে চলেছে। বরুণের উত্থানে ভারতীয় দলে ফেরার রাস্তা ক্রমশ দুর্গম হচ্ছে চাহালের। মুল্লানপুর দ্বৈরথে ৪ উইকেট নিয়ে বরুণকে টেক্কা দিয়েছেন চাহাল। আগামীকাল? উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য।

বলার কথা, নাইটদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সফল বোলারের নাম যুযবেন্দ্র চাহালই (৩৩ উইকেট)। যা আটকাতে ভেঙ্কটেশ আইয়াররা সুইপ শট প্র্যাকটিসে বাড়তি জোর দিলেন। ছিল দীর্ঘকায় মার্কো জানসেনকে সামলাতে শর্ট বলে বিশেষ অনুশীলন।

ঘুরেফিরে বীরজারা শো।

পহলগামের প্রতিবাদ জানাবে নাইটরা

শাহরুখ বনাম প্রীতি। শনিবার ইডেনে শাহরুখ অবশ্য থাকছেন না। তবে আসছেন প্রীতি। অতীতে বারবার ইডেন থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বলিউডের নায়িকাকে। শনিবার সুযোগ হাসিটা চওড়া করে ফেরার।

পহলগাম কাণ্ডের জের নাইট শিবিরেও। আগামীকাল ম্যাচের আগে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে তা স্থগিত করা হয়েছে। বদলে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কালো আর্মব্যান্ড পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেকেআর।

ফুটবল খেলে গা ঘামিয়ে নিচ্ছেন রোভমান পাওয়েল। সঙ্গী আনরিচ নর্তজে।

কন্যাশ্রী কাপের সূচনায় ৮ গোল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার ‘এ’ ডিভিশনের সূচনা। শুক্রবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ইস্টবেঙ্গল ও মৈত্রী সংসদ। ৮-১ গোলে সেই ম্যাচ জিতল লাল-হলুদের প্রমীলাবাহিনী।

ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, এদিন যেন সেখান থেকেই যেন শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। দুই অর্ধে চারটি করে গোল লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল হজম করলেও ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতে তা বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল করলেন সুলঞ্জনা রাউল ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। বাকি চারটি গোল যথাক্রমে সিন্ডি কোলনে, প্রিয়াংকা সুজেশ, সুস্মিতা লেপচা ও কার্থিকা আঙ্গামুথুর।

এদিন কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। আইএফএকে ক্রীড়ামন্ত্রীর পরামর্শ, ‘কন্যাশ্রী কাপের ম্যাচে স্পটার রাখা হোক। প্রত্যেকটা পজিশনের জন্য চারজন করে মোট ৪৪ জন প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার বাছবেন তাঁরা।’

১৩ বছর পর লেস্টার ছাড়ছেন ভার্ডি

লন্ডন, ২৫ এপ্রিল : লেস্টার সিটির সঙ্গে দীর্ঘ ১৩ বছরের সম্পর্কে ইতি টানছেন জেমি ভার্ডি। যা পরিস্থিতি তাতে এবার হয়তো অবনমন এড়াতে পারবে না লেস্টার। এরই মাঝে ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে ভার্ডির বিদায়ের ঘোষণায় মন খারাপ লেস্টার সমর্থকদের।

এই পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ক্লাবটির হয়ে ৪৯৫টি ম্যাচ খেলেছেন জেমি। প্রায় দুশোর কাছাকাছি গোল রয়েছে। ফক্সদের প্রিমিয়ার লিগজয়ী দলের সদস্য তিনি। ক্লাবের ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন বললেও ভুল বলা হবে না। ২০১২ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে লেস্টারে যোগ দেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে সেই যোগ ছিন্ন হতে চলেছে। বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তায় ভার্ডি বলেছেন, ‘লেস্টার সিটি আমার দ্বিতীয় ঘর, পরিবার। তাই এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া আমার জন্য যথেষ্ট কঠিন ছিল।’

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে শ্রেয়স আইয়ার, যুযবেন্দ্র চাহাল। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বরুণদের সামলাতে শ্রেয়সদের নেটে তনুষ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সবার প্রথমে টিম বাস থেকে নামলেন। মুখে চওড়া হাসি নিয়ে জনৈক ক্রিকেটপ্রেমীকে অটোগ্রাফ দিলেন। আর তারপরই গটগট করে ঢুকে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের সাজঘরে।

কিছু সময় পর মাঠে ঢুকলেন। কোচ রিকি পন্টিংকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন বাইশ গজের সামনে। সামান্য সময় তাঁদের মধ্যে পিচ নিয়ে আলোচনা চলল। তারপরই ব্যাট হাতে নেটের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স যার সেরা উদাহরণ। ব্যাট হাতে নিজে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে শ্রেয়সের। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ‘বদলার’ মেজাজ, আগ্রাসনটাও তাঁর মধ্যে জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

শেষ মরশুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করে সাফল্যের দিশা দেখিয়েছিলেন শ্রেয়স। ইডেনের মাঠ থেকে শুরু করে পিচ, সবই নিজের হাতের তালুর মতো চেনেন বর্তমান পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। আর চেনা ইডেনে কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দুর্দান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মুম্বই রনজি দলের সতীর্থ অফস্পিনার তনুষ কোটিয়ানকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। আজ পাঞ্জাবের নেটে দীর্ঘসময় বোলিংও করেছেন তনুষ। কেন স্কোয়াডে না থাকা মুম্বই অফস্পিনারকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দলের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক শ্রেয়স?

সন্ধ্যার ইডেনে তনুষকে বল হাতে দেখার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে পাঞ্জাব কিংসের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। নাইটদের বোলিং বরাবরই শক্তিশালী। আর সেই বোলিংয়ের বড় ভরসা দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। দিন কয়েক আগে মুল্লানপুরে নিজেদের ঘরের মাঠে বরুণ-নারায়ণের বিরুদ্ধে ১১১ রানে থমকে গিয়েছিল পাঞ্জাব ইনিংস। শেষ পর্যন্ত কেকেআরের ব্যাটিং বিপর্যয়ে পাঞ্জাব ম্যাচ জিতলেও অধিনায়ক শ্রেয়স তাঁর সতীর্থদের জন্য তনুষের মাধ্যমে রহস্য স্পিন সামলানোর মন্ত্র দিতে চেয়েছেন বলে খবর। আজই পাঞ্জাবের নেট বোলার হিসেবে দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তনুষের অফস্পিনে অনুশীলন প্রিয়াংশ আর্যদের কতটা সাহায্য করল, কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে নয়া নেতাকে নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে পাঞ্জাব।

> কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **সুনীল যোশি**
> *পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ*

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। প্লে-অফের লড়াইয়ে প্রবলভাবে রয়েছে পাঞ্জাব। শ্রেয়সদের এগিয়ে চলার জন্য কাল ইডেন জয় খুব প্রয়োজন। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ সুনীল যোশি বলছিলেন, ‘কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।’ পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়সের ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ পাওয়া উচিত কি না, এমন বিষয়েও কোনও জবাব দেননি পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ। বরং অধিনায়ক শ্রেয়সের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, ‘দুর্দান্তভাবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ও। শ্রেয়স তরুণ অধিনায়ক। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।’

অধিনায়ক শ্রেয়সের এবং তার দলের প্লে-অফ স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলার জন্য কালকের কেকেআর ম্যাচটা মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ঘেঁটে ঘ কেকেআর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কথা ছিল বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনের জন্য হাজির হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই মতো পুলিশ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই তৈরি ছিল।

ঘটনা ঘটল উলটো। বিকেল চারটে বাজার সামান্য আগে আচমকাই ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির হয়ে গেল কেকেআরের স্টিকার লাগানো পেল্লাই এক গাড়ি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই গাড়ি থেকে নামলেন আন্দ্রে রাসেল। ঢুকে গেলেন ইডেনের সাজঘরে। সামান্য সময় পর ব্যাট নিয়ে দ্রে রাস হাজির ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজের ঠিক পাশের পিচে। শুরু দীর্ঘ ব্যাটিং অনুশীলনের।

কখনও টানা ৪৫ মিনিট। সামান্য সময় বিরতি নিয়ে ফের টানা আধ ঘণ্টা নেটে ব্যাটিং সারলেন দ্রে রাস। জোরে বোলারদের পাশে নেটে স্পিনারদের বিরুদ্ধেও নাগাড়ে ব্যাটিং করে গেলেন তিনি। সেই ব্যাটিংয়ের মাঝে একবার আচমকাই ব্যাট পাশে রেখে পিচের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন তিনি। মাঠের ধার থেকে দৌড়ে গেলেন নাইটদের ফিজি। কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়ে ফের ব্যাট হাতে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন দ্রে রাস। ফের শুরু করলেন ব্যাটিং সাধনা। আন্দ্রে রাসেলের ব্যাটিং চর্চা দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট, তিনি রানে ফিরতে মরিয়া। ফিনিশার রাসেল ফিনিশ, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতির আন্দাজ পেয়ে রাসেল শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রানে ফিরতে উদগ্রীব।

এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

রাসেল কি আগামীকাল নাইটদের প্রথম একাদশে থাকবেন? রোভমান পাওয়েলকে তৈরি রাখা হচ্ছে। গতকালের পর আজও কেকেআর অনুশীলনে রোভমান পাওয়েলকে নিয়ে বিস্তর সময় কাটিয়েছেন দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। ফলে রাসেলের উপর চাপ বাড়ছে। প্রবল চাপ রয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের উপরও। একে তো কালকের ম্যাচটা পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হলেও আদতে খেলাটা হবে শ্রেয়স আইয়ারের বিরুদ্ধে। নাইটদের চ্যাম্পিয়ন করার পর শ্রেয়স কেকেআরেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়তি কিছু অর্থ দাবি করেছিলেন তিনি। নাইটদের তরফে সেটা না দেওয়ার কারণেই কেকেআর ছেড়েছিলেন শ্রেয়স। হয়তো তাঁর মনের অন্দরে কোথাও নাইট নিয়ে ক্ষোভও রয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে শ্রেয়সের সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ কি ঘটবে?

সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে রীতিমতো ঘেঁটে রয়েছে নাইটরা। আজ সন্ধ্যার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কাল দলের প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। উইকেটকিপার ব্যাটার লুভনীথ সিসোদিয়ার কাল অভিষেক হতে পারে। যদি লুভনিথ সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসতে হবে। নাইটদের অন্দরের ভাবনা, গুরবাজের বদলে রোভমানকে খেলানোর। এমন পরিবর্তনের পরও কি নাইটদের খারাপ সময় কাটবে? শেষ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের ইংরেজ অলরাউন্ডার মইন আলি বলে গেলেন, ‘বাকি থাকা কয়েকটি ম্যাচে সফল হলে আমাদের এখনও প্লে-অফের টিকিট পাওয়া সম্ভব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকেই দেখুন না, শেষ কয়েকটি ম্যাচে টানা জয়ের পর ওদের ছবিটাই বদলে গিয়েছে।’

প্রশ্ন এখন একটাই, নাইটদের ভাগ্যবদল কি আদৌ সম্ভব? শ্রেয়সের পাশে কাল রাতের ইডেনে যুযবেন্দ্র চাহালের লেগ স্পিনও সামলাতে হবে রাসেলদের। পরিসংখ্যান বলছে, নাইটদের বিরুদ্ধে চাহাল দুর্দান্তরকমের সফল। কেকেআরের বিরুদ্ধে শেষ ৫ ম্যাচে ১৪টি উইকেট পাওয়া চাহাল ‘কাঁটা’ কেকেআর কীভাবে সামলায়, সেটাও দেখার।

অভিষেক হতে পারে সিসোদিয়ার

প্রস্তুতির মাঝে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পরামর্শ নিচ্ছেন মইন আলি। - ডি মণ্ডল

বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ শেহবাগের

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : বয়স মাত্র ১৪ বছর। এর মধ্যেই ব্যাট হাতে তামাম ক্রিকেট দুনিয়ার নজর কেড়েছে রাজস্থানের ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী।

চলতি আইপিএলে দুটি ম্যাচে ব্যাট হাতে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছে বৈভব। তার ছক্কা মারার প্রবণতা চোখ এড়ায়নি ক্রিকেটপ্রেমীদের। এর মধ্যেই বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সম্প্রতি বৈভবকে নিয়ে শেহবাগ বলেছেন, ‘বৈভব যদি ভাবে ভালো খেললে প্রশংসা পাবে এবং খারাপ খেললে সমালোচিত হবে, তাহলে ওর পা মাটিতেই থাকবে। আমি এমন অনেক ক্রিকেটারকে দেখেছি যারা একটা-দুটো ম্যাচ খেলে বিখ্যাত হয়েছে। পরে কিন্তু তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ ওরা নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।’

শেহবাগ মনে করেন, বিরাট কোহলিকে দেখে শেখা উচিত বৈভবের। ভারতের রানমেশিনের মতো ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য রাখা উচিত রাজস্থান রয়্যালসের এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারের। বলেছেন, ‘বৈভবের উচিত ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা। বিরাটকে দেখলে ও অনেক কিছু শিখতে পারবে। বিরাট মাত্র ১৯ বছর বয়সে আইপিএল খেলা শুরু করে এখন ১৮টি মরশুম পার করে ফেলেছে। এই রেকর্ড ভাঙাটাই বৈভবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর যদি ও সেটা না ভেবে আইপিএলে কোটি টাকা পেয়েছে ভেবে খুশি হয়, তাহলে পরের বছর বৈভবকে হয়তো আর এই প্রতিযোগিতায় দেখতেই পাওয়া যাবে না।’

চমকে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশীকে সতর্কবার্তা বীরেন্দ্র শেহবাগের।

সানির প্রশ্নের মুখে দ্রাবিড়ের রণনীতি

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : একটানা পাঁচ ম্যাচে হার। সব মিলিয়ে ৯টি ম্যাচের ৭টিতেই পরাজয়। চলতি আইপিএলে প্লে-অফ খেলা কার্যত অনিশ্চিত রাজস্থান রয়্যালসের।

প্লে-অফে উঠতে গেলে শেষ পাঁচটি ম্যাচের প্রতিটি জিততে হবে রাজস্থানকে। সেইসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির দিকে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর ৯ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে অষ্টম স্থানে রয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। দলের ‘স্টপ গ্যাপ’ ক্যাপ্টেন রিয়ান পরাগ ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্লে-অফ খেলার আশা শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের।

বৃহস্পতিবার জয়ের কাছাকাছি এসেও বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। শুধু এই ম্যাচ নয়, চলতি আইপিএলের বেশ কয়েকটি ম্যাচে তীরে এসে তরী ডুবেছে রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যোগ্য ম্যাচ ফিনিশারের অভাবই যেন বারবার প্রকট হয়ে উঠছে।

রাজস্থানের খেলায় হতাশ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। তিনি দলের রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লিটল মাস্টার বলেছেন, ‘রাজস্থান রয়্যালসের আগের ম্যাচগুলিতে আমি মাঠে ছিলাম না। ফলে সেই ম্যাচগুলি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কিন্তু বেঙ্গালুরু ম্যাচটা মাঠে বসেই দেখেছি। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।’

> রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এদিকে দলের তারকা পেসার সন্দীপ শর্মা অবশ্য মনে করছেন, অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের চোটই দলের ব্যর্থতার বড় কারণ। বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ‘অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের অনুপস্থিতি আমাদের দলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। প্রথম তিন ম্যাচে উনি খেলেননি। তারপর ফিরে এসে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। সঞ্জুর মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাব আমরা টের পেয়েছি।’

আরসিবি ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল মঞ্চ গড়ে দিলেও কাজে লাগাতে পারেনি রাজস্থান।

সেরাটা দিতে মুখিয়ে নুনো-সাহালরা

কেরালার বিপক্ষে বোঝাপড়া গড়ে তোলাই চ্যালেঞ্জ বাগানের

সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বরের পথে সুহেল আহমদ বাট (বাঁয়ে) ও দীপেন্দু বিশ্বাস।

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিদায়ের পর সুপার কাপে এবার বাংলার ফুটবলের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রীভাবে হার মহমেডানের। তারও আগে প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ডেভিড কাটালার দলের বিপক্ষেই কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার খেলতে নামবে মোহনবাগান। এখন বাংলার ফুটবলের গৌরব বজায় রাখতে গেলে এই ম্যাচ জিততেই হবে বাস্তব রায়ের দলকে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, মোহনবাগান এই ট্রফি জিততে আদৌ কি আগ্রহী? সম্ভবত তাদের আগ্রহ কম বলেই প্রথম সারির দল না নামিয়ে কিছু আইএসএলে কম খেলা ফুটবলারের সঙ্গে মূলত রিজার্ভ ফুটবলারদের নামাতে চলেছে মোহনবাগান। এমনকি দলের দায়িত্বে নেই কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। দল নিয়ে ভুবনেশ্বরে গিয়েছেন বাস্তব ও দেগি কার্ডোজো। যদিও বাস্তব বললেন, 'আমার সঙ্গে সবসময়ই মোলিনার কথা হচ্ছে।' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ মতোই সম্ভবত পরিকল্পনা সাজাবেন বাস্তব। এদিনই দুপুরের বিমানে দল কলকাতা থেকে পৌঁছায় ভুবনেশ্বরে। প্রচণ্ড গরম আর হাতে সময় কম থাকায় আর অনুশীলন না করিয়ে ফুটবলারদের হোটেলে সাঁতার ও জিম করানো হয়। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে ম্যাচ। ফলে গরম নিয়ে চিন্তা থাকছেই। সঙ্গে চিন্তার কারণ কেরালার আগের ম্যাচের পারফরমেন্স। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখান নোয়া সাদাউ-জেসুস জেমিনেজরা তাতে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না সাহাল আবদুল সামাদ-আশিক কুরুনিয়ানরা।

প্রথম একাদশে ধীরাজ সিং মৈরাংথেম, দীপেন্দু বিশ্বাস, সৌরভ ভানওয়ালা, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, সাহাল, আশিকদের থাকার সম্ভাবনা। সঙ্গে বিদেশি হিসাবে হয়তো থাকবেন নুনো রিজ।

> **সুপার কাপে আজ**
>
> **কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** বিকাল ৪.৩০ মিনিটে
>
> **এফসি গোয়া বনাম পাঞ্জাব এফসি**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিওহটস্টার

কিন্তু গোল করার জন্য একমাত্র সুহেল আহমদ বাট ছাড়া বাকি সবই জুনিয়ার ফুটবলার। সেখানে নোয়া-জেমিনেজ-কোয়াম পেপরারা রীতিমতো পোড়খাওয়া ফুটবলার। আর সেটা বুঝেই বাস্তবের মন্তব্য, 'আমরা প্রস্তুতির সময় কম পেয়েছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের ছেলেরা সব খেলার মধ্যেই ছিল। সিনিয়াররা আইএসএলে এবং জুনিয়াররা আরএফডিএলে খেলছিল। তাই ওদের ফিজিকাল কন্ডিশন ঠিকঠাকই আছে। একটাই সমস্যা, নতুন করে টিম কম্বিনেশন গড়ে তোলা।' তবে তিনি মনে করছেন, 'জুনিয়ারদের কাছে এই মঞ্চটা এক্সপোজার। আশা করছি নিজেদের প্রমাণ করতে ওরা উজাড় করে দেবে।' একই বক্তব্য সাহালেরও, 'জুনিয়ারদের কাছে এটা একটা বড় মঞ্চ। আর আমার মতো সিনিয়ারদের মধ্যে যাদের চোট-আঘাত ছিল, তারাও চাইছি, নিজেদের সেরাটা দিতে। সবমিলিয়ে আশা করছি, ভালো কিছু করতে পারব।' নুনো রিজ এই প্রথম মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে। হোটেলে পৌঁছে তিনি বলে দেন, 'লম্বা সময় অপেক্ষার পর মাঠে নামতে পারছি। আইএসএলে খেলার সুযোগ পাইনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আশা করছি এখানে সেটা পুষিয়ে দিতে পারব। আর এই যে দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সত্ত্বেও খেলার সুযোগ পেতাম না, সেই সময় দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) জেসনরা (কামিংস) সবসময় পাশে থেকেছে। ওদের ধন্যবাদ। সুপার কাপে ভালো কিছু করতে চাই।'

বাস্তব অবশ্য বলে দেন, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আসেননি। আইএসএলের দুই দফায় হারের বদলা নেওয়ার লক্ষ্যেই নিশ্চিতভাবে শনিবার মাঠে নামবে কেরালা। নোয়াও জানিয়ে দিয়েছেন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা মাঠে নামবেন। তবে আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে খাটো করে দেখার কোনও প্রশ্নই নেই তাঁদের।

৪ উইকেট নেওয়া হর্ষল প্যাটেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

হর্ষলের চারে হাসি উধাও চেন্নাইয়ের

চেন্নাই সুপার কিংস - ১৫৪ (১৯.৫ ওভারে)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ১৫৫/৫ (১৮.৪ ওভারে)

চেন্নাই, ২৫ এপ্রিল : চিপক দুর্গ আগেই ভেঙে গিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংসের। এবার মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ডেরায় প্রথম জয় তুলে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। শুক্রবার ৫ উইকেটে হেরে ঘরের মাঠে ধোনিরা টানা পাঁচ ম্যাচে পরাজয়ের গ্লানি মাখল।

সঠিক টিম কম্বিনেশনের অভাবে ভুগতে থাকা চেন্নাই এদিন ওপেনিংয়ে নামায় আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম জুটিকে - শাইক রশিদ ও আয়ুষ মাত্রে। সেই জুটি ১ বলের বেশি স্থায়ী হয়নি। মহম্মদ সামির প্রথম বলেই খোঁচা দিয়ে ফিরে যান রশিদ (০)। এই নিয়ে সামি চারবার আইপিএলে প্রথম বলে উইকেট তুলে নজির গড়লেন। সেই ধাক্কা কাটিয়ে চেন্নাই একটা সময়ে ৭৪/৩ স্কোরে পৌঁছে যায়। কিন্তু মন্থর চিপকে বল হাতে ভেলকি দেখিয়ে তাদের সেই স্বস্তি কেড়ে নেন হর্ষল প্যাটেল (২৮/৪)। ইনিংসের এক বল বাকি থাকতে চেন্নাই ১৫৪ রানে অল আউট হয়ে যায়।

আরও একবার ঝোড়ো ব্যাটিং উপহার দিলেন ১৭ বছরের মাত্রে। তাঁর ১৯ বলে ৩০ রানের ইনিংস ছোট্ট হলেও কার্যকরী ছিল। শুরু দিকে একমাত্র সাবলীল ব্যাটিং পাওয়া গেল তাঁর থেকেই। প্যাট কামিন্সের (২১/২) বল মিড অফের উপর

চিপকে প্রথম জয় হায়দরাবাদের

দিয়ে চালাতে গিয়ে তিনি ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন ঈশান কিষানের হাতে। কাজে লাগেনি স্যাম কুরানকে তিন নম্বরে নামানোর স্ট্র্যাটেজিও। কুরান ১০ বলে করলেন মাত্র ৯। প্রথম ৬ ওভারেই ৩ উইকেট হারায় হলুদ ব্রিগেড। দলকে ভরসা দিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজাও (১৭ বলে ২১)। একবার জীবনদান পেয়েও তিনি ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে চেন্নাইয়ের হয়ে অভিষেক ঘটানো ডেওয়াল্ড ব্রেভিস নজর কাড়লেন। তাঁর ২৫ বলে ৪২ রানের ইনিংসে সিএসকে ১০০ রানের গণ্ডি পার করে। তবে সুপারম্যান সুলভ ক্যাচে ব্রেভিসকে ফেরান কামিন্দু মেন্ডিস। ৪০০ তম টি২০ ম্যাচে রান পাননি চেন্নাই অধিনায়ক ধোনিও (৬)।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় বলে উইকেট হারিয়েছে হায়দরাবাদ। শূন্য রানে ফিরে যান অভিষেক শর্মা। ট্রাভিস হেডকে (১৯) থামিয়ে দেন অংশুল কম্বোজ। বেশিক্ষণ টেঁকেননি হেনরিচ ক্লাসেনও (৭)। ঈশান (৩৪ বলে ৪৪) অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর। তাঁর চেষ্টার পরও সানরাইজার্স ১০৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই তাদের ১৮.৪ ওভারে ১৫৫/৫ স্কোরে পৌঁছে দেন কামিন্দু (অপরাজিত ৩২) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (অপরাজিত ১৯)। ২ উইকেট নিলেও নুর আহমদের ৪ ওভারে ৪২ রান খরচ চেন্নাইয়ের বিপক্ষে গিয়েছে।

দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক', শুরু হচ্ছে ২৪ মে। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ। এরপরই পহলগামের ঘটনা। তাতেই নীরজের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। পড়তে হচ্ছে কটাক্ষের মুখেও। রেহাই পায়নি তাঁর পরিবারও। গোটা ঘটনায় বেশ হতাশ টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলার নীরজ।

শুক্রবার সকালে দীর্ঘ এক বিবৃতিতে নীরজ লেখেন, 'আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।' পাক জ্যাভলার যদিও দু'দিন আগেই জানিয়েছেন, এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য ওই সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকবেন তিনি। ফলে ভারতে আসা হচ্ছে না।

> আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।
>
> **নীরজ চোপড়া**

অলিম্পিকে জোড়া পদক এনে দিয়েছেন দেশকে। সোনা জিতেছেন কমনওয়েলথ গেমসেও। এরপর ছোট-বড় একাধিক শিরোপা তো রয়েছেই। এতকিছুর পরও দেশের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ। বললেন, 'আমি খুব কম কথার মানুষ। তবে আমার দেশপ্রেম, পরিবারের সম্মান নিয়ে যখন কথা, তখন তো আমি মুখ খুলবই। আমার কাছেও দেশ সবার আগে। পহলগামের ঘটনায় আমিও শোকাহত, ক্ষুব্ধ।' তাঁর সংযোজন, 'এত বছর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় খারাপ লাগা স্বাভাবিক। ভেবে কষ্ট হচ্ছে মানুষকে এটা বোঝাতে হচ্ছে।'

বিরাট-বাবরদের এক গ্রুপে চান না সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : পহলগামের জঙ্গি হামলার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারত। ঘটনার আঁচ পড়েছে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেও। ব্যতিক্রম নয় ক্রীড়াজগৎও। ইতিমধ্যেই ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের বিরুদ্ধে মত রেখেছেন অনেকেই। এবার সেই দাবিতে গলা মেলালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুক্রবার রাতে ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'পহলগামে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা মর্মান্তিক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। আর হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান যেন কোনও প্রতিযোগিতাতেই এক গ্রুপে না থাকে।' ক্রিকেটের ময়দানে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ বরাবরই বক্সঅফিস হিট। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে চলা ক্রমবর্ধমান অস্বস্তির কারণে ২০১২-'১৩ সালের পর থেকে বন্ধ রয়েছে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। অগত্যা ক্রিকেটপ্রেমীদের একমাত্র ভরসা হয় কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট কিংবা এশিয়া কাপ। যেখানে শেষ কয়েক বছরে বারবার মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দেশ। কিন্তু এবার সরাসরি তার বিরুদ্ধেই মুখ খুললেন বাংলার মহারাজ।

সাংবাদিকরা এরপর সৌরভের কাছে জানতে চান, প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে তিনি এখনকার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকর্তাদের এই বিষয়ে কিছু বলতে চান কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতীয় বোর্ডের শীর্ষপদে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এই ঘটনার কথা জানেন। আমি চাইব তাঁরা যেন বিষয়টি ভেবে দেখেন।'

পঞ্চাশে গেইলকে টেক্কা কোহলির

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : নজিরের অপর নাম বিরাট কোহলি।

নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করেছেন ভারতের এই রানমেশিন। বৃহস্পতিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৪২ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন। সেইসঙ্গে গড়েছেন একাধিক রেকর্ড।

প্রথমে ব্যাট করে টি২০-তে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরান করার নজির গড়েছেন বিরাট। বৃহস্পতিবারের ম্যাচের পর প্রথমে ব্যাট করে মোট ৬২টি অর্ধশতরান রয়েছে বিরাটের ঝুলিতে। এই ক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলেছেন পাক তারকা বাবর আজমকে। এছাড়াও এদিন ৫০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলার নিরিখে বিরাট টপকে গেলেন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইলকে। ক্যারিবিয়ান তারকা তাঁর টি২০ কেরিয়ারে মোট ১১০ বার পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন। আপাতত ১০২টি হাফ সেঞ্চুরি ও ৯টি শতরানের সুবাদে ১১১টি পঞ্চাশের বেশি রানের ইনিংস রয়েছে 'কিং কোহলি'-এর।

চলতি আইপিএলে কমলা টুপির লড়াইয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন বিরাট। আপাতত ৩৯২ রান করেছেন তিনি। সামনে রয়েছেন কেবলমাত্র বি সাই সুদর্শন। গুজরাটের এই ব্যাটারের সংগ্রহ ৪১৭ রান। গতবছর আইপিএলে কমলা টুপি পেয়েছিলেন বিরাট। এবারও সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে প্রথম জয় পাওয়ার পর বিরাট বলেছেন, 'এর আগে ঘরের মাঠে তিনটি ম্যাচে আমরা গড়পড়তা ব্যাটিং করেছিলাম। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছি। এদিন আমরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাটিং করেছি।' ওপেনার ফিল সল্ট আউট হওয়ার পর দেবদত্ত পাডিক্কালকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন বিরাট। এই পার্টনারশিপটাই আরসিবি-কে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। পরে এই পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে বিরাট বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনাটা খুব সহজ ছিল। একজন অ্যাটাক করবে এবং অপর জন একটা দিক ধরে রাখবে। তাছাড়া দেবদত্ত ও আমি দুইজনেই চিন্নাস্বামীর পিচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই বড় ইনিংস তৈরি করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।'

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ঘেঁটে ঘ কেকেআর

- খবর তেরোর পাতায়

NOTICE

This is to certified that we Shyamal Adhikary, Kabita Adhikary and Biswajit Adhikary Resident of Chalsa Golai, Dist. Jalpaiguri are the 'Principal' of a 'General Power of Attorney' and Bikash Sha son of Shibnath Sha, Resident of Batabari, Dist. Jalpaiguri is the 'General Attorney' which was notarized on 14th January 2022 but today we withdraw on revock him from the General Attorney by 'Cancelation of General power of Attorney' dated 21.04.2005.

Identified by me
Kallol Kumar Das (Advocate)
Jalpaiguri

শুরু হল আদর্শর ক্রিকেট

মালবাজার, ২৫ এপ্রিল : আদর্শ কলোনি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুক্রবার থেকে শুরু হল মাল শহরের আর্মি ময়দানে। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টা দল অংশগ্রহণ করছে।

এদিন প্রথম ম্যাচে পীযূষ ইলেভেন ৯ উইকেটে হারিয়েছে কেবি ইলেভেনকে। কেবি ইলেভেন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭২ রান তোলে। জবাবে রান তাড়ায় নেমে পীযূষ ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ১১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন জগবন্ধু দাস।

পরের ম্যাচে টোপ্পো ইলেভেন ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে জুনিয়ার ইলেভেনের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জুনিয়ার ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬৩ রান তোলে। জবাবে রান তাড়ায় নেমে টোপ্পো ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুমিত শা।

আইএসএল ডাবল করে বিয়ে সেরে ফেললেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো। পাত্রী দীর্ঘদিনের বান্ধবী ব্রায়ান ডি সুজা। তিনি একজন বিমানসেবিকা। স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিস্টন লিখেছেন, 'তোমাকে মনে ধরেছে...।'

সেজেগুজে দর্শকদের অপেক্ষায় আইপিএল ফ্যান পার্ক। ছবি : প্রতিবেদক

তুঙ্গে ফ্যান পার্কের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শনি ও রবিবার বসবে আইপিএল ফ্যান পার্কের আসর। সেই উপলক্ষ্যে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এদিন বিসিসিআই প্রতিনিধি সত্যপাল নিকাড়ে বলেছেন, 'সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশ করা যাবে ফ্যান পার্কে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফান গেম। পানীয় জল, বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে। ন্যূনতম মূল্যে ফুড কোর্ট থেকে খাবার কিনে খেতে পারবেন দর্শকরা।' শুক্রবার দেখা গিয়েছে মাঠের উত্তর দিকে বিশালাকার পর্দা টাঙানো হয়েছে। বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজের তদারকি করছেন। শনিবার স্টেডিয়ামে কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাগম হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। রবিবার দুপুরে সাড়ে তিনটায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-লখনউ সুপার জায়েন্টস ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ সরাসরি দেখানো হবে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে কলেজ মাঠ

গাজোল, ২৫ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির টি২০ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল গাজোল কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। সেমিফাইনালে তারা ২ উইকেটে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। টসে জিতে অগ্রগামী ১২৮ রান করে। ফিরোজ হোসেনের অবদান ২৪ রান। ম্যাচের সেরা সৌম্যদীপ গুপ্ত ও সাগর সিং তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। জবাবে কলেজ মাঠ ৮ উইকেটে ১২৯ রান তুলে নেয়। ভূদেব রায় ৩৩ করেন। রাজু ঘোষ এবং তুষার মণ্ডল ২ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার ফাইনালে কলেজ মাঠের প্রতিপক্ষ চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প।

লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। - অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি অ্যাকাডেমি

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে হারিয়েছে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে। জোড়া গোল করেন বিশাখা বর্মন ও সঞ্জনা কেরকেট্টা। অন্য গোলটি মনীষা ওরাওঁয়ের। ম্যাচের সেরা সঞ্জনা। জয়ের সুবাদে মহিলাদের প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

কসবার ৫ গোল

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগে শুক্রবার কসবা বয়েজ ক্লাব ৫-১ গোলে রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। কসবার গোলস্কোরার বিধিরাম মুর্মু, অঙ্কিত তিখাত্রি, সৌমেন বেশরা, অজয় সূত্রধর ও করন দরজি। স্টারের একমাত্র গোল করেন বেঞ্জামিন মুর্মু। শনিবার খেলবে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং বিএসএ।

ইয়ংসের ফুটবল শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ইয়ংস কালচারাল ক্লাবের আলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হতে চলেছে জেওয়াইসিসি মাঠে। ৪ মে পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতাটি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সচিব অলোক সরকার জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের ৮ দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

জিতল ডেস্ট্রয়ার

পারডুবি, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগে শুক্রবার টিম ডেস্ট্রয়ার ৬ রানে হারিয়েছে রয়্যাল কিংসকে। প্রথমে ডেস্ট্রয়ার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। স্বপন সরকারের অবদান ৩২ রান। জবাবে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রানে থামে। অক্ষয় বর্মন ২৫ রান করেন। অমিত দাসের শিকার ৩ উইকেট। শনিবার পয়েস্তি প্যান্থারের প্রতিপক্ষ রয়্যাল কিংস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কালিম্পং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কালিম্পং - এর একজন বাসিন্দা বিষ্ণু সুনার - কে 08.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97B 51149 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যে কোন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থ। ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের জন্য অনেক বড়ো একটি সুযোগ প্রদান করছে, তাই আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি হয়েছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, তাই আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।"

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।